সূচীপত্র

গিরিকা

১

সারাদিন পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরে জলযোগান্তে দক্ষিণের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে গোষ্ঠবিহারী মিত্র মুখে গড়-গড়ার নলটা দিয়েছেন, এমন সময় স্ত্রী মন্দাকিনী উপস্থিত হয়ে বললেন, "একটা কথা আছে।"

পাটের দালালী ক'রে গোষ্ঠবিহারী যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন তাতে একটা বড় জমিদারি কিনে রাজাবাহাদুর খেতাবের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্ত্রী মন্দাকিনী আধুনিক চলনের নারী; পুত্রকন্যার উচ্চ শিক্ষার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। গোষ্ঠবিহারীর দু' পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ প্রভাতনাথ গ্লাসগোয় এঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে; কনিষ্ঠ প্রদোষনাথ হেয়ার স্কুলে ম্যাট্রিক্‌ ক্লাসে, এবং কন্যা মণিমালা বেথুন কলেজে থার্ডক্লাসে পড়ে।

স্ত্রীর কথা শুনে গোষ্ঠবিহারী বুঝলেন, কথা মানে অনুরোধ; বললেন "কি কথা বল?"

একটু চিত্তদ্রবকারী হাসি হেসে মন্দাকিনী বললেন, "মণির ম্যাট্রিক্‌ দেবার ত আর বছর তিনেক রইল; তার পড়ার একটু ভাল ব্যবস্থা না করলে ভাল ক'রে পাশ করবে কেমন ক'রে? মণির স্কুলের একটি টিচারকে দিয়ে আমি একটি মেয়ে জোগাড় করেছি। মেয়েটি প্রাইভেটে

বি-এ দেবে। ভারি চমৎকার মেয়ে; রূপে যেমন লক্ষ্মীপ্রতিম কথাবার্ত্তা তেমনি মিষ্টি দেখবে?"

"বাড়িতে আনিয়েছ নাকি?"

"আনিয়েছি।"

গড়-গড়ায় দুটো লম্বা লম্বা টান দিয়ে গোষ্ঠবিহারী বললেন, "কত দিতে হবে?"

মন্দাকিনী বল্লেন, "যোগ্যতা হিসেবে সে এমন বেশী কিছুই থাওয়া, থাকা আর মাসে মাসে কুড়িটাকা হাত খরচ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গোষ্ঠবিহারী বল্লেন, "থাকা! সে আম বাড়িতে থাকবেও না কি?"

"থাকাটাই ত' তার সব চেয়ে বেশি দরকার। মামার বাড়ি লেখাপড়া করত—মামা কিছুদিন হ'ল মারা যাওয়ায় কলকাতার উঠে গেছে। আত্মীয় বলতে আছে এক দূর সম্পর্কের জেঠা— জবাব দিয়েচেন আশ্রয় দিতে পারবেন না--বোধ হয় পাছে বিয়ের ঘাড়ে পড়ে সেই ভয়ে। কোনো ভদ্রপরিবারে আশ্রয়ই তার সব বেশি দরকার।"

গোষ্ঠবিহারী আর কিছু না ব'লে গড়-গড়ায় আবার বড় বড় দিতে লাগলেন। লক্ষণ শুভ অনুমান ক'রে মন্দাকিনী মেয়েটিকে হাজির করলেন।

নত হয়ে গোষ্ঠবিহারীর পদধূলি গ্রহণ ক'রে মেয়েটি যখন সোজা হ দাঁড়াল তার কমনীয় মূর্ত্তির অপরিসীম মাধুর্য্যে গোষ্ঠবিহারীর চিত্ত হ'য়ে উঠল।

"তোমার নাম কি মা?

সুমিষ্ট কণ্ঠে মেয়েটি বল্লে "গিরিকা। গিরিকা বসু।"

গোষ্ঠবিহারী মনে মনে বল্লেন, "গিরিকা না হয়ে গিরিজা হ'লে মনে হ'ত উমাই বুঝি ঘরে এল!" মুখে বল্লেন, "আচ্ছা মা, তুমি মণিকে পড়াবে।"

স্থির হ'য়ে গেল পরদিন জিনিষ-পত্র নিয়ে গিরিকা আস্‌বে।

সন্ধ্যার পর প্রদোষ বাড়ী আস্‌তেই মণিমালা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললে "শুনেছ মেজদা, আমার টিচার আমাদের বাড়িতেই থাক্‌বেন। একটু আগে এসেছিলেন। কাল একেবারে জিনিষ পত্র নিয়ে আস্‌বেন। নাম কি জান?—গিরিকা; গিরিকা বসু।"

অবহেলা ভরে প্রদোষ বল্‌লে, "গিরিকা আবার মেয়েমানুষের নাম হয়! যা তা!"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মণিমালা বল্‌লে, "যা তা কি গো? বেশ মিষ্টি নাম।"

প্রদোষ বল্‌লে, "একটুও মিষ্টি নয়—বিশ্রী। তা হ'লে দেশের মধ্যে গিরিডিও খুব মিষ্টি নাম?" ব'লে প্রদোষ হেসে উঠল।

অপ্রস্তুত হয়ে মণিমালা বল্‌লে, "মিষ্টিই ত।" "মধুপুরের চেয়েও মিষ্টি?"

আর তর্ক চলল না,—মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ক'রে মণিমালা বললে, "খবরদার মেজদা, গিরিকা দিদির কাছে গিরিডির নাম মুখে এনো না।"

উৎফুল্ল হয়ে প্রদোষ বল্‌লে "মুখে আন্‌ব না? খুব আন্‌ব। বলব, গিরিকা বসুর বাড়ী গিরিডি নগরী।"

"চল্লুম মাকে বল্‌তে।" ব'লে মণিমালা সক্রোধে প্রস্থান করলে।

পাঁচ মিনিট পরে প্রদোষ চেঁচিয়ে উঠল, "ইঁদুর! ইঁদুর! নেংটি ইঁদুর! গিরিকা মানে নেংটি ইঁদুর!"

দূর থেকে প্রদোষের হাতে একটা মোটা অভিধান দেখে মণিমালা আরক্ত মুখে ছুটে এল। "কক্ষণো নয়!"

"এই দেখ্‌!"

প্রদোষের তর্জ্জনীর উপরের লেখা পাঠ ক'রে মণিমালার মুখ পাংশু হয়ে গেল! সত্যিই গিরিকা মানে নেঙ্‌টি ইঁদুর! পরমুহূর্ত্তেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "হাত সরাও, দেখব নীচে কি লেখা আছে!"

শক্ত ক'রে অভিধানের উপর হাত চেপে রেখে প্রদোষ বল্‌লে, "এই ত — নেঙটি ইঁদুর!"

খপ ক'রে প্রদোষের হাত থেকে অভিধান খানা টেনে নিয়ে লুকানো অংশ প'ড়ে মণিমালা ব'লে উঠল, "তবে?"

"তবে আবার কি? নেঙটি ইঁদুরও ত হয়।

"নেঙটি ইঁদুরের কথাও তুমি গিরিকা দিদিকে বল্‌বে নাকি?

"বল্‌ব না? বল্‌ব, গিরিকা বস্তুর ঘর, গিরিডি বিবর। বিবর মানে গর্ত্তো।

রুষ্ট মুখে মণিমালা বললে, "জানি! কিন্তু দেখ মেজদা, তুমি যদি গিরিকা দিদির কাছে গিরিডি কিম্বা ইঁদুরের নাম মুখে আনো তা হ'লে আর যদি কখনো তোমার পিট চুল্‌কে দিই!"

এ দণ্ডটা প্রদোষের পক্ষে সত্যই গুরুতর;—বললে, "আচ্ছা, আজ যদি আধঘণ্টা পিট চুল্‌কে দিস্‌ তা হলে বলব না। কিন্তু পাকা আধঘণ্টা—ঘড়ি ধরে।"

মণিমালা স্বীকৃত হ'ল। বল্‌লে, "মেজদা তুমিও গিরিকা দিদির কাছে একটু একটু পোড়ো না?"

বিস্ময়ে প্রদোষ আকাশ থেকে প'ড়ে বল্‌লে, "মেয়েমানুষের কাছে আমি পড়বো কিরে!"

"মেয়েমানুষ কি?—বি এ পড়েন।"

কথাটা শুনে প্রদোষ একটু দমে গেল—পরমুহূর্তেই জোর ক'রে বললে, "পড়ুক বি-এ,ও মেয়েমানুষের বি-এ।"

মণিমালা বিস্মিত হয়ে বললে, "বি-এ আবার মেয়েমানুষের বেটাছেলের কি ?"

বিজ্ঞভাবে প্রদোষ বললে, "মেয়েমানুষের বি-এ সহজ হয়। আচ্ছা তুই ত থার্ডক্লাসে পড়িস, বল্ দেখি it is too hot to day—এর correct ইংরিজি কি হবে ?"

মণিমালা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বল্লে, "এ ত এখনি আমি ব'লে দিতে পারি মেজদা, কিন্তু আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি I have an important business to doর correct ইংরিজি কি, তুমি কি বলবে বল দেখি ?"

জিজ্ঞাসা করলে যে সবিশেষ বিপদ তাতে প্রদোষের সন্দেহ ছিল না; বল্লে, "তোর ত বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে দেখছি ! তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্ !"

সহাস্য মুখে মণিমালা বললে, "আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করব না।"

২

পরদিন স্কুল থেকে এসে বই রাখতে গিয়ে প্রদোষ দেখলে তার পড়বার ঘরে চেয়ারের উপর ব'সে টেবিলের উপর হেলান দিয়ে গিরিকা জানালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। তার মুখের বাঁ দিকের মাত্র আধখানা দেখা যাচ্ছে—কিন্তু তারি শক্তি কত ! একপা চৌকাঠের ভিতরে আর এক পা বাইরে রেখে প্রদোষ থমকে দাঁড়ালো।

একটু যা পায়ের শব্দ হয়েছিল তাইতে গিরিকা ফিরে দেখলে একটি ষোল সতর বছরের লম্বা ছিপছিপে সুশ্রী শ্যামবর্ণ ছেলে হাতে একগোছা

বই নিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখোচোখী হতেই প্রদোষের মুখ লাল হয়ে উঠল।

মৃদু হেসে গিরিকা বল্‌লে, "ঘরখানি অধিকার ক'রে বসেছি। বড় অসুবিধা হবে ;—না ?"

একটু বিমূঢ় ভাবে স্খলিত স্বরে প্রদোষ বল্‌লে, "না, এমন কি আর—"

গিরিকা বললে, "হ'লে উপায়ই বা কি ? আশ্রয় যখন দিয়েছ, তখন কষ্ট সহ্য করতেই হবে।"

প্রদোষের মুখ আবার লাল হ'য়ে উঠল ; বল্‌লে, "না, না, কষ্ট কি ?"

গিরিকা বললে, "দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ভেতরে এসে বসো না ? বাড়ির সকলেরই সঙ্গে আলাপ হয়েচে খালি তোমাকেই এ পর্য্যন্ত দেখিনি, তোমার কথা কিন্তু অনেক শুনেছি মণিমালার কাছে। ঘরে এসো।"

মোটের উপর সমস্ত ব্যাপারটায় প্রদোষের ভারি সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল—কিন্তু এ আহ্বান প্রত্যাখ্যানও করতে পারল না। ঘরে প্রবেশ ক'রে একখানা চেয়ার একটু দূরে টেনে নিয়ে বসল।

গিরিকা আর কোন কথা না বলে চুপ করে ব'সে রইল। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট কেটে গেল কোনো শব্দটি পর্য্যন্ত নেই। প্রদোষ বিস্ময়ে অধীর হয়ে মনে মনে বলতে লাগল, 'আচ্ছা লোক যা হ'ক! ঘরে ডেকে এনে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন! এরকম চুপ ক'রে কতক্ষণ ব'সে থাকা যায়!' তারপর হঠাৎ তার মনে হ'ল প্রতিবারে গিরিকাই যে কথা আরম্ভ করবে তারই বা কি মানে আছে, সেও ত আরম্ভ করতে পারে, বিশেষতঃ তাদেরি গৃহে, এমন কি তারি ঘরে, গিরিকা যখন অতিথি।

একটু কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে প্রদোষ বললে, "আজ দুপুর বেলা তুমি এলে ?"

ফিরে তাকিয়ে গিরিকা বললে, "হাঁ"। সমস্ত মুখখানা তার কৌতুকের মিষ্ট হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ঠিক যেন সন্ধ্যা-মলিন ফুল বাগানের উপর অকস্মাৎ এক ঝলক সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল। প্রদোষের অসঙ্কোচ তুমি সম্বোধন এতই তার মিষ্টি লেগেছিল!

ঘরের এক পাশে একটা খাট পেতে তার উপর গিরিকার শয্যা রচিত হয়েছিল। খাটের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রদোষ বললে, "এই ঘরেই রাত্রে শোবে ?"

স্মিতমুখে গিরিকা বললে, "হাঁ।"

"বি-এ দেবে এবার ?"

গিরিকা হেসে ফেললে ; বললে "হ্যাঁ। কিন্তু সে-সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন, যার উত্তর তুমি নিজেই জান এমন কোনো কথা জিজ্ঞাসা কর যার উত্তরে তুমি নূতন কোনো কথা শুনতে পাবে।"

লজ্জিত হ'য়ে প্রদোষ শুধু একটু হাসলে, কিছু বললে না। একটু পরেই সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

গিরিকা বললে. "এরি মধ্যে চললে ? আর একটু বসবে না ?"

প্রদোষ, বললে, "মুখ হাত ধুয়ে জলটল খেয়ে আবার না হয় আসব অখন।"

ব্যস্ত হ'য়ে গিরিকা বললে, "ও মা সত্যি! সে কথা আমার একে বারে মনে নেই। যাও, যাও শীগগীর যাও!"

বইগুলি হাতে তুলে নিয়ে প্রদোষ গমনোদ্যত হ'ল, তারপর কি মনে ক'রে পিছন ফিরে গিরিকার দিকে তাকিয়ে বললে, "বইগুলো খানিক ক্ষণের জন্যে এখানে রাখলে কোন অসুবিধা হবে ?" বোধ হয় মনের

নিভৃত প্রদেশে উদ্দেশ্য ছিল আর একবার গিরিকার ঘরে আসবার পথ রেখে যাওয়া।

গিরিকা বললে, "খানিকক্ষণের জন্যে কেন, বরাবরের জন্যে রাখলেও কোনো অসুবিধে হবে না। টেবিলের উপর রেখে দাও।"

টেবিলে বইগুলি স্থাপিত ক'রে প্রদোষ প্রস্থান করলে।

পিছন থেকে গিরিকা ডাক্‌লে, "প্রদোষ! প্রদোষ বাবু!"

দ্বারের কাছ থেকে একটু ফিরে এসে প্রদোষ বললে, "কি?"

অত্যন্ত গম্ভীর মুখে গিরিকা বললে, "বই রেখে যাচ্ছ যাও, কিন্তু এ ঘরে নেঙটি ইঁদুরের উপদ্রব আছে।"

প্রদোষ বললে, "নেঙটি ইঁদুর?—না, না, একেবারেই"—তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়ে আসল কথাটা বুঝ্‌তে পেরে প্রদোষের মুখের কথাটা মুখেই রয়ে গেল, মুখ একেবারে টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠল।

গিরিকা হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, "যাও, যাও, তোমার কোন ভয় নেই। গিরিডি বিবরের নেঙটি ইঁদুর তোমার বই কাট্‌বেনা—হয়ত একটু ঘাঁট্‌বে।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যথিত স্বরে প্রদোষ বললে, "গিরিকা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?"

গিরিকা হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, "ওমা, তাও কখন করি! পরিচয় পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে অভিধান খুলে নামের মানে বার করে তার ওপর কখনো রাগ হয়?"

"এ সত্যি কথা?"

"একেবারে খাঁটি সত্যি কথা।"

"গিরিকার কিন্তু ভাল মানেও আছে।"

'নেঙটি ইঁদুরই গিরিকার সব চেয়ে ভাল মানে। তুমি এখন যাও, মুখ বড্ড শুকিয়ে গিয়েছে।"

আর কোনো কথা না ব'লে প্রদোষ ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, তারপর ত্বরিত বেগে মণিমালার কাছে উপস্থিত হ'য়ে একেবারে তার বিলম্বিত বেণী টেনে ধ'রে বল্লে, "ষ্টুপিড!"

এই অতর্কিত আক্রমণে কাতর হ'য়ে মণিমালা আর্ত্তস্বরে ব'লে উঠল, "আঃ লাগছে! ছাড়ো, ছাড়ো!"

আর একটা টান দিয়ে প্রদোষ বল্লে, "ছাড়ি, কি ছিঁড়ি দেখাচ্চি! কেন তুই গিরিকাকে নেঙটি ইঁদুরের কথা বলেছিস্ বল!"

মণিমালা প্রদোষের কথা শুনে হেসে ফেল্লে; বল্লে, "এরি মধ্যে সে কথা শোনা হয়েচে? বিউনি ছাড়ো বলছি।"

বেণী ছেড়ে দিয়ে সক্রোধে প্রদোষ বল্লে, "বল্!"

স্মিতমুখে মণিমালা বল্লে, "কথায় কথায়। কিন্তু গিরিকাদিদি ত সে কথায় একটুও রাগ করেন নি।"

তর্জ্জন ক'রে প্রদোষ বল্লে, "আর যদি কর্‌ত?"

"তা হ'লে তোমার কি ক্ষতি হ'ত বল?"

প্রশ্ন কঠিন। উত্তর দেবার কোনো চেষ্টা না ক'রে বিকৃতস্বরে প্রদোষ মণিমালার প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করলে, "তা হ'লে তোমার কি ক্ষতি হ'ত বল?"

প্রদোষের ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখে মণিমালা ভুরু কুঁচকে হাস্‌তে লাগল।

দেখে প্রদোষের পিত্ত উঠ্‌ল জ্বলে। "মেয়ে মানুষের বি-এ পাশের কথাও বলেছিস্?"

পরিতাপের ব্যথায় মণিমালার মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। দুঃখার্ত্তস্বরে বল্‌লে, "যাঃ! একেবারে ভুলে গেছি!"

অত্যন্ত কঠোর ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রে প্রদোষ বল্‌লে, "খবরদার ও কথা বলবিনে!"

ততোধিক তাচ্ছল্যভাবে মণিমালা বল্‌লে, "নিশ্চয়ই বলব। তুমি মেয়েমানুষের বিছে হয় না ব'লে নিন্দে করবে,—আর আমি বলব না? তুমি বল, গিরিকাদিদির কাছে রোজ এক ঘণ্টা ক'রে পড়বে, তা হ'লে বলব না।"

প্রদোষ সরবে আস্ফালন ক'রে উঠ্‌ল, "কক্ষণো পড়ব না! বেটা ছেলে হ'য়ে মেয়েমানুষের কাছে পড়া পড়ব? তার চেয়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে পানের দোকান ক'রে বস্‌ব সেও ভাল।"

"তা হ'লে ব'লে দেব!"

"দিস্ ব'লে; আমি ভয় করিনে। বাড়িতে ভদ্রলোক এসেছে—

মণিমালা হেসে গড়িয়ে পড়ল,—"ভদ্রলোক কি মেজদাদা? ভদ্রমহিলা।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, ভদ্রমহিলা।"

এমন সময় দেখা গেল অদূরে সেই ভদ্রমহিলাই হাস্‌তে হাস্‌তে অগ্রসর হচ্চেন। আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে ক্রুদ্ধ অথচ চাপা গলায় প্রদোষ বল্‌লে, "আধঘণ্টা ক'রে পড়ব। খবরদার ও কথা বলিস্‌নে!"

"জব্দ!"

মণিমালার প্রতি একটা ক্রূর কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে প্রদোষ স'রে পড়ল

৩

মাস খানেক পরে একদিন সন্ধ্যা বেলায় মন্দাকিনী তাঁর স্বামীকে হাস্‌তে হাস্‌তে বলছিলেন, "হ্যাগা, তোমার ছেলে যে গিরিকাকে নিয়ে ক্ষেপে উঠলো! একি ব্যাপার বল দেখি? প্রেম নয় ত?"

গোষ্ঠবিহারী গড়গড়ায় একটা লম্বা টান দিয়ে বল্‌লেন, "কি বল তার ঠিক নেই! গিরিকা হ'ল পদোর চেয়ে তিন বছরের বড়।"

মন্দাকিনী একটু হেসে বল্‌লেন, "হলেই বা। এ কি তোমার তৌল-বাটখারা? বয়সের হিসেবে এর হিসেব সব সময়ে চলে না।"

নলটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে গোষ্ঠবিহারী বল্‌লেন, "বেগতিক দেখ ত মেয়েটাকে না হয় ছাড়িয়ে দাও।" এটা কিন্তু অন্তরের কথা নয়।

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "ওকথা মুখে আন্‌লে তোমার ছেলেমেয়ে দুজনে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে। তা ছাড়া মেয়েটা সত্যিই বড় ভাল। ও-যে মেয়ে তাই সয়, অন্য মেয়ে হ'লে পদোর সেবা যত্নের পীড়নে মরিয়া হ'য়ে উঠত। তা ছাড়া এই এক মাসে মণির যা উন্নতিটা করিয়েচে তা যদি দেখতে।"

স্বামী স্ত্রীতে যখন এইরূপ আলোচনা চলছিল তখন গিরিকার ঘরে প্রদোষ ঐকান্তিক আগ্রহে গিরিকাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "আচ্ছা গিরিকা, তুমি সর্ব্বদা অত কি ভাবো?

গিরিকা স্মিতমুখে বল্‌লে "এম্‌নি—যা তা।"

"যা তা?—মিছিমিছি ভাবো।"

"না, সত্যি সত্যি ভাবি।"

ব্যগ্র হ'য়ে প্রদোষ বল্‌লে, "না, সে কথা বলচিনে। কিছু নিয়ে ভাবো কি না তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"কখনো কিছু নিয়ে ভাবি, কখনো বা কিছু দিয়ে ভাবি।"

সবিস্ময়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "দিয়ে ভাবা আবার কি?"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "নিয়ে ভাবার উল্টো।"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বল্‌লে, "তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারিনে গিরিকা।"

"তার মানে আমার সব কথা বোঝাবার ক্ষমতা নেই।"

"কিম্বা আমার সব কথা বোঝবার ক্ষমতা নেই।"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "তাও হ'তে পারে।"

"আচ্ছা গিরিকা, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হয়?"

"হয়।"

অধীর ঔৎসুক্যে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "কি খেতে ইচ্ছে হয়?"

"কোনো একটা ভাল হোমিওপ্যাথিক ওষুধ;—নক্স-ভমিকা টু হান্‌ড্রেড, কিম্বা ডল্‌কামারা থার্টি—এই রকম একটা কিছু।"

সভয়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কোনো অসুখ আছে নাকি?"

"আছে বৈকি।"

ব্যগ্র হ'য়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "কি অসুখ? শরীরের, না মনের?"

"খানিকটা শরীরের, আর খানিকটা মনের।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "সে আবার কি রকম?"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "মনের জন্যে খানিকটা শরীরের, আর শরীরের জন্যে খানিকটা মনের।"

"তাতে কষ্ট কি রকম হয়?"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "কখনো পেট জ্বালা করে, কখনো বুক জ্বালা করে।"

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বল্‌লে, "আচ্ছা, তোমার একলা থাক্‌তে ভাল লাগে গিরিকা, না লোকজন থাক্‌লে ভাল লাগে ?"

গিরিকা বল্‌লে, "কোনো কোনো লোক থাকার চেয়ে একলা থাক্‌তে ভাল লাগে, আবার একলা থাকার চেয়ে কোনো কোনো লোক থাকলে ভাল লাগে।"

প্রদোষ দেখলে এ প্রসঙ্গে আর বেশী অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নয়। জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, কথা কইতে ভাল লাগে, না চুপ ক'রে থাক্‌তে ভাল লাগে।"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "রোগের লক্ষণ নির্ণয় করছ নাকি প্রদোষ ? কারুর কারুর সঙ্গে কথা কওয়ার চেয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তে ভাল লাগে, আবার চুপ ক'রে থাকার চেয়ে কারুর কারুর সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগে।"

এ প্রসঙ্গও নিরাপদ নয়। একবার ভারি ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞাসা করে সে কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, কিন্তু সাহস হ'ল না। উঠে প'ড়ে বল্‌লে, "চলুন গিরিকা।"

গিরিকা প্রদোষের মনের কথা বুঝতে পেরে হাসি-মুখে বল্‌লে, "এরি মধ্যে চল্‌লে ? আমি ত বলিনি প্রদোষ, তুমি থাক্‌লে বা তুমি কথা কইলে আমার ভাল লাগে না।"

অপ্রতিভ হ'য়ে প্রদোষ বল্‌লে, "না, না, সে জন্যে নয়—এম্‌নি।" তারপর সাহস পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা গিরিকা, আমি কোন দলের ? আমি থাক্‌লে, আমি কথা কইলে, তোমার ভাল লাগে, না ভাল লাগে না ?"

গিরিকা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বল্‌লে, "তুমি একেবারে ভিন্ন দলের প্রদোষ। তুমি থাক্‌লে মনে হয় কখন যাবে, আবার গেলে মনে হয় কখন আস্‌বে।

তুমি কথা কইলে মনে হয় কখন থাম্‌বে, আবার থাম্‌লে মনে হয় কখন কথা কইবে।"

এই গোলমেলে কথার অর্থ নিরূপণের জন্যে এক মিনিট নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে বিমূঢ়ভাবে প্রদোষ বল্‌লে, "এরকম কেন মনে হয়?"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "বোধ হয় মনের কোনো রকম ব্যাধির জন্যে।"

"এ সারে কি কর্‌লে?"

"হয় ত এক ডোজ ডল্‌কামারা খেলে।"

পরদিন বেলা বারোটার সময় একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এসে উপস্থিত। ইনি গোষ্ঠবিহারীর গৃহ-চিকিৎসক। গোষ্ঠবিহারী অফিসে, প্রদোষ মণিমালা স্কুলে, বাড়ীতে কেবল মন্দাকিনী আর গিরিকা। কারো সর্দ্দি, মাথাধরা পর্য্যন্ত নেই; কাকে দেখবার জন্যে ডাক্তার এসেছেন মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন। উত্তর এল গিরিকাকে।

চক্ষু কপালে তুলে গিরিকা বল্‌লে, "দেখ দেখি মা! প্রদোষের এ কি কাণ্ড! ঠাট্টা ক'রে কাল কি বলেছিলাম, একেবারে ডাক্তারকে খবর দিয়ে হাজির।"

মন্দাকিনী সহাস্য-মুখে বল্‌লেন, "তোমার কোনো অসুখ-টসুখ আছে না-কি?"

"কিচ্ছু না! খুব চমৎকার আছি!"

মন্দাকিনী হাস্‌তে লাগলেন; বললেন, "ওর কাণ্ডই ঐ রকম। যা হ'ক ডাক্তার যখন বাড়িতে এসেচেন একবার দেখাও।"

ত্রস্তভাবে গিরিকা বললে, "সে কি মা! কি দেখাব?"

মন্দাকিনী সহাস্যমুখে বললেন, "পেট কামড়ায়, চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে— এমনি যা হয় কিছু বোলো।"

গিরিকা প্রথমে প্রবলভাবে আপত্তি করলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত

ডাক্তারের সামনে তাকে উপস্থিত হ'তেই হ'ল। মন্দাকিনী বল্লেন, "না হলে বড় খারাপ দেখায়।"

গিরিকার নাড়ী দেখে, পেট টিপে ডাক্তার বললেন, "একবার জিভটা দেখাও ত মা।"

রাগে গিরিকার পিত্ত জলে যাচ্ছিল, কিন্তু উপায় কি?—জিভ দেখালে। জিভ দেখ্‌তে গিয়ে ডাক্তার উৎকণ্ঠাভরে ব'লে উঠলেন, "রোসো, রোসো মা, তোমার টনসিল ছটো দেখি।" একটু চেঁচিয়ে বল্লেন, "একটা চাম্‌চে।"

অন্তরালে দাঁড়িয়ে মন্দাকিনী যুগপৎ করুণা এবং কৌতুকে মথিত হচ্ছিলেন;—একটা চাম্‌চে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাক্তার চামচেটা গিরিকার গলার ভিতর চেপে ধরা মাত্র গিরিকা থক্ ক'রে কেশে উঠল।

পকেট থেকে রুমাল বার কোরে মুখ মুছে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি হয় মা?"

একটু চুপ ক'রে থেকে গিরিকা বল্লে, "পেট কামড়ায়।"

"খাবার আগে না খাবার পরে?"

"খাবার আগে।"

"ওপর পেট, না তলপেট?"

"তলপেট।"

"ডান-দিক্, না বাঁ-দিক?"

"ডান দিক্।"

এই ভাবে আরো অনেকগুলি প্রশ্ন ক'রে ডাক্তার বল্লেন, "আচ্ছা মা, তুমি ডল্‌কামারার কথা বলেছিলে কেন? আমি ত' ডল্‌কামারার কোনো লক্ষন পাচ্ছি নে।"

ডাক্তারের কথায় গিরিকার মুখ টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠল।

এক মুহূর্ত্ত উত্তরের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন. "ডল্‌কামারা এখন থাক্। আমি অন্য একটা ওষুধ দিচ্ছি—খেয়ে যেমন থাকো এক সপ্তাহ পরে খবর দিয়ো – তারপর দরকার হ'লে আবার ওষুধ দেবো।"

ওষুধের বাক্স খুলে একটা ওষুধ তুলে নিয়ে ডাক্তার বললেন, "একবার হাঁ কর ত মা।"

গিরিকা স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণকাল ডাক্তারের দিকে চেয়ে থেকে হাঁ ক'রলে। তার জিভের উপর ডাক্তার কয়েক ফোঁটা ওষুধ ফেলে দিলেন।

গিরিকার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠ্‌ল—তা সে ওষুধের ঝাঁঝে, কি ক্রোধের ঝাঁঝে বলা কঠিন।

স্কুল থেকে এসেই প্রদোষ গিরিকার ঘরে উপস্থিত হ'ল। টেবিলের উপর ঝুঁকে গিরিকা একটা বই পড়ছিল।

পিছন থেকে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "ডাক্তার দেখে কি বললেন গিরিকা?"

ফিরে তাকিয়ে গিরিকা তর্জ্জন ক'রে উঠল, "যাও, যাও, প্রদোষ, তুমি ভারী ছেলেমানুষ! কে তোমাকে বলেছিল ডাক্তার ডাক্‌তে?"

"কেউ বলে নি, আমি নিজেই ডেকেছিলাম। ডাক্তার কি করলেন বল না? ডল্‌কামারাই দিলেন?"

গিরিকা ঠিক তেমনি ভাবে তর্জ্জন ক'রে বললে, "আরে রেখে দাও তোমার ডল্‌কামারা! কোথা থেকে এক মানুষমারা ডাক্তার এনেছিলে—আধ শিশি স্পিরিট্ জিভে ঢেলে দিলে, দম আটকে ম'রে আর কি!"

দু-দুবার তাড়না খেয়ে প্রদোষের চোখ ছলছলিয়ে এল। দুঃখি স্বরে বল্লে, "আমি বুঝতে পারি নি—আমাকে মাপ কর গিরিকা!"

গিরিকার চক্ষের কোণে হাসি উছলে উঠল;—বল্লে, "মাপ ক'র কেন প্রদোষ? তোমার ডাক্তারের ওষুধ ভাল। এরি মধ্যে উপকা বোধ হয়েচে। সমস্ত দিন খালি মনে হয়েচে কখন্ তুমি আস্‌বে—আ এখন একটুও মনে হচ্চে না কখন তুমি যাবে। তা ছাড়া মনে হচে আজ সমস্ত সন্ধ্যেটা তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাব।"

"সত্যি?"

"একেবারে।"

"আচ্ছা, আধঘণ্টার মধ্যে আমি আসচি।" ব'লে উৎফুল্ল মু প্রদোষ প্রস্থান করলে।

৪

এম্‌নি ভাবে একটি অপরূপ ধা[illegible]র মধ্য দিয়ে এ দুটি প্রাণী নিত্যকার জীবন প্রবাহিত হ'য়ে চল্‌ল। মন্দাকিনী মাঝে মাঝে বলে 'কিছু বুঝিনে বাপু! শেষকালে একটা কিছু গোলযোগ না ঘটে! গোষ্ঠবিহারী বলেন, "ওগো না, না,! তাও কখনো হয়? গিরিকা চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট!"

মাস চার পাঁচ পরে একদিন হঠাৎ হায়দ্রাবাদ থেকে একেবা দুখানি চিঠি এসে হাজির; এক খানা গোষ্ঠবিহারীর নামে গিরিকা জ্যেঠামহাশয়ের, অপরখানা গিরিকার নামে গিরিকার জ্যেঠাইমার। উভ পত্রের মর্ম্ম,—গিরিকার সমস্ত বিবরণ শুনে হায়দ্রাবাদ কলেজের এক প্রোফেসার বিনা পণে গিরিকাকে জীবনসঙ্গিনী করতে প্রস্তুত; মে

কার্ত্তিক মাস, অগ্রাণ মাসে বিবাহ—অতএব গোষ্ঠবিহারী যেন অন্ততঃ অগ্রাণ মাসের প্রথম সপ্তাহে গিরিকাকে হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে দেন।

এ কথা শুনে প্রদোষের মুখ শুকিয়ে গেল—সে গিরিকার নিকট উপস্থিত হ'য়ে তার হাত চেপে ধ'রে কাতর কণ্ঠে বললে, "তোমাকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না গিরিকা! তোমার যাওয়া হবে না!"

গিরিকা হাস্‌তে লাগল; বল্‌লে, "তুমি যদি আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট না হ'তে প্রদোষ, তা হ'লে আমি না হয় তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমারি কাছে থাকৃতাম। কিন্তু তা'ত আর হবার নয়। এমন চমৎকার সম্বন্ধটি হাত ছাড়া ক'রে শেষকালে আমার কপালে এমনটি আর যদি না জোটে? তখন?"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ বল্‌লে, "কিন্তু বিয়ে যে তোমাকে কর্‌তেই হবে, তার কি মানে আছে? তুমি যদি বিয়ে না কর—এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি গিরিকা—আমিও কক্ষণো বিয়ে কর্‌ব না!" ব'লে আবার গিরিকার হাত চেপে ধর্‌লে।

এবার আর গিরিকা হাস্‌তে পার্‌লে না—তার দুই চক্ষু সজল হয়ে উঠল;—স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "সত্যি প্রদোষ, বিয়ে ছাড়াও যে এতবড় একটা উপায় আছে, তা আমার মনেই হয় নি। কিন্তু এতেও অনেক ভাববার কথা আছে।"

ব্যগ্রভাবে প্রদোষ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আবার কি ভাববার কথা?"

"প্রথমতঃ ধর, মণি ত চিরকালই পড়বে না—আমার খরচ-পত্র চল্‌বে কি ক'রে?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে প্রদোষ বল্‌লে, "শোন কথা! আমিই কি চিরকাল পড়ব? আমি উপার্জ্জন কর্‌ব না?"

এবার আবার গিরিকার মুখে হাসি দেখা দিলে, বল্‌লে, "হ্যাঁ, সেও

একটা ভাববার কথা বটে। যাক্, এখন স্কুলের সময় হয়েচে, স্কুলে যাও, পরে দুজনে মিলে সব কথা ভেবে দেখলেই হবে।"

পরদিন অতি প্রত্যূষে গিরিকার দ্বারে আঘাত পড়ল—গিরিকা! গিরিকা!

ঘুম ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি দোর খুলে গিরিকা দেখলে উৎফুল্ল মুখে প্রদোষ দাঁড়িয়ে।

বিস্মিত হয়ে গিরিকা বল্‌লে, "কি প্রদোষ, এত সকালে ব্যাপার কি বল দেখি?"

সহাস্যমুখে প্রদোষ বল্‌লে, "সমস্ত রাত্রে পাঁচমিনিটও কি ঘুমিয়েচি? খালি ভেবেছি। কিন্তু অবশেষে হয়েচে গিরিকা, এখন তুমি রাজি হ'লেই হয়।"

সবিস্ময়ে গিরিকা বল্‌লে, "কি হয়েচে, কি হয়, কিছুইত বুঝতে পাচ্ছিনে প্রদোষ! এস, ঘরে এস।"

ঘরে গিয়ে প্রদোষ আর গিরিকা মুখোমুখী দুটো চেয়ার অধিকার ক'রে বস্‌ল। উষার অনুজ্জ্বল কিরণে সমস্ত ঘরটা মনোরম হ'য়ে উঠেছিল।

প্রদোষ বল্‌লে, "দাদা দিন পনেরো পরে দুমাসের জন্যে আস্‌ছে শুনেছ ত?"

"শুনেছি!"

"দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে তোমাকে আমার ছাড়তে হয় না; দাদাকে বিয়ে কর্‌তে তুমি রাজি আছ কি না?—দাদাকে তোমার পছন্দ হয়?"

গিরিকা হাস্‌তে লাগল; বললে, "পছন্দ হয় না? অমন বর, এমন ঘর—খুব পছন্দ হয়! কিন্তু তোমার দাদার যে আমাকে পছন্দ হবে তার কি মানে আছে?"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ বললে, "তোমাকে দাদার পছন্দ হবে না ?" একদৃষ্টে একটুখানি গিরিকার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "পেলে বেঁচে যাবে—আর বলে কি না—পছন্দ হবে তার কি মানে আছে ?"

শুনে গিরিকা হাসতে লাগল ; বললে, "বেশ ত। তোমার বউ না হয়ে বউদিদি হ'লে আমি আরো খুসি হব। তখন তোমাকে প্রদোষ ব'লে না ডেকে লক্ষ্মণ ব'লে ডাক্‌ব।"

প্রসন্নমুখে প্রদোষ বললে, "আচ্ছা তা ডেকো, কিন্তু এ কথা কাউকে এখন বোলো না। প্রথম কথা হবে একেবারে দাদার সঙ্গে।"

গিরিকা হাসিমুখে বললে, "আমার বিয়ের কথা কি আমি কাউকে বলতে পারি ? কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই, তুমি নিজেই এখনি সকলকে ব'লে দেবে অখন।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রদোষ বললে, "আমি ? দেখো, কক্ষণো না।"

প্রভাত কলিকাতায় পৌঁছবার দিন গিরিকার ঘরে গিয়ে প্রদোষ বল্‌লে, "দাদকে আন্‌তে আমরা ষ্টেশনে যাচ্ছি গিরিকা, তুমি যাবে ?"

গিরিকা হাসিমুখে বল্‌লে, "তা কখনো যেতে পারি ? সম্বন্ধ করছ তাঁর সঙ্গে, লজ্জা করবে যে।"

একটা স্বচ্ছ সরল হাস্যে প্রদোষের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। "সত্যি ?"

"সত্যি।"

"কম ছেলেমানুষ ত' তুমি নও !"

গিরিকা হেসে বল্‌লে, "আমি যে মেয়েমানুষ প্রদোষ !"

প্রভাত এসে পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে গিরিকার সঙ্গে তার সাধারণ

পরিচয় হয়ে গেল। সুযোগমত এক সময়ে গিরিকার নিকটে এসে প্রদোষ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, 'দাদাকে পছন্দ হয়েছে?"

"খুব!"

"রাজি ত?"

'রাজি!"

সে-দিন গোলেমালে কোনো সুবিধে হ'ল না। পর দিন সকাল বেলা সুযোগমত প্রভাতের কাছে উপস্থিত হ'য়ে প্রদোষ বল্‌লে, "দাদা একবার গিরিকার ঘরে চল।"

বিস্মিত হয়ে প্রভাত বল্‌লে, "কেনরে?

"একটা দরকারি কথা আছে।"

"কি কথা?"

"চলনা সেখানেই শুনবে।"

প্রদোষের পিছনে পিছনে প্রভাত ঔৎসুক্যভরে গিরিকার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গিরিকা তখন তার এসরাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে ভৈরবীর একটা মিঠে টান দিচ্ছিল।

ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রদোষ বল্‌লে, "গিরিকা, দাদা এসেছেন।"

তাড়াতাড়ি এসরাজটা বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আরক্ত মুখে গিরিকা বল্‌লে, "আসুন।" একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "বসুন।"

বিমূঢ়ভাবে চেয়ারে উপবেশন ক'রে প্রভাত জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা পদো?"

প্রদোষ বল্‌লে, "গিরিকার হায়দ্রাবাদে বিয়ের কথা হচ্ছে, মার মুখে কাল তুমি শুনেছ? গিরিকাকে ছেড়ে কিন্তু আমি থাকতে পারবনা দাদা।"

প্রভাত একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলে গিরিকার সঙ্কুচিত দেহ একটা চেয়ারের মধ্যে মিলিয়ে যাবার উপক্রম করেছে। তারপর প্রদোষের দিকে চেয়ে সে বললে, "তা আমাকে কি করতে বলিস্?"

"গিরিকাকে বিয়ে করতে বলি।"

সবিস্ময়ে প্রভাত বলে উঠল, "বলিস্ কি রে!"

প্রদোষ বল্‌লে, "হ্যাঁ তাই বলি। কেন, গিরিকাকে তোমার পছন্দ হয় না না-কি?" তারপর গিরিকার দিকে ফিরে গিরিকার অবস্থা দেখে একটু হেসে বল্‌লে, "গিরিকার লজ্জা হয়েচে। গিরিকা, এদিকে মুখ ফেরাও, দাদা তোমাকে ভাল ক'রে দেখবে।"

কিন্তু এ অনুরোধেও গিরিকা যেমন ছিল তেমনি মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল দেখে গিরিকার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রদোষের বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রভাতের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে, "দাদা, গিরিকার চোখে জল! গিরিকা কাঁদছে!"

প্রদোষের কথা শুনে প্রভাত তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে গিরিকার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে, "গিরিকা, মনে যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, কিম্বা অপমানিত বোধ ক'রে থাকো, তা হ'লে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তা যদি না হয় তা হ'লে—তা হ'লে—

সমস্ত কথাটা শোনবার জন্যে প্রদোষের আগ্রহের অন্ত ছিল না। অধীরভাবে বললে, "তা হ'লে কি, বল না?"

"তা হলে যে প্রস্তাব প্রদোষ এখনি করেছে আমরা দুই ভাইয়ে একান্ত ভাবে সে বিষয়ে তোমার সম্মতি ভিক্ষা করচি! তুমি কি রাজি আছ গিরিকা?"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রদোষ বল্‌লে, "আছে! আছে! আমাকে কালই বলেছে রাজি আছে!" তারপর গিরিকার দিকে ঝুঁকে বললে, "আচ্ছা.

দাদার কাছেও একবার বল না গিরিকা। আর বলতে যদি লজ্জা করে, তা হলে দেখ—আমার দিকে চেয়ে দেখ!"

গিরিকা আরক্ত মুখে অপাঙ্গে প্রদোষের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

নিজের দক্ষিণ হস্ত গিরিকার দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে প্রদোষ বললে, "আমার হাত তুমি ছুঁলেই আমরা বুঝব তুমি রাজি আছ।"

"ছোঁও - ছোঁও - ছোঁও"—প্রদোষের হাত ধীরে ধীরে গিরিকার হাতের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। হঠাৎ একটা-কোনো মুহূর্তে দেখা গেল গিরিকার হাত প্রদোষের হাতকে চেপে ধরেছে—আল্‌গা ভাবে নয়, একেবারে সজোরে,—বোধ হয় কতকটা স্নায়বিক উত্তেজনার বশে।

"পদো, তোর বৌদিদিকে বল, আজকে আমার সুপ্রভাত।" ব'লে প্রভাত ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর ঘণ্টা দুই পরে গিরিকার ঘরে প্রবেশ করে প্রদোষ ডাক্‌লে, "বৌদিদি!"

আরক্ত-স্মিত মুখে গিরিকা বললে, "কি ভাই, লক্ষ্মণ?"

"বাবা আর মা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসচেন।"

শুভ-যোগ

১

কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান থিয়েটার দুইটির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। সপ্তাহের মধ্যে তিন দিনই অভিনয় কালে দুইটি থিয়েটারই এমন ভাবে ভরিয়া যাইত যে, কোন্‌টির লোক সংখ্যা বেশী এবং কোন্‌টির কম, তাহা গণনা না করিয়া বলা কঠিন হইত।

এই দুই থিয়েটারের দুই দল পক্ষপাতী দর্শকও ছিল। তাহারা নিজ নিজ বচন ও বচসার দ্বারা উভয় থিয়েটারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইয়া রাখিত এবং বাড়াইয়া তুলিত। রুবি থিয়েটারের পক্ষপাতী দল বলিত, বাঙ্গালা দেশের থিয়েটারের সমগ্র ইতিহাসে সুরমার মত নায়িকা ও অভিনেত্রী এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, এবং তদুত্তরে বী[illegible] থিয়েটারের ভক্তগণ বলিত, অভিনয়-কৌশলে পরেশ মিত্রের সহিত সুরমার তুলনাই চলিতে পারে না, পরেশ মিত্র এত বড় অভিনেতা। ইহা লইয়া পথে, ঘাটে, পার্কে, ক্লাবে, এমন কি সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত তুমুল দ্বন্দ্ব চলিত; কিন্তু তদ্দ্বারা এই দুইজন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহার মীমাংসা একদিনও হইত না। তবে এ কথায় মত ভেদ ছিল না যে, অভিনয় পটুত্বে ইহারা দুই জনই অনন্যসাধারণ এবং ইহাদের দুই জনের জন্যই দুইটি থিয়েটারের এত প্রসার ও প্রতিপত্তি। ফণী যেমন একাগ্র সতর্কতার সহিত মণি রক্ষা করিয়া চলে, দুই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ঠিক তেমনই সাবধানতার সহিত এই দুই জন অভিনয়কারীকে রক্ষা করিয়া চলিতেন। ইহারা না চাহিয়াই যে বেতন

মাসে মাসে পাইত আর আর অভিনেতৃগণ পীড়াপীড়ি করিয়াও তাহার এক-চতুর্থাংশ পাইত না।

কিন্তু ক্রমশঃ সুরমার খ্যাতিই বেশী ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে ত কেবলমাত্র একজন সুদক্ষা অভিনেত্রী নহে, সে অদ্বিতীয়া গায়িকা। তাহার কণ্ঠনিঃসৃত স্বরলহরী পর্দায় পর্দায় উঠিয়া যখন রবি-রঙ্গমঞ্চের প্রশস্ত কক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিত, তখন আত্ম-বিস্মৃত শ্রোতৃবর্গ গভীর-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকিত। প্রতি গীতই, উচ্ছ্বসিত প্রার্থনার অনুরোধে, সুরমাকে দুইবার গাহিতে হইত। গিটকারী, গমক, মূর্চ্ছনা ও মীড় লইয়া সে সুরের আতসবাজী খেলিত। লোকে বলিত, সুরমা বঙ্গদেশের সুকণ্ঠ পাপিয়া।

ইহা ত গেল অভিনয় ও গানের কথা। কিন্তু শুধু এই দুই বিষয়েই তাহার মোহিনী শক্তি নিবদ্ধ ছিল না। চিত্ত জয় করিবার তৃতীয় অস্ত্র ছিল তাহার অমলিন সৌন্দর্য্য। সে যখন তাহার স্নিগ্ধ রূপশিখাটি জ্বালাইয়া প্রথম মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইত তখন স্তুতি-রবে রঙ্গমঞ্চ ও পুষ্পে পুষ্পে তাহার পদতল ভরিয়া উঠিত। সে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শান্ত-নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া অভিনয় আরম্ভ করিত। তাহার নয়নে বিলোল কটাক্ষ খেলিত না, ওষ্ঠাধরে লঘু চপল হাস্য ভাসিত না, দৃষ্টি তাহার কোন দর্শকেরই উপর নিবদ্ধ হইত না, অথচ প্রত্যেকে এমন ভাবে আকৃষ্ট হইত যেন সে শুধু তাহাকেই আকর্ষণ করিতেছে।

সেই সকল দর্শক আবার যে দিন বীণা থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে উপস্থিত হইত, পরেশ মিত্রের অভিনয় দেখিয়া বিস্ময়ে এবং পুলকে নিমজ্জিত হইয়া যাইত! সহজ, সুন্দর, শান্ত অভিনয়,—লম্ফ নাই, ঝম্ফ নাই, চীৎকার নাই,—অথচ প্রতি বাক্যে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে; প্রতি ভঙ্গীতে অর্থ উছলিয়া পড়ে। দূরাগত সিন্ধু কল্লোলের মত

গম্ভীর মিষ্ট কণ্ঠস্বর, আকাশের মত স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্যে রসানুগত ইঙ্গিত, এবং দীর্ঘ সুগঠিত গৌরবর্ণ দেহের স্বচ্ছন্দ সুন্দর গতি! সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, হাস্য-রোদন এই ভাবের বাজীকর নিমেষের মধ্যে অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলে।

২

সহরের পূর্ব্বাঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইয়া পরেশ বাস করিত। আত্মীয় পরিজন কেহ ছিল না, থাকিলেও কলিকাতার বাসায় কাহাকেও কখন দেখা যাইত না। থাকিবার মধ্যে ছিল একমাত্র ভৃত্য যদু; কাপড় কাচা, বাসন মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নপাক পর্য্যন্ত সংসারের সকল কাজ সে একাই করিত। সংসারই বা কোথায়, আর তাহার কাজই বা কি? দুই ঘণ্টা প্রাতে এবং দুই ঘণ্টা সন্ধ্যায় কাজ করিয়া যদুর আর কিছু করিবার থাকিত না। তথাপি মাঝে মাঝে সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে স্মিত মুখে বলিত, "বাবু, আর একজন লোক নইলে ত আর চলে না।"

পরেশ হাসিয়া বলিত, "কেন রে? এত কি কাজ বেড়ে গেল যে, আর একজন লোক নইলে চল্‌ছে না।"

ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যদু বলিত, "কাজ না বাড়ুক, বয়স ত বাড়ছে বাবু! ঘর সংসারের কাজ, আবার রান্না-বাড়ার কাজ, দুই-ই একজনকে দিয়ে কি ক'রে হয় বল?"

"না যদি হয় ত একজন রসুইয়ার সন্ধান দেখ্‌। হোটেলে খাওয়া ত আমার দ্বারা হবে না, যদু। সেবার পোনের দিন হোটেলে খেয়ে দুমাস অরুচি সারতে লেগেছিল।"

নতদৃষ্টি একেবারে কড়িকাঠের উপর তুলিয়া যদু কহিত, "আমি কি বামুন-চাকরের কথা বল্‌ছি, বাবু? আমি বলছি, একটা যা হয় বিয়ে

থাওয়া কর—বউমা একদিক সামলাক্,—আমি আর এক দিক সামলাই। আপনি ত দিবে-রাত্তির বাইরে বাইরে কাটাবে। শূন্যো ঘরে একা একা বড় উদাস লাগে বাবু!" বলিয়া যদু সসঙ্কোচে নিঃশব্দে হাসিতে থাকিত।

পরেশ হাসিমুখে বলিত, "আমি বিয়ে করলে তোর উদাস মন সারবে কেন রে? তার চেয়ে তুই একটা বিয়ে কর, দুজনে এখানে থাক্‌বি; আমি খরচ দেব।"

শুনিয়া যদু পুনরায় মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিত; বলিত—"আমার তিন কুলে কেউ নেই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমার আবার বিয়ে! আপনি ছেলে মানুষ, আপনি কর!"

পরেশ মনে মনে বলিত তিনকুলে আমারি কেউ আছে কিনা! মুখে বলিত, "আচ্ছা সে দেখা যাবে অখন। এখন আর বকাসনে, পালা!"

যদু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিত।

ঠিক্ এই না হউক, এইরূপ কথোপকথন প্রভু-ভৃত্যে মাঝে মাঝে প্রায়ই হইত।

প্রাতঃকালে রাস্তার ধারের ঘরে বসিয়া পরেশ নূতন নাটকের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ-ভূমিকাটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। নাটকটি সুলিখিত। পরেশ দেখিতেছিল, তাহার ভূমিকায় এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে সে অবলীলাক্রমে দর্শকমণ্ডলীকে দুঃখে, হর্ষে, ঘৃণায়, বিস্ময়ে আলোড়িত করিয়া দিতে পারিবে। অভিনয় যাহাতে সফল ও সুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে নাট্যকার পরেশের হাত ধরিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। নিজ ভূমিকার জন্য পরেশ ভাবিতেছিল না; সে ভাবিতে-

ছিল চারুশীলার জন্য—যাহাকে প্রধান স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে। গ্রামফোনের মত যে গান গায় ও কথা কয়, এবং পুতুলনাচের পুতুলের মত যে ওঠে বসে, নড়েচড়ে, তাহাকে লইয়া অভিনয় করার মত বিড়ম্বনা আর নাই! কি করিয়া চারুশীলাকে একটু গড়িয়া পিটিয়া চলনসই করিয়া লইবে, পরেশ তাহাই মনে মনে ভাবিতেছিল। এমন সময় রাস্তার জানালার ধারে কে ডাকিল, "পরেশ, বাড়ী আছ?"

"আছি" বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দ্বার খুলিয়া পরেশ বিস্মিত হইয়া গেল; দেখিল, তাহার সহপাঠী যোগেন্দ্র পথে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। বিস্ময়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া পরেশ কহিল, "আমি যে এখানে থাকি, তা কি ক'রে আবিষ্কার করলে, যোগেন?"

যোগেন্দ্র সহাস্যে কহিল, "পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে, অতএব এর জন্য অত বিস্মিত হয়ো না। এখন ডেকে বসাবে, না ফিরে যাব? বল।"

পরেশ হাসিয়া কহিল, "এতখানি যে সন্ধান ক'রে এসেছে, তাকে ডেকে না বসালেও সে ঢুকে বসবে। কিন্তু তার দরকার নেই, তুমি একশ' বার এস! তবে একজন পাঁচশ' টাকার ডেপুটিকে ডেকে আনা একজন থিয়েটারের অ্যাক্টারের পক্ষে ধৃষ্টতা কি না, তাই ভাবছি।"

যোগেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমি হলফ ক'রে বলতে পারি, তা' তুমি ভাবছ না, শুধু রহস্য করছ। পাঁচশ' টাকার ডেপুটির প্রতি তোমার কোন মোহ নেই, তা' যে আমি জানি, তা তোমার ভাল করেই জানা আছে। পাঁচশ টাকার ডেপুটি হবার অধিকার আমার চেয়ে তোমার কম ছিল না, তা আমিও জানি, তুমিও জান।"

একটা চেয়ার কোঁচার কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া যোগেন্দ্রের সম্মুখে

স্থাপিত করিয়া পরেশ কহিল, "হতে পারতাম আমি একটা মস্ত বড় বীর —সে সব কথা ছেড়ে দাও! মানুষ যা'র ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তা'র ওপরেই তা'র অধিকার; যা'র ওপর সে দাঁড়িয়ে নেই, তা'র ওপর তা'র কোন অধিকারও নেই। সে সব কথা থাক্, এখন তোমার খবর সব বল, শুনি।"

কিছুক্ষণ দুই বন্ধুতে ঘর সংসারের কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর যোগেন্দ্র কহিল, "আমি এসেছি তোমার থিয়েটার সম্বন্ধে দুটো একটা কথা বলতে।"

পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "পাপ-পথ থেকে আমাকে টেনে তুল্‌বে না কি?"

যোগেন্দ্র কহিল, "রক্ষে কর, ভাই, অত শক্তি আমার নেই। আমাকেই কে টেনে তোলে, তার ঠিক নেই, তা তোমাকে তুলব। তোমার জয়-জয়কার হোক, কিন্তু তোমার থিয়েটারকে একটু টেনে তুলতে পারলে মন্দ হয় না।"

পরেশ ঈষৎ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি রকম?"

তখন কিছু পূর্ব্বে পরেশ যে তন্ত্রীটি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতেছিল, তাহাতেই যোগেন্দ্র একেবারে প্রবল ভাবে আঘাত দিয়া বসিল। বলিল, "আমি তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি—এসে কয়েক দিনই থিয়েটার দেখে বেড়িয়েছি। তোমার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। তুমি যে একজন ষ্টেজ-অ্যাক্টর, সে জন্যে আমার মনে কিছু মাত্র দুঃখ বা গ্লানি নেই; কিন্তু শুধু একজনকে নিয়ে ত প্লে হয় না, ভাই। তোমার পরে আর যা'রা—নায়িকা থেকে আরম্ভ ক'রে দাসদাসী পর্য্যন্ত সব এক ছাঁচে ঢালা; প্রত্যেক অভিনয়ে তোমার সঙ্গে চারুশীলা ব'লে যে মেয়েটিকে জুড়ে দেওয়া হয়, সেত প্রত্যহ তোমাকে রীতিমত খুন করে;

াতে ছুরী থাকে না ব'লে তোমার রক্ত পড়ে না!" বলিয়া যোগেন্দ্র াসিতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "কি করব বল, অভিনয়ই করা যায়, অভিনেত্রী করা ায় না ত!"

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কেন করা যায় না? বিলেতে রে কি ক'রে?"

পরেশ কহিল, "কি ক'রে করে তা জানিনে। কিন্তু এরা ত াকেবারে কাঠের পুতুল, শেখালেও শেখে না, বোঝালেও বোঝে না!"

যোগেন্দ্র কহিল, "কিন্তু আমাদের দেশেও ভাল অভিনেত্রী আছে ত, রেশ। রবি থিয়েটারের সুরমা চমৎকার অভিনয় করে। সে তোমার ম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি তার অভিনয় দেখে আর তা'র গান শুনে অবাক্ য়ে গিয়েছি! তুমি তার অভিনয় দেখনি?"

পরেশ কহিল, "শুনেছি সে একজন ভাল অভিনেত্রী, কিন্তু একদিনও া'র অভিনয় দেখবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।"

যোগেন্দ্র সনির্ব্বন্ধে কহিল, "তা হ'লে দোহাই তোমার, এক[illegible] দেখ; খ'লে তুমি উৎসাহ পাবে; বুঝবে যে, তোমার সঙ্গে অভিনয় করতে ারে এমন অভিনেত্রীও বাঙ্গালা ষ্টেজে আছে। বাস্তবিক, পরেশ, তুমি আর রমা যদি একসঙ্গে অভিনয় কর, তা হলে মণি কাঞ্চনের যোগ হয়!"

অর্দ্ধঘণ্টা কাল এই বিষয় আলোচনা করিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া পড়িল। লিল, "আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো। এতে অন্যায় কিছুই নেই। মি যে চিরকাল বীণা থিয়েটারে আটক থাক্‌বে বা সুরমা যে চিরকাল বি থিয়েটারে বন্দী থাকবে, তা'র কোন মানে নেই।"

পরেশ কহিল, "সুরমা যদি বীণা থিয়েটারে আসে, আমার কোন াপত্তি নেই; কিন্তু আমি যদি বীণা থিয়েটার ছেড়ে চ'লে যাই তা হ'লে

প্রোপ্রাইটারের সমূহ ক্ষতি হবে; অকারণে আমি কি ক'রে তা করি?"

যোগেন্দ্র কহিল, "একটুও অকারণে নয়; প্রোপ্রাইটারের ব্যাঙ্কের জমা বাড়িয়ে তোলাই থিয়েটারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যা'রা পয়সা দিয়ে থিয়েটার দেখে, তা'দেরও অধিকার আছে—ভাল অভিনয় দেখবার। রেল-কোম্পানীর কর্ত্তব্য হচ্ছে আরোহীকে এক যায়গা থেকে আর এক যায়গায় পৌঁছে দেওয়া; কিন্তু তাই ব'লে এঞ্জিনের চোঙ্গে বেঁধে তাকে নিয়ে যেতে পারে না।"

যোগেন্দ্রকে ট্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া পরেশ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নূতন নাটকটি লইয়া বসিল। কিন্তু সে নাটকে ভাল করিয়া মন দিতে পারিল না, যোগেন্দ্রর কথা ভাবিতে লাগিল।

৩

সেদিন রবিবার ছিল। নূতন নাটকের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল বলিয়া পরেশের বীণা থিয়েটারে যাইবার প্রয়োজন ছিল না। সন্ধ্যার সময় সে রবি থিয়েটারে উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলিয়া সর্ব্বত্র তাহার সম্মান ও সমাদর ছিল; তাহাকে দেখিতে পাইয়া একজন গার্ড সযত্নে ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইল।

অভিনয় আরম্ভ হইলে পরেশ উৎসুক চিত্তে সুরমার প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম দৃশ্যে সুরমার ভূমিকা ছিল না, শুধু আখ্যায়িকার নায়ক অনিরুদ্ধের পরিচয় ছিল। দ্বিতীয় দৃশ্য—শোণিত-পুরের রাজ প্রাসাদ। পটোত্তোলন হইলে দেখা গেল, সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষে স্বর্ণ-পালঙ্কের উপর নিদ্রিতা বানরাজ দুহিতা সুন্দরী ঊষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। সম্মুখে কক্ষগাত্রে

অনিরুদ্ধের অস্পষ্ট তিমিত স্বপ্নমূর্ত্তি। পরেশ অপলকনেত্রে উষার ভূমিকায় সুরমাকে দেখিতে লাগিল। কিন্তু কক্ষ অন্ধকার ছিল বলিয়া তাহার আকৃতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না।

সহসা ষ্টেজের একদিক্ হইতে উষার মুখের উপর উজ্জ্বল নীলাভ আলোক প্রতিফলিত হইল। সেই সমুজ্জ্বল আলোকে আর কিছুই অদৃশ্য রহিল না;—দেখা গেল, উষা নিমীলিতনেত্র, কিন্তু অপূর্ব্ব মাধুরী-মণ্ডিত তাহার মুখে থাকিয়া থাকিয়া বিচিত্র ভাবরাশি ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। নিঃসন্দেহ বুঝা গেল, সে কোন একটা সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার পর নিমিষের মধ্যে নীলাভ আলোক পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈষৎ গোলাপী বর্ণের আলোক ফুটিয়া উঠিল। বিমুগ্ধ দর্শকমণ্ডলী সবিস্ময়ে দেখিল, সেই নিমেষেরই কোন সময়ে উষার মনোহর মুখে সলজ্জ অপরূপ মিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল দর্শকমণ্ডলী সহর্ষ-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই সহসা রঙ্গকক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সহস্র করতালির বিরাট ধ্বনি উত্থিত হইল। যেন সেই প্রচণ্ড শব্দেই চকিত হইয়া সুরমা পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল, তাহার পর এক মুহূর্ত্ত বিহ্বল ভাবে বসিয়া থাকিয়া, সহসা দুই হস্তে নেত্রদ্বয় মুছিয়া ব্যাকুল ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে চোখে তাহার নিদারুণ নৈরাশ্য ও বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া বাহির হইল করুণ মর্ম্মস্পর্শী বিলাপগীতি "ওগো বন্ধু! ওগো দয়িত! কোথায় তুমি, কোথায় তুমি! যদি রহিবে না, তবে দেখা দিলে কেন? যদি দেখা দিলে, তবে রহিলে না কেন? এস এস, ফিরিয়া এস!" সুর, লয়, মূর্চ্ছনা, মীড়ের সংযোগে সেই করুণ বিলাপোচ্ছ্বাস শ্রোতৃবর্গের চিত্তে এক অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা জাগাইয়া তুলিল! পরেশ দুই হাতে তাহার বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সেই আকুল আহ্বান-ধ্বনি

শুনিতে লাগিল। তাহার অধীরোত্থত চিত্ত অনিরুদ্ধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তাহার গভীরাকৃষ্ট চেতনা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া সেই অনতিবর্ত্তনীয় আহ্বানকে অনুসরণ করিতে উত্থত হইল।

তাহার পর অনিরুদ্ধের জন্য আকুল অন্বেষণ; সখী চিত্রলেখা কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধকে রাজান্তঃপুরে আনয়ন; বিরহ বিধুরা উষার সহিত অনিরুদ্ধের মিলন; ক্রমশঃ সেই কথা অবগত হইয়া ক্রুদ্ধ বাণরাজ কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধকে নিহত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ; অনিরুদ্ধের হস্তে সৈন্যগণের পরাভব। তৎপরে বাণরাজা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐন্দ্রজালিক মায়ার দ্বারা অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলেন। তখন উষার কি অব্যক্ত যাতনা, কি উন্মত্ত অস্থিরতা! অভিনয়ের প্ররোচনায় দর্শক বৃন্দ কাঁদিয়া অস্থির হইল। অবশেষে সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন বহু সৈন্যসহ শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যরাজের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শোণিতপুরের রাজপথ রুধিরে রুধিরে প্লাবিত হইয়া গেল; ভীষণ যুদ্ধের পর বাণ পরাস্ত হইলেন। তখন যাদবগণ অনিরুদ্ধ ও বধূ উষাকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় উষার সুন্দর মুখে মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

যবনিকা পতনের অর্দ্ধঘণ্টা পরে প্রহসন আরম্ভ হইবে। প্রহসনে সুরমার কোনও ভূমিকা ছিল না। সে উষার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "বীণা থিয়েটারের পরেশ মিত্র দেখা করবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুরমা বলিল, "কোথায়?"

পরিচারিকা কহিল, "পর্দ্দার পাশে।"

ক্ষিপ্রপদে বাহিরে আসিয়া পরেশকে সম্মুখে দেখিয়া সুরমা তাড়াতাড়ি অবনত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

পরেশ শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া গিয়া কহিল, "ছি ছি! কর কি, সুরমা! পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া সুরমা কহিল, "আপনি কি আজ সমস্তক্ষণ ছিলেন? আমি ত আপনাকে দেখতে পাইনি।"

পরেশ স্নেহ গভীর স্বরে কহিল," সমস্তক্ষণ ছিলাম ত বটেই, মুগ্ধ হয়ে ছিলাম! কি সুন্দর অভিনয় কর তুমি, সুরমা, কি চমৎকার গান গাও! তুমি যখন উষা হয়ে অভিনয় করছিলে, তখন ইচ্ছা হচ্ছিল, অনিরুদ্ধ হয়ে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই।" বলিয়া পরেশ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুরমার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টি নত করিয়া কহিল, "তা যদি গিয়ে দাঁড়াতেন, তা হ'লে আমার অভিনয় তা'র জন্যেই ভাল হয়ে যেত! আপনাদের মত লোকের সহায়তা পেলে মনে হয়, অনেক উন্নতি করতে পারতাম। আমার অহঙ্কার ক্ষমা করবেন, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করতে হয়, তাঁদের সঙ্গে অভিনয় ক'রে মন ভরে না।"

পরেশ সুরমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ রহিল, তাহার পর মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "আমারও ত' ঠিক সেই দুঃখ, সুরমা; চারুশীলার বদলে তোমাকে যদি পাশে পেতাম, তা হ'লে আমিও অভিনয়ের ইন্দ্রজাল তৈরী করতে পারতাম।'

সুরমা উৎফুল্ল কৃতজ্ঞ-নেত্রে একবার পরেশের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

৪

তাহার পর মধ্যে মধ্যে সুরমা ও পরেশে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। কখনও সুরমার গৃহে, কখনও পরেশের গৃহে, কখনও বা রুবি থিয়েটারে।

যোগেন্দ্রর প্রস্তাব ও যুক্তি পরেশ বিস্মৃত হয় নাই। থিয়েটার যে অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায় নহে, এক দিক্ দিয়া তাহা যে সাধারণেরও সামগ্রী এবং তদনুসারে কেবল মাত্র স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ ই সংরক্ষণীয় নহে একথা ক্রমশই তাহার হৃদয়ে বদ্ধ মূল হইতে লাগিল। অবশেষে সে একদিন স্পষ্ট করিয়া তাহার মনোভাব সুরমার নিকট ব্যক্ত করিল। সে বলিল, "দেখ সুরমা, তোমার প্রোপ্রাইটারেরও মঙ্গল হোক, আমার প্রোপ্রাইটারেরও মঙ্গল হোক্ আমার তাতে কিছু মাত্র আপত্তি নেই ; কিন্তু অর্থের জন্যই বল, আর কলার জন্যই বল, থিয়েটারকে যখন জীবনের অবলম্বন করেছি, তখন থিয়েটারকে অবহেলা করলেই জীবনকে অবহেলা করা হবে।"

সুরমা জিজ্ঞাসুনেত্রে পরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তা' ত নিশ্চয়ই। কি করতে হবে, বলুন ?"

তখন পরেশ একে একে সকল কথা খুলিয়া বলিল ; যোগেন্দ্রর আগমন, তাহার সহিত তর্ক ও আলোচনা, যোগেন্দ্রের উপদেশ, তাহার নিজের অভিমত কিছুই বাকি রাখিল না। সে বলিল, "থিয়েটার ও শুধু টিকিট বিক্রী আর ব্যাঙ্কের খাতা নয়। তা'র মধ্যে শিল্প আছে, সাহিত্য আছে, কলা আছে, লোককে উন্নত করবার উপায় আছে, লোককে অবনত করবার আশঙ্কা আছে সেই কথাগুলি মনে ক'রে এস, একবার তুমি আর আমি পাশাপাশি হই। আসবে, সুরমা ?"।

উৎসাহে ও আনন্দে সুরমার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল,

"নিশ্চয়ই আসব! আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত রইলাম; যে দিন আপনি ডাকবেন। সেই দিনই যাব। যদি বলেন ত কালই আমি ম্যানেজারকে নোটিস্ দিই।"

পরেশ সন্তুষ্ট চিত্তে কহিল, "কোন কাযই অত তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়; ভাববার জন্য খানিকটা সময় নেওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা আমি ভেবে রেখেছি যে, আস্‌তে যদি হয় ত' আমিই তোমার থিয়েটারে আস্‌ব। থিয়েটার ছাড়ায় যদি কিছু গ্লানি বা অন্যায় থাকে, তবে আমিই তা বহন করব। তুমি স্ত্রীলোক, তোমাকে তা থেকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য।"

পরেশের এই সদয় আশ্বাসবাক্য শুনিয়া সুরমার অন্তরে আনন্দ নিরুদ্বেগ হইল। মুখ দিয়া কৃতজ্ঞতার কোনও বাণী নির্গত না হইলেও তাহার চোখের পরিতৃপ্ত দৃষ্টির মধ্যে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এক থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া অপর থিয়েটারে যোগদান করার যে সকল অসুবিধা ছিল, তাহা হইতে পরিত্রাণলাভের প্রতিশ্রুতিতে সুরমার মনে আর কোনও দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব রহিল না। পরেশের সহিত একত্র অভিনয় করিবার কল্পনায় সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এবিষয়ে সুযোগও একদিন আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, সুরমা ও পরেশের মধ্যে নিত্য-বর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতার কথা ক্রমশঃ প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। রুবি থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী একদিন কথায় কথায় সুরমাকে কহিল, "তোমার সঙ্গে পরেশ মিত্রের ত বেশ আলাপ হয়েছে, তা'কে কোনও রকমে আমাদের থিয়েটারে আন্‌তে পার না?"

সুরমা মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "বোধ হয় পারি।"

স্বত্বাধিকারী উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "তা যদি পার, সুরমা, তা হ'লে

তোমাকে আর পরেশ মিত্রকে নিয়ে রুবি থিয়েটারে আমি সোণা ফলাই লক্ষ্মীটি, এ সুযোগ যেমন ক'রে পার, তুমি ঘটাও! পরেশ সেখানে তিনশ' টাকা মাইনে পাচ্ছে, আমি তাকে সাড়ে তিনশ' এমন কি, চারশ পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি।"

একথায় সুরমা আরও আনন্দিত হইয়া এমনই ত' পরেশ আসিবার জন্য ইচ্ছুক, তদুপরি বেতন বৃদ্ধির যোগ থাকিলে আর বাধা কোথায় সে প্রতিশ্রুত হইল, পরেশকে সম্মত করাইবে।

"তা হ'লে কবে এ বিষয়ে সঠিক জানতে পারব?"

সুরমা একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "বোধ হয় কালই।"

পরদিন সুরমা স্বত্বাধিকারীকে বলিল, "পরেশ বাবু রাজি হয়েছেন।"

শুনিয়া স্বত্বাধিকারী লাফাইয়া উঠিল; রাজি হয়েছে? বেশ, সুরমা, বেশ্! তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! মাইনে কত চায়?—চারশ'ই পূরো?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "সে কথাটা আপনি তাঁ'র সঙ্গে নিষ্পত্তি করবেন। তা'র মধ্যে আমার না থাকাই ভাল।"

"কেন? মাইনে বাড়ানর কথা আমি ত তোমাকে বলতে বলেছিলাম। বলনি?'

"বলেছি।"

"চারশ' পর্য্যন্ত?"

"চারশ' পর্য্যন্ত।"

"তাতেও রাজি নয়?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "না, তা'তে রাজি নন।"

শুনিয়া স্বত্বাধিকারী চিন্তিত হইয়া পড়িল; বলিল, চারশ'র বেশী হ'লে চাপাচাপি হয়ে পড়বে যে।"

সুরমা তেমনই স্মিতমুখে কহিল, "আপনি ভাবিত হবেন না। ওকথা খুব সহজেই স্থির হয়ে যা'বে।"

সুরমার প্রতি উৎসুকভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বত্বাধিকারী কহিল "তা তুমি কি ক'রে বলছ? কোন কথা সে বলেছে নাকি? খুলে বল না, সুরমা!"

সুরমা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "আমার ইচ্ছাছিল, তাঁর মুখ থেকেই কথাটা আপনি শোনেন। কিন্তু আপনি যখন এত ব্যস্ত হচ্ছেন, তখন আমাকেই বলতে হোল। তিনি আড়াইশ, টাকা বেতনে আপনার থিয়েটারে আস্‌বেন।"

"আড়াইশ' টাকায়! তার মানে? সে ত বীণায় তিনশ' পাচ্ছে?"

"তা পাচ্ছেন।"

"তবে আড়াইশ' টাকায় এখানে আসবে কেন? তামাসা করছ সুরমা?"

সুরমা শান্ত মুখে সসম্মানে কহিল, "আমি কি আপনার সঙ্গে কখনও তামাসা করি?"

স্বত্বাধিকারী কহিল, "না, তা কর না। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা কমে আস্‌তে চাচ্ছে কেন, তা ত কিছুতেই বুঝতে পারছিনে!"

সুরমা কহিল, "কথাটা এমনই অদ্ভুত যে, আমিও তার মানে বুঝতে পারিনি। চলুন না, এখনও তিনি বাড়ীতেই আছেন—তাঁর মুখ থেকেই কথাটা শুন্‌বেন।"

কথা স্থির করিবার জন্য একজন অভিনেতার গৃহে যাইতে স্বত্বাধিকারী একবার দ্বিধা বোধ করিল। কিন্তু স্বার্থ ও কৌতূহল উভয়ই এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সুরমাকে লইয়া সে অবিলম্বে পরেশের গৃহে উপনীত হইল।

পরেশ সাদর অভ্যর্থনায় আহ্বান করিয়া স্বত্বাধিকারীকে তাহার বাহিরের ঘরে বসাইল।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর মাহিনার কথা উঠিলে পরেশ কহিল, "হাঁ, সুরমা আপনাকে ঠিকই বলেছে ; আড়াইশ' টাকা মাসিক বেতনে আমি আপনার থিয়েটারে যা'ব।"

স্বত্বাধিকারী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, "কেন বল দেখি ? পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি ক'রে এসে তোমার কি লাভ হ'বে ? আমি ত তোমাকে তিনশ'রও বেশী দিতে প্রস্তুত আছি।"

পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা'ত সুরমা আমাকে বলেছে। কিন্তু দেখুন, টাকার জন্যে ত আমি আপনার থিয়েটারে যাচ্ছিনে. টাকা ত চাইলে আমি বীণাথিয়েটারেই পেতে পারি। আমি যাচ্ছি আপনার থিয়েটারে—সুরমা অভিনয় করে ব'লে। আমার মনে হয়, আমরা দু'জনে এক সঙ্গে অভিনয় করলে তা'রও উপকার হবে, আমারও উপকার হবে, আর নাট্যকলারও উপকার হবে।"

স্বত্বাধিকারী কহিল, "তা ত নিশ্চয়ই হবে. কিন্তু সেখানে যা পাচ্ছ, এখানে তার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা কম নিতে চাচ্ছ কেন ?"

পরেশ একটু নীরব থাকিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "বীণা থিয়েটার ছেড়ে গেলে আমার জন্যে সেখানে যা ক্ষতি হবে, তার দণ্ড স্বরূপ আমি পঞ্চাশ টাকা কম নিয়ে রুবী থিয়েটারে আসতে চাই। রুবী থিয়েটারে আমার আসার সঙ্গে টাকার যে কোন সংস্রব নেই, সে কথাটা মনের মধ্যে ভাল ক'রে সজাগ রাখবার জন্যে আমি মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করেছি।"

এ কৈফিয়ৎ ব্যবসায়ী স্বত্বাধিকারীর মনে সন্তোষজনক হইল না। একজন তিনশত টাকার লোক আড়াই শত টাকায় আবদ্ধ থাকিবে,

ইহা তাহার ধারণার বহির্ভূত ব্যাপার। শক্তির পরিমিত শক্ত রজ্জু দিয়া প্রাণীকে বাঁধিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই মাসিক পঞ্চাশ টাকার লোভ পরিত্যাগ করিয়া তিন শত টাকায় পরেশকে স্বীকৃত করিবার জন্য প্রোপ্রাইটার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

পরেশ হাসিয়া কহিল, "আপনি অনর্থক মনে দ্বিধা করবেন না, আড়াইশ টাকাই আমার অভাবের পক্ষে যথেষ্ট। যখন অসুবিধা বোধ হবে মাইনে বাড়াবার জন্যে আমি নিজেই আপনাকে অনুরোধ করব।"

কথাটা সেই দিনই রাষ্ট্র হইল এবং বীণাথিয়েটারের প্রোপ্রাইটারের কর্ণে পৌছিল।

উদ্বিগ্ন প্রোপ্রাইটার পরেশকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা সত্যি?"

পরেশ কহিল, "সত্যি!"

"তার মানে? এখানে তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?"

পরেশ কহিল, "কিছুই অসুবিধা হচ্ছে না।"

"তবে ছেড়ে যাচ্ছ কেন?"

পরেশ সংক্ষেপে তাহার রুবি থিয়েটারে যাইবার কারণ ব্যক্ত করিল।

শুনিয়া বিরক্তিতে ও বিস্ময়ে প্রোপ্রাইটার অধীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া পরেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কি পাগলামী করছ, পরেশ, নাট্যকলার উন্নতির জন্যে তুমি আমার থিয়েটার নষ্ট করে দিতে চাও? কেন, আমাদের চারু সুরমার চেয়ে কোন্ অংশে কম?"

পরেশ মৃদুস্বরে কহিল, "আমার ত' মনে হয় সব অংশে।"

প্রোপ্রাইটার অধীর উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "ও সব বাজে কথা— নাট্যকলার উন্নতি আর সাহিত্য আর শিল্প রেখে দাও! আমি তোমার

মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছি। আসছে মাস থেকে তোমার সওয়া তিনশ' টাকা মাইনে হোল। যাও, আর কোনও কথা কয়ো না।"

পরেশ কহিল, "আমি সামান্য পঁচিশটা টাকার জন্যে এসব কথা বলছি, এ আপনি কেন ভাবছেন?"

প্রোপ্রাইটার মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "আচ্ছা, যাও, সাড়ে তিনশ' টাকা। আর কিন্তু আমি কোনও কথা শুনতে চাইনে!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরেশ কহিল, "একটা কথা কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে।"

উৎসুক ও আশান্বিত হইয়া প্রোপ্রাইটার কহিল, "কি কথা?"

পরেশ কহিল, "রুবি থিয়েটারে যাওয়া আমি স্থির করেছি, আর টাকার লোভে আমি সেখানে যাচ্ছিনে। রুবি থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার আমাকে চারশ' টাকা দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা কমে অর্থাৎ আড়াইশ' টাকায় আমি সেখানে যাচ্ছি।"

প্রোপ্রাইটার সবিদ্রূপে কহিল, "এত কৃপা যে।"

পরেশ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "কৃপা নয়, দণ্ড। আপনার থিয়েটার ছেড়ে যাওয়ার জন্যে যেটুকু অন্যায় হচ্ছে, তার শাস্তির জন্যে আমি মাসিক পঞ্চাশ টাকা কম নিচ্ছি। আমার মনে এ সান্ত্বনাটুকু থাকবে যে, টাকার লোভে আমি আপনার থিয়েটার ছেড়ে যাইনি।"

প্রোপ্রাইটার মুখ ভঙ্গীর সহিত কহিল, "ওঃ! তা হলে ত আমার থিয়েটার একেবারে নেহাল হয়ে যা'বে!"

তাহার পরই কিন্তু সে বিপদ উপলব্ধি করিয়া একেবারে অবনত হইয়া প'ড়িল। মিনতির কণ্ঠে কহিল, "দেখ, পরেশ তোমার সাহসে এত খরচ ক'রে তিনখানা নাটক মাউন্ট করেছি। তোমাকে নিয়েই বীণা থিয়েটার, তোমার জোরেই আমার জোর। তুমি চ'লে গেলে অপমানে

আমার মাথা কাটা যাবে। হৃদয় দত্তর টিটকারীতে সহরে আমার বাস করা ভার হবে।"

কিন্তু তাহাতেও পরেশ টলিল না। তখন প্রোপ্রাইটার পর্য্যায়ক্রমে লোভ দেখাইল, ক্রোধ প্রকাশ করিল, অনুনয়-বিনয় করিল, অবশেষে বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "তবে দূর হও, আমার সুমুখ থেকে!"

পরেশ কোনও কথা না বলিয়া নত হইয়া নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

৫

পরেশ মিত্র যোগ দেওয়ার পর রুবি থিয়েটারের প্রতিপত্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। অভিনয়ের দিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সমস্ত বক্স রিজার্ভ হইয়া যায় এবং বৈকালে টিকিটঘর খোলার পর এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়; তাহার পর অসংখ্য আশাহত দর্শক টিকিট কিনিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। প্রোপ্রাইটার সুযোগ বুঝিয়া প্রথম শ্রেণীর আসন পিছাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনের গণ্ডীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। সেইরূপে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন তৃতীয় শ্রেণীতে এবং তৃতীয় শ্রেণীর আসন গ্যালারীর ভিতর প্রবেশ করিল। আটসারী গ্যালারী এই প্রক্রিয়ার ফলে দুই সারিতে পর্য্যবসিত হইল। রঙ্গালয়ের গৃহ সংস্কৃত হইল, দৃশ্যপট শোধিত হইল, নূতন নূতন সাজ সজ্জা ক্রয় করা হইল এবং এতদুপরি ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু পরেশ মিত্রের অভাবে বীণা থিয়েটারের যে ক্ষতি ও অবনতি তাহার তুলনায় রুবি থিয়েটারের এ উন্নতি কিছুই নহে। পূর্ব্বে লোকে

রুবি থিয়েটারে স্থান না পাইলে বীণা থিয়েটারে যাইত এবং সেইরূপে বীণা থিয়েটারের স্থানাভাবে রুবি থিয়েটারে আসিত। এখন রুবি থিয়েটারের ফেরৎ লোক অপর থিয়েটারে যায়, তথাপি বীণা থিয়েটারে যায় না। বীণা থিয়েটার হইতে পরেশ মিত্র বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই কথাই সকলের মনে জাগরূক থাকিত। পরেশ মিত্র বাদেও বীণা থিয়েটারে অবশিষ্ট কি আছে, সে হিসাব কেহ করিত না।

৬

প্রতি অভিনয়ে পরেশ হইত নায়ক এবং সুরমা হইত নায়িকা। ইহাদের যুক্ত অভিনয় দেখিয়া কেহ কেহ বলিত যে, পূর্ব্ব জীবনে ইহারা তুইজনে প্রেমিক প্রেমিকা ছিল, জন্মান্তরীণ সংস্কারের মধ্য দিয়া তাহার প্রভাব এখনও ইহাদের মধ্যে আছে বলিয়া এরূপ প্রাণস্পর্শী অভিনয় করিতে পারে। দূরদর্শিতার অহঙ্কারে তাহারা ইহ জীবনকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বজীবনের হিসাব করিত। নিখিল নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া ইহজীবনেই যে ইহারা প্রতি নিয়ত ধীরে ধীরে ইহাদের বাস্তব জীবনে নায়ক-নায়িকা হইয়া উঠিতেছিল, তাহা কেহ উপলব্ধি করিত না।

পৌরাণিক যুগের সুখ তুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা দিয়া চিত্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। সীতার পরিতাপ, রামের অনুতাপ, নলের তুঃখভোগ, দময়ন্তীর পতিব্রতা, তিলোত্তমার প্রণয়, জগৎসিংহের সঙ্কট, তাহাদের উভয়ের হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে লাগিল। মিলনান্ত নাটকের অভিনয়ের পরে উভয়ে শান্ত প্রফুল্লচিত্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে; বিয়োগান্ত অভিনয়ের শেষে ক্ষুব্ধ ত্রস্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া যায়, বিনিদ্র রজনী অজ্ঞাত

আশঙ্কায় শেষ হইয়া আসে! ভ্রমরের ভূমিকা অভিনয় করিয়া দুঃখে অভিমানে সুরমা পরেশের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না, রাজ সিংহের ভূমিকা অভিনয়ের পর সুরমার প্রতি প্রীতি এবং প্রেমে পরেশের চিত্ত ভরিয়া থাকে। অভিনয় তাহাদের অভিনয় বলিয়া মনে হয় না, কল্পনাকে তাহারা বাস্তবের মত সত্য বলিয়া অনুভব করে।

অবশেষে একদিন ভাষার মধ্যে দিয়া কথাটা সুস্পষ্ট হইয়া গেল। উভয়ের প্রতি যে তীব্র প্রেম উভয়ে মনে মনে বহন করিতেছিল, তাহা বাক্যের স্রোতে বাহির হইয়া আসিল। তখন হইতে অভিনয়ের ব্যাপারটা তাহাদের মধ্যে ঈষৎ সঙ্কোচ জনক হইয়া পড়িলেও বাহিরে লোকের কাছে তাহা আরও উপাদেয় হইয়া উঠিল। সুস্বাদ পানীয় র-সমৃংক্ত হইয়া মিষ্টতর হইল।

কিন্তু এই নিরুক্ত নিরাকৃত প্রেম লইয়া মিথ্যা অভিনয়ের মধ্যে বন যাপন পরেশের নিকট ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। দিন ইহা অভিনয়ের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল, দিন অভিনয়ের প্রয়োজন এবং মাদকতা ছিল, কিন্তু এখন যখন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তখন আর অভিনয়ের শুষ্ক কুসুম পল্লবের রে আবদ্ধ থাকিয়া কোন লাভ নেই।

কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া একদিন পরেশ কথাটা সুরমাকে য়া বলিল। বলিল, "দেখ সুরমা, নাচ-গান, খেলা-ধূলা ত অনেক গেল, এখন চল, অন্য জীবনের মধ্যে প্রবেশ করি।'

সুরমা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি জীবন?"

তখন পরেশ ধীরে ধীরে তাহার কল্পিত ভবিষ্যত জীবনের চিত্রটি র সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিল। সে জীবনে তাহারা আর রঙ্গমঞ্চে নতা অভিনেত্রী নহে। পবিত্র গৃহ-প্রাঙ্গনে তাহারা স্বামী-স্ত্রী;

বাঙ্গালা দেশের কোন এক সুদূর, শান্ত গ্রামে তাহাদের একখানি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন গৃহ ; অদূর প্রান্তরে শস্যক্ষেত্র, তৎসংক্রান্ত লাঙ্গল, বলদ, গৃহ সংলগ্ন ভূমিতে ফলফুল শাক-শব্জীর বাগান, মরাইয়ে ধান্য, গোয়ালের গরু। সেখানে রাজধানীর বিলাসবৈভব উল্লাস উদ্দীপনা থাকিবে না বটে, তেমনই ধূলি ধূম শ্রান্তি-কোলাহলও থাকিবে না থাকিবে অনাবিল শান্তি এবং অনুগ্র আনন্দ। তাহার পর একদিন শিশুর কলকণ্ঠ স্বরে তাহাদের শান্ত-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিবে ; তখন জনক-জননীর সুগভীর কর্তব্যের প্রেরণা তাহাদের জীবনকে রমণীয় করিয়া তুলিবে।

শুনিতে শুনিতে আনন্দে ও আবেগে সুরমার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। পরেশের দুই হস্ত নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া সে উচ্ছ্বাসের সহিত তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহার পর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উভয়ে মিলিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল। পরেশ কহিল, "আসল চিন্তার কথা হচ্ছে টাকা। কিন্তু আমার সঞ্চিত যা আছে, তাতে সংসার পাতবার মত যথেষ্ট হ'বে। দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চিতও কিছু থাক্‌বে।

সুরমা সোৎসাহে কহিল, "আমারও ত কিছু আছে, তা' নিয়ে তুমি যে রকম ইচ্ছা খরচ কর।"

পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "গৃহ পাতবার জন্য গৃহলক্ষ্মীকে রিক্ত করা সুলক্ষণ হ'বে না। সে টাকাটা আমার গৃহলক্ষ্মীর ঝাঁপিতে অক্ষয় হইল।

৭

রুবি থিয়েটারের প্রোপ্রাইটারকে পরেশ এক দিন কথাটার আভাস দিল। শুনিয়া বিস্ময়ে ও আশঙ্কায় প্রথমটা প্রোপ্রাইটারের মুখ দিয়া

বাক্য নিঃসরিত হইল না। তাহার পর বহুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করিয়াও পরেশকে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে না পারিয়া সে আক্রোশের সহিত কহিল, "তুমি যে এতবড় বেণোজল, তা' ত জানতাম না হে! তুমি আমার আসল জলকে বার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে জান্লে তোমাকে আমার থিয়েটারের ত্রিসীমানায় আসতে দিতাম না। পেটে পেটে তোমার এ বুদ্ধি ছিল, তা কে জান্ত বল?"

পরেশ দৃষ্টি নত করিয়া কহিল, "তা আমিও জান্তাম না। কিন্তু এ কথাও ত ছিল না যে, এ রকম ব্যাপারটা কোন রকমেই ঘটতে পারবে না।"

এই উদ্ধত উত্তরে প্রোপ্রাইটারের পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে সক্রোধে কহিল, "আচ্ছা যাও যাও! আমার এটর্ণির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা না কয়ে আমি তোমার সঙ্গে আর একটা কথাও কইতে চাইনে।"

অবিচলিত কণ্ঠে পরেশ কহিল, "আমাকে এটর্ণির ভয় দেখানো বৃথা। কারণ আমি যাবই; কলকাতা হাইকোর্টের সমস্ত এটর্ণি আপনার থিয়েটারের সম্মুখে সার গেঁথে দাঁড়ালেও আমাকে আটকাতে পারবে না। তবে সুরমার উপর আমি কোন রকম জোর খাটাব না, তাকে যদি আপনি রাখতে পারেন ত রাখুন।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে প্রস্থান করিল।

সেই দিনই প্রোপ্রাইটার সুরমার সহিত সাক্ষাত করিল। সুরমা সম্পূর্ণভাবে পরেশের কথার সমর্থন করিল। প্রোপ্রাইটার কহিল, "বেশ ত, তোমাদের মধ্যে যদি এ রকম অবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে; তোমরা বিয়ে করনা! কিন্তু তার জন্যে থিয়েটার ছাড়বে কেন? বিলাতে এমন ত হামেসা হচ্ছে যে, এক সঙ্গে অভিনয় করতে করতে পরস্পরে প্রতি ভালবাসা হয়ে বিয়ে করছে, তারপর

স্বামীস্ত্রী হয়ে থিয়েটারেই থাক্‌ছে। সেখানে তাদের এমন সমাজ যে, থিয়েটার ছেড়ে সমাজে এসে আশ্রয় নিলে কোনও ক্ষতি হয় না, সমাজ তাদের সযত্নে গ্রহণ করে। তোমরা ত বিয়ে ক'রে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করবে বলছ ; কিন্তু সেখানকার সমাজ তোমাদের গ্রহণ করবে বলে আশা করছ নাকি ? স্বপ্নেও তা মনে ভেবনা। এক ঘরে হয়ে তোমরা এক পাশে প'ড়ে থাক্‌বে, অসুখ হ'লে কেউ একবার উঁকি মারবে না। বিপদের দিনে কেউ একবার এসে দাঁড়াবে না। তারপর ধর, গ্রামের জমিদার বা সমাজপতি যদি পিছনে লাগলো, তা' হলে ধোপা, নাপিত, ডাক্তার, বন্ধি বন্ধ হ'বে, পুকুরের জল সরতে দেবেনা, দোকানে জিনিষ কিনতে পারবে না। এ কি খুব সুখের আর সম্মানের জীবন হবে সুরমা ? কলকাতায় কেউ তোমাদের কেশ স্পর্শ করতে পারবে না। নিজের জোরের উপর থাক্‌বে। তার'পর তোমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বড় হবে, সে অনেক দিনের কথা—তখন সমাজের অবস্থাই অন্যরকম হয়ে যাবে।”

সুরমা প্রোপ্রাইটারের দিকে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া নির্ব্বাক রহিল, কোন কথা কহিল না।

তখন প্রোপ্রাইটার অন্যদিক হইতে সুরমাকে আক্রমণকরিল ; বলিল “সকলের বড় কথাটাই এখনও বলিনি, সুরমা। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথাটা একবারও ভেবে দেখেছ কি ? তা' যদি দেখ্‌তে তা'হলে এ পাগলামীর কথা একবার মনেও স্থান দিতে না।

প্রোপ্রাইটার ধীরে ধীরে একটি রত্ন খচিত ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। বলিল, “এখনি যা'র মুখের একটি কথার জন্যে কণ্ঠে একটি গানের জন্যে হাজার হাজার লোক নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে, যার পায়ের তলায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বাঙ্গালা দেশের গণ্যমান্য

ধনিরা কৃতার্থ মনে করে, দু'দিন পরে কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে, একবার ভাবছ কি? আজ তোমাকে লোক বাঙ্গালা দেশের পাপিয়া বলছে, দু' দিন পরে ভারতবর্ষের পাপিয়া বলবে, তার পর তোমার নাম সাগর পার হয়ে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। কাগজে কাগজে তোমার ছবি বেরোবে, জীবনকাহিনী প্রকাশিত হ'বে, ট্র্যামে—ট্রেণে—জাহাজে লোক তোমার গল্প করবে, বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রামোফণে তোমার গান চলবে, হাজার হাজার লোক থিয়েটারে ব'সে তোমার অভিনয় দেখে গান শুনে আত্মহারা হবে, আর তার তিনগুণ লোক টিকিট না পেয়ে নিজেদের অদৃষ্টকে নিন্দা করতে করতে বাড়ী ফিরে যা'বে! যে দিন তোমার অভিনয় থাকে, সে দিন টিকিট ঘরের সামনে মারামারীটা একবার দেখবে, সুরমা? তা হ'লে বুঝতে পারবে, কোথায় তুমি স্থান পেয়েছ। এই খ্যাতি, এই সম্মান, এই আদর উপাসনা ছেড়ে এমন জলজ্বলে ভবিষ্যৎকে নষ্ট ক'রে দিয়ে যে জীবনে যেতে চাচ্ছ, তা'র কাব্য দেখতে দেখতে দুদিনে শুকিয়ে যাবে, তখন অনুতাপের আর অন্ত থাকবে না। সহর থেকে উপন্যাসে গল্পে পল্লীগ্রাম ভারি চমৎকার; কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই পায়ে যখন গোখুরা সাপ জড়াবে; মাছি, মশা, পোকা-মাকড়ে জীবন যখন অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে; ম্যালেরিয়ায় দেহ যখন জীর্ণ হয়ে আসবে, তখন এই কবিত্বহীন কলকাতার কথাই বারংবার মনে পড়বে। তা'র পর হয় ত এক দিন কুইনাইন মিক্শ্চারের বোতল হাতে ক'রে ফিরেই আসতে হ'বে এই কলকাতা সহরে দুঃখ দৈন্য অভাব অভিযোগের মধ্যে! ছেলে মানুষী কোরোনা. সুরমা, তোমার বয়েস অল্প, সব কথা তলিয়ে বোঝবার শক্তি হয়নি। আমি তোমার পিতৃতুল্য, আমার কথা শোন, বিয়ে করতে হয় কর।" আমিই তার ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু থিয়েটার ছেড়ে যেওনা। স্বামী স্ত্রী হয়ে তোমরা দু'জনে অভিনয় করতে থাক, আমাদের

দেশে একটা নতুন জিনিষ হোক। এত বড় একটা উন্নতির প্রবর্ত্তক ব'লে তোমাদের দুজনের নাম অভিনয়-জগতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বুঝলে ?"

সুরমা মাথা নাড়াইয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

উৎফুল্ল হইয়া প্রোপ্রাইটার বলিল, "তোমার যখন বার বৎসর বয়স, তখন কাশীর গুণ্ডাদের হাত থেকে কি ক'রে তোমাকে উদ্ধার করি, সে কথা মনে আছে ত ? তার পর এই পাঁচ বৎসর কি রকম ক'রে তোমাকে মানুষ করেছি, বোধ হয় তাও ভুলে যাও নি ? তবে আমার কথার অবাধ্য হয়ো না।"

সুরমা প্রতিশ্রুত হইল প্রোপ্রাইটারের কথামত পরেশকে স্বীকৃত করিবার চেষ্টা করিবে।

কিন্তু পরেশ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। বলিল, "তা হবে না। বিয়ের পর আর একদিনও আমি তোমাকে থিয়েটার করতে দেব না।"

সুরমা ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিল, কিন্তু বিলাতে ত' স্বামী স্ত্রীহয়েও থিয়েটার করে।"

পরেশ কহিল, "তা করুক, আমরা তা করব না।"

প্রোপ্রাইটারের ঔষধ সুরমার মনে সবলে কার্য্য করিতেছিল। অভিনেত্রীর সমুজ্জ্বল জীবনের কাছে গ্রাম্য বধূর অনুদ্দাম জীবন নিষ্প্রভ ও নিরানন্দ মনে হইতেছিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুরমা ভয়ে ভয়ে কহিল, "কিন্তু বরাবর সহরে থেকে পাড়াগাঁ আমাদের সইবে কি ? ম্যালেরিয়া আছে, সাপ-খোপ আছে—"

পরেশ একটু হাসিয়া কহিল, "বুঝেচি, সুরমা, এ আলোচনায় কোন ফল নেই! তোমার এখনও বোঁটা শক্ত আছে। তুমি থাক ; আমি কিন্তু চল্‌লাম।"

কয়েক দিন ধরিয়া সুরমা কাঁদিল কাটিল, অনুরোধ উপরোধ করিল। কিন্তু পরেশ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, সে রুবি থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বন্যার জলকে রোধ করিবার জন্য প্রোপ্রাইটার একবার চেষ্টাও করিল না, সে আসল জলকে আটকাইয়া রাখিয়া চারিদিকে ভাল করিয়া বাঁধ দিতে লাগিল।

রুবি থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া পরেশ মনে মনে নিজেকে অভিনেতার জীবন হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া লইবে; স্থির করিল, দুই চারিদিন কলিকাতায় থাকিয়া অনাবশ্যক দ্রব্যাদি এবং আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া দিয়া, অপর কোন যায়গায় না হইলে, নিজ পল্লী গৃহে গিয়া বাস করিবে।

দুই চারিদিনের মধ্যে কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠিল না, এমন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত সে পাইয়াছিল যে, কয়েক দিন অলস অনুদ্যমেই কাটিয়া গেল। মনের যখন এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট শিথিল অবস্থা, বিণা থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার হঠাৎ এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে কহিল, "দেখ পরেশ, আমি সব কথা শুনেছি। তুমি যে প্রকার আঘাত পেয়ে এসেছ, তা জান্‌তে আমার বাকি নেই। তুমি রাগ কোরনা আমার মনে হয়, তুমি যে আঘাতটা আমাকে দিয়ে এসেছিলে, তারই পাপে এ আঘাতটা তোমাকে সইতে হ'ল।"

পরেশ উদাস অন্যমনস্কে কহিল, "হবে। অসম্ভব নয়।"

"তবে চল, যে ক্ষতিটা ক'রে এসেছ, সেটা পূরণ করবে চল। যে জিনিষটা ভেঙ্গে দিয়ে এসেছ, সেটা গড়ে দেবে এস।"

প্রোপ্রাইটারের কথা শুনিয়া পরেশ করযোড়ে কহিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, থিয়েটার আর করবনা ব'লে আমি স্থির করেছি। আমি যেতে পারব না।"

প্রোপ্রাইটার দুই হস্তে পরেশের যুক্ত কর চাপিয়া ধরিল। বলিল, "তোমার জন্যে না যাও, আমার জন্যে চল. আমার জন্যে না যাও, আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে চল! অবস্থার কথা বেশী কি আর বলব, পরেশ; তাদের দু'বেলার আহারে টান ধরেছে—আমার ছেলেটার দুধ যোগাতে পাচ্ছিনে। অনেক জিনিষই ভাঙ্গে বটে, কিন্তু যে রকম ক'রে ভেঙ্গে এসেছ, সে রকম করে কোন জিনিষই ভাঙ্গে না।"

প্রোপ্রাইটারের কথা শুনিয়া পরেশের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে কহিল, "আমি গেলে যদি খোকার দুধের ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে কাযেই আমি যাব। কিন্তু বেশী দিন বোধ হয় আমি থাকতে পারব না।"

উৎফুল্ল হইয়া প্রোপ্রাইটার কহিল, "আসা-যাওয়া, ভাঙ্গা-গড়া সব তোমার হাতে আমি সঁপে দিলাম, তুমি শুধু চল।"

নিষ্ফলতার মধ্যেই কোন্ দিক হইতে শক্তি লাভ করিয়া পরেশ দ্বিগুণ উৎসাহে বীণা থিয়েটারের উদ্ধার সাধনে লাগিয়া গেল। চারুশীলা তাহার হস্তে শিক্ষা পাইয়া দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিল। প্রোপ্রাইটার বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে কলিকাতা সহর মুড়িয়া ফেলিল।

অবশেষে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিল। প্রোপ্রাইটারের ব্যাঙ্কের খাতায় জমার দিক বাড়িয়া চলিল; খোকার দুধের বাটি থাঁটি দুধে ভরিয়া উঠিল।

৮

কিছুদিন পরে রুবি থিয়েটারে আসল জলে কীট দেখা দিল; সুরমা ব্যাধিগ্রস্ত হইল। ডাক্তাররা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল গলক্ষত, সারিতে সময় লাগিবে এবং যতদিন না সারে, কণ্ঠকে পূর্ণরূপে বিশ্রাম দিতে হইবে।

কয়েক দিন ধরিয়া সুরমা কাঁদিল কাটিল, অনুরোধ উপরোধ করিল। কিন্তু পরেশ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, সে রুবি থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বন্যার জলকে রোধ করিবার জন্য প্রোপ্রাইটার একবার চেষ্টাও করিল না, সে আসল জলকে আটকাইয়া রাখিয়া চারিদিকে ভাল করিয়া বাঁধ দিতে লাগিল।

রুবি থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া পরেশ মনে মনে নিজেকে অভিনেতার জীবন হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া লইবে; স্থির করিল, দুই চারিদিন কলিকাতায় থাকিয়া অনাবশ্যক দ্রব্যাদি এবং আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া দিয়া, অপর কোন যায়গায় না হইলে, নিজ পল্লী গৃহে গিয়া বাস করিবে।

দুই চারিদিনের মধ্যে কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠিল না, এমন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত সে পাইয়াছিল যে, কয়েক দিন অলস মনুষ্যমেই কাটিয়া গেল। মনের যখন এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট শিথিল অবস্থা, বীণা থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার হঠাৎ এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে কহিল, "দেখ পরেশ, আমি সব কথা শুনেছি। তুমি যে প্রকার আঘাত পেয়ে এসেছ, তা জান্‌তে আমার বাকি নেই। তুমি রাগ কারনা আমার মনে হয়, তুমি যে আঘাতটা আমাকে দিয়ে এসেছিলে, তারই পাপে এ আঘাতটা তোমাকে সইতে হ'ল।"

পরেশ উদাস অন্যমনস্কে কহিল, "হবে। অসম্ভব নয়।"

"তবে চল, যে ক্ষতিটা ক'রে এসেছ, সেটা পূরণ করবে চল। যে জিনিষটা ভেঙ্গে দিয়ে এসেছ, সেটা গড়ে দেবে এস।"

প্রোপ্রাইটারের কথা শুনিয়া পরেশ করযোড়ে কহিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, থিয়েটার আর করবনা ব'লে আমি স্থির করেছি। আমি যেতে পারব না।"

প্রোপ্রাইটার দুই হস্তে পরেশের যুক্ত কর চাপিয়া ধরিল। বলিল, "তোমার জন্যে না যাও, আমার জন্যে চল, আমার জন্যে না যাও, আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে চল! অবস্থার কথা বেশী কি আর বলব, পরেশ; তাদের দু'বেলার আহারে টান ধরেছে—আমার ছেলেটার দুধ যোগাতে পাচ্ছিনে। অনেক জিনিষই ভাঙ্গে বটে, কিন্তু যে রকম ক'রে ভেঙ্গে এসেছ, সে রকম করে কোন জিনিষই ভাঙ্গে না।"

প্রোপ্রাইটারের কথা শুনিয়া পরেশের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে কহিল, "আমি গেলে যদি খোকার দুধের ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে কাযেই আমি যাব। কিন্তু বেশী দিন বোধ হয় আমি থাকতে পারব না।"

উৎফুল্ল হইয়া প্রোপ্রাইটার কহিল, "আসা-যাওয়া, ভাঙ্গা-গড়া সব তোমার হাতে আমি সঁপে দিলাম, তুমি শুধু চল।"

নিষ্ফলতার মধ্যেই কোন্ দিক হইতে শক্তি লাভ করিয়া পরেশ দ্বিগুণ উৎসাহে বীণা থিয়েটারের উদ্ধার সাধনে লাগিয়া গেল। চারুশীলা তাহার হস্তে শিক্ষা পাইয়া দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিল। প্রোপ্রাইটার বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে কলিকাতা সহর মুড়িয়া ফেলিল।

অবশেষে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিল। প্রোপ্রাইটারের ব্যাঙ্কের খাতায় জমার দিক বাড়িয়া চলিল; খোকার দুধের বাটি খাঁটি দুধে ভরিয়া উঠিল।

৮

কিছুদিন পরে রুবি থিয়েটারে আসল জলে কীট দেখা দিল; সুরমা ব্যাধিগ্রস্ত হইল। ডাক্তাররা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল গলক্ষত, সারিতে সময় লাগিবে এবং যতদিন না সারে, কণ্ঠকে পূর্ণরূপে বিশ্রাম দিতে হইবে।

প্রোপ্রাইটার স্বয়ং অর্থ ব্যয় করিয়া সুরমার চিকিৎসা করাইতে লাগিল। সুরমার অসুখ তাহার নিজের অসুখের চেয়ে বেশী উপেক্ষনীয় ছিল না। কলিকাতার বিখ্যাত যত চিকিৎসক একে একে সকলেই সুরমাকে দেখিল, কিন্তু রোগের কোন উপশম হইল না। ক্রমশঃ স্বর এমন বদ্ধ ও বিকৃত হইয়া আসিল যে, একদিন সুরমা যে তাহার বাক্যে এবং গীতে এক রঙ্গালয় লোককে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিত, তাহার কোন পরিচয়ই তন্মধ্যে রহিল না। এমন কি, সময়ে সময়ে সুরমা নিজে এবং প্রোপ্রাইটার সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিত। দীর্ঘ ছয় মাসের পর ডাক্তাররা স্থির করিল যে, গলক্ষত বলিয়া এতদিন তাহারা যাহা মনে করিতেছিল, তাহা গলক্ষত নহে, ভীষণ ক্যান্সার রোগের সূচনা। তখন যুক্তি পরামর্শের ফলে স্থির হইল যে, অবিলম্বে কণ্ঠের দূষিত স্থলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে। তৎসংক্রান্ত খরচের তালিকা ও পরিমাণ দেখিয়া প্রোপ্রাইটার চিন্তিত হইয়া উঠিল; কিন্তু এত ব্যয় ও পরিশ্রম এতদূর অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া নিরস্ত হওয়ার মধ্যে কোন সান্ত্বনাই ছিল না। অগত্যা সেই বহুব্যয়সাধ্য অস্ত্রাঘাত ও তৎপরবর্ত্তী চিকিৎসার ভার প্রোপ্রাইটারকে লইতেই হইল।

অস্ত্রাঘাত হইল এবং তৎপরে তিন মাস বিপুল ব্যয় এবং সেবার পর সুরমা ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের বিশেষ কোন উন্নতি হইল না। প্রোপ্রাইটার অধীর হইয়া উঠিল এবং পুনরায় কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে একত্র করিয়া সুরমার কণ্ঠ পরীক্ষা করাইয়া পরামর্শ লইল। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, সুরমা রোগমুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই, এইরূপই বিকৃত স্বর চিরদিন থাকিয়া যাইবে।

তখন ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে প্রোপ্রাইটারের বিলম্ব

হইল না। অকর্ম্মণ্য এবং উপকারহীন সুরমার প্রতি অর্থব্যয় করিবার আর কোন কারণই বর্ত্তমান রহিল না। বিকল যন্ত্রে তৈল প্রয়োগ সম্পূর্ণ অর্থহীন বলিয়া মনে হইল।

ডাক্তারদের অভিমত জানিতে পারিয়া সুরমা দুঃখে চিন্তায় এবং নৈরাশ্যে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর যখন বুঝিতে পারিল— একদিন যে ব্যক্তি স্বর্ণময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিয়া তাহাকে পথি-ভ্রষ্ট করিয়াছিল, সে সময় বুঝিয়াই একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, তখন দুঃখ দারিদ্র্যপীড়িত তমসাবৃত ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করিয়া তাহার দুই চক্ষু বিদীর্ণ করিয়া জল ভরিয়া আসিল। প্রোপ্রাইটারের অন্তর্ধানে সে বুঝিতে পারিল, যাহা লইয়া এতদিন তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে। থাকিবার মধ্যে রহিল শুধু ক্ষুধা তৃষ্ণার্ত্ত দেহের বোঝা, যাহার ভার তাহাকে এখন হইতে নির্দ্দয়ভাবে চূর্ণ করিবে। তবে কি এই স্থূল দেহটার রক্ত মাংসের সাহায্যে এখন হইতে জীবন ধারণ করিতে হইবে! উদার মুক্ত সাগর বক্ষ হইতে তবে কি এবার দুর্গন্ধ পল্বলের পঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে! মনের মধ্যে শিহরিয়া উঠিয়া সুরমা সভয়ে এই বীভৎস চিন্তাধারাকে সংবরণ করিল।

পরেশের কথা মনে পড়িল। তাহাকে শুভসুন্দর জীবনের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য সে একদিন আসিয়াছিল। কিন্তু অর্থের লোভে, যশের লালসায় সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এখন পরেশ যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত; আর সে অবনতির ধূলিকঙ্করে অবস্থিত অবলুণ্ঠিত! এখন আহত গৌরব লইয়া পরেশের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! আজ প্রোপ্রাইটারের নিকট হইতে একখানা পত্র আসিয়াছিল। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে

লিখিত ছিল, "তোমার অসুখের সময়ে আমাকে বাধ্য হইয়া প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। বিলগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অপ্রয়োজনে একটি পয়সাও ব্যয় করা হয় নাই। ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ তুমি এই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। আশা করি, অবিলম্বে তুমি এ ঋণ পরিশোধ করিবে।" ঋণ পরিশোধ করিতে সুরমা সমর্থ না হইলে সহরে একজন ধনবান যুবক এক বিশেষ সর্তে তাহাকে ঋণমুক্ত করিতে প্রস্তুত আছে—সে কথাও তাহাতে লিখিত ছিল। প্রোপ্রাইটার লিখিয়াছিল, "আমি তোমার পিতৃতুল্য হিতৈষী—আমার মনে হয়, এ ব্যবস্থা হইলে তোমার বাকি জীবন সুখে সমাদরে কাটিবে—ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না।"

চিঠিখানা সম্মুখে পড়িয়াছিল। চিঠির কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সুরমা মনের মধ্যে শিহরিয়া উঠিল। বুঝি বা অবশেষে এই সর্তেই স্বীকৃত হইতে হয়! জঠরের ক্ষুধার নিকট অন্তরের প্রবৃত্তিকে বুঝি এমনই করিয়াই বলি দিতে হয়! দুঃখে অপমানে সুরমার দুই চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল।

"মা, একজন বাবু দেখা করতে এসেছেন।"

সুরমা চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "কে বাবু?"

পরিচারিকা বলিল, "নাম বল্লেন, পরেশ মিত্র।"

সুরমার মুখ সীসার মত ফিকা হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, 'ডেকে নিয়ে আয়।'

পরেশ প্রবেশ করিয়া বিমূঢ় সুরমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি বীণা থিয়েটারে একেবারে ইস্তফা দিয়ে এসেছি, সুরমা!"

সুরমা অস্পষ্ট বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "কেন?"

পরেশ তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমাকে আমার গৃহলক্ষ্মী ক'রে আমার দেশের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে!"

সুরমা অপলকনেত্রে ক্ষণকাল পরেশের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া জড়িত স্বরে বলিল, "কিন্তু—আর কোন কথা তাহার অবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল না।

পরেশ আগাইয়া আসিয়া হাস্য মুখে কহিল, "আর কিন্তু নয় সুরমা এবার অতএব!"

দুইখানি ব্যাকুল হস্ত দৃঢ়বন্ধনে পরেশের পদদ্বয় বেষ্টিত করিয়া ধরিল এবং একরাশি শিথিল বিস্রস্ত কেশজালে সেই হস্ত পদের শুভযোগ আবৃত হইয়া গেল।

বিপরীত

১

বিয়ের মাস দুই পরে পাকা-ভাবে স্বামীর ঘর ক'রতে এসে লতিকা দেখ্‌লে বিয়ের সময়ে যে-সব আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে তা'র স্বামীর সুবৃহৎ পুরী পূর্ণ ছিল, শরৎকালের ক্ষণস্থায়ী মেঘের মত তা'রা অন্তর্হিত হয়েছে ; আছে কেবল একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে—প্রয়োজন-কালে যাকে তা'র স্বামী নিশীথ তারা ব'লে ডাকে। বাড়ীতে মানদা নামে একজন পুরাণো পরিচারিকা ছিল ; সংসার পরিচালনার স্থূল দিক্‌টা তা'র হাতে থাক্‌ত। মানদার কাছ থেকে লতিকা কথায় কথায় জেনে নিলে, তারা তা'র স্বামীর সংসার-আকাশে সকাল-সাঁঝের শুকতারা নয়, সর্ব্বক্ষণের ধ্রুবতারা ; কারণ তা'র অনিমিষ দৃষ্টির স্নিগ্ধ কিরণ কোনো দিন কোনো আত্মীয়ের গৃহে অস্তমিত হয় না। এ কথাও সে জান্‌তে পারলে যে তারা তা'র স্বামীর এমন কোনো আত্মীয় নয় যাতে এই নিরন্তর অবস্থিতির একটা ভাল রকম যুক্তি থাক্‌তে পারে।

লতিকার মনে প'ড়ল তা'র বাপের বাড়ীর আমবাগানে একটা কলমের আমগাছকে একটা বুনো লতা এমন আচ্ছন্ন ক'রে ধরেছে যে, আমগাছের কোনো অস্তিত্বই চোখে পড়ে না। ফুলের সময়ে বসন্তকালে লতার দেহ অজস্র নীল ফুলে ফুলে ভরে যায়, কিন্তু ফলের সময়ে গ্রীষ্মকালে গাছ থেকে একটাও আম পাওয়া যায় না। বাপের বাড়ীর আমগাছের অবস্থায় শ্বশুরবাড়ীর স্বামীকে দেখে সে বেশ বুঝ্‌তে পারলে তা'র স্বামী-বৃক্ষ থেকে কোনোদিন কোনো সুফলের সম্ভাবনা নেই।

তখন যে-আকাশে তারা ধ্রুবতারার মত কিরণ বর্ষণ ক'রত, সেখানে লতিকা একটা ঘন কালো মেঘের মত হ'য়ে উঠ্‌ল।

২

সকালে চা-পান ক'রে নিশীথ দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে মেঘদূতের উত্তর-মেঘে নিমগ্ন ছিল। তারা পূবদিকের ফুলবাগানে মালীকে নিয়ে বৃক্ষপরিচর্য্যা ক'রছিল।

লতিকা নিশীথের কাছে এসে মুখ ভার ক'রে ব'ল্‌লে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব ?"

কাব্যের বইখানা ধীরে ধীরে মুড়ে পাশের ছোট টেবিলে রেখে নিশীথ ব'ল্‌লে, "কারো ; কিন্তু তা'র আগে আর একটা কাজ কর না ?"

"কি ?"

অদূরে একখানা চেয়ার দেখিয়ে নিশীথ ব'ল্‌লে, "ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে কাছে বোস।"

নিশীথের টেবিলের উপর ডান হাতখানা রেখে লতিকা ব'ল্‌লে, "থাক্, বস্‌তে হ'বে না। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তারা তোমার কে ?"

লতিকার দিকে মুখ তু'লে চেয়ে সহজভাবে নিশীথ ব'ল্‌লে, "তারা ? —তারা আর কে আমার ?—তারা আমার সঙ্গিনী।"

"সঙ্গিনী !"—বিস্ময়ে, ক্রোধে, লজ্জায়, বিরক্তিতে লতিকার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। "স্ত্রীলোক সঙ্গিনী তোমার ?"

মৃদু হেসে নিশীথ ব'ল্‌লে, "স্ত্রীলোক বলেই ত সঙ্গিনী। তারা স্ত্রীলোক না হ'য়ে পুরুষ হ'লে আমার সঙ্গী হোত।"

"তবে আবার বিয়ে ক'রলে কেন ?"

"আবার ত' ক'রিনি, একবারই ক'রেছি।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে লতিকা ব'ল্‌লে, "সে কথা বল্‌ছিনে। তারা থাক্‌তে বিয়ে ক'রলে কেন?"

"বিয়ের পথে তারাকে বাধা ব'লে মনে হয়নি ব'লে।" এ উত্তরে মনে মনে জ্বলে উঠে লতিকা ব'ল্‌লে "আমি যদি বলতাম আমার একজন পুরুষ সঙ্গী আছে?"

কাব্য বইখানা ধীরে ধীরে খুল্‌তে খুল্‌তে নিশীথ বল্‌লে, "তা' হ'লে তোমার কাছ থেকে তা'র ঠিকানা জেনে নিয়ে মাঝে মাঝে তা'কে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতাম।"

আর কোনো কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে লতিকা সরোষে চ'লে গেল।

৩

এর পর থেকে লতিকা কেবলই ভাবতে লাগ্‌ল কি ক'রে লতাপাশ থেকে বৃক্ষকে মুক্ত করা যায়। সে লক্ষ্য ক'রতে লাগ্‌ল কোন্ কোন্ জায়গায় লতা শিকড় ফেলেছে সেখানে নির্ম্মম হয়ে ছুরি চালাতে হবে।

নিশীথ ফুল ভালবাসে'—তারা বাগানে ফুল ফোটাবার ব্যবস্থা করে। একদিন নর্সারীর মালীকে ডাকিয়ে তারা নূতন নূতন ফুলগাছের ফরমাস দিচ্ছে—নিশীথ একখানা কাগজে সেগুলো লিখে নিচ্ছে—এমন সময় সেখানে লতিকা এসে দাঁড়ালো। একটু অপেক্ষা ক'রে সে বল্লে, "এ সব ফুলগাছ কোথায় লাগাবে?"

তারা লতিকার দিকে চেয়ে হাসিমুখে ব'ল্‌লে, "কেন, তোমার উত্তর দিকের বস্‌বার ঘরের পূব দিকে যে জমিটা তৈরী হ'য়েছে সেখানে।"

মুখ ভার ক'রে লতিকা ব'ল্‌লে, "ও মা! সেখানে গুচ্ছার বাজে ফুলগাছ লাগাবে? আমি যে মনে মনে ঠিক ক'রেছি সেখানটায় আলু লাগাব! আমার বাপে বাড়ী এ-সময়ে—

বাপের বাড়ীর উদাহরণ শেষ হবার আগেই নিশীথ ব'ল্‌লে, "কিন্তু আলু ত' বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায় লতি?"

চোখ কুঁচ্‌কে লতিকা বল্‌লে, "ফুলও ত' বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায়!"

এ অকাট্য যুক্তিতে হার মেনে নিশীথ গাছের ফর্দ্দখানার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইল।

লতিকা বল্‌লে, "এত সব বাজে জিনিষেও তোমরা সময় আর পয়সা নষ্ট ক'রতে পার! যাতে সংসারে দু'পয়সা সাশ্রয় হয় তাতে ত' কারো দৃষ্টি দেখতে পাইনে!"

নিশীথ তারার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে ব'ল্‌লে "আমাদের মতে ত' সংসার এতদিন চলেছে—এবার লতির মতে কিছু দিন চলুক না তারা?"

তারা হেসে ব'ল্‌লে, "বেশ ত।"

সে-দিন থেকে ফুলগাছ কেনা বন্ধ হয়ে-গেল। ক্রমশঃ তরকারীর ক্ষেত এত বাড়তে লাগ্‌ল আর ফুলগাছের জমি এত ক'মতে লাগ্‌ল যে পুরোণো মালী এসে তারাকে বল্‌লে. "আমি ফুলেরি পাট জানি, ফলের পাট জানিনে। আমি অন্য জায়গায় চাকরী পেয়েছি।"

তারা ব'ল্‌লে, "যে-ক'টা ফুলের গাছ আছে সেগুলোর তা'হলে কি দশা হবে নিতাই?"

চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে নিতাই বল্‌লে, "যে ভাবে লাউ আর কুম্‌ড়োর গাছ বেড়ে আস্‌ছে মা, আর দিন দশেক পরে তাদের ভবনা ভাব্‌তে হবে না।"

মালী প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। নিশীথের বস্‌বার ঘরের ফুলদানীতে শব ফুলের তোড়া শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

* * *

নিশীথ ছবি ভালবাসে। সহরে চিত্রপ্রদর্শনী দেখ্‌তে গিয়ে তারা আর নিশীথ দু'জনে মিলে কয়েকটা ভাল ভাল ছবির নাম লিখে নিয়ে এল—কিন্‌তে হবে।

মুখভার ক'রে লতিকা জিজ্ঞাসা ক'রলে, "দাম প'ড়বে কত ?"

নিশীথ বল্‌লে, "হাজার দুই টাকা।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে লতিকা বল্‌লে, "কি সর্ব্বনাশ! কতকগুলো নেকড়ার টুক্‌রো কিনে দু'হাজার টাকা জলে ফেল্‌তে হবে! তারপর সেগুলো নিয়ে এখন কিছুদিন ধ'রে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ ক'রে যত বাজে আলোচনা চল্‌বে ত'? তা'র চেয়ে হাজার খানেক টাকার রূপোর বাসন গড়াও যা কাজে-কর্ম্মে উপকার দেবে।"

নিশীথ মৃদুকণ্ঠে ব'ল্‌লে, "রূপোর বাসন ত' এক সিন্দুক আছে লতি।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে লতিকা বল্‌লে, "আর ছবিই কি একবাড়ী নেই ?"

তাও ত' বটে! তারার দিকে নিরুপায় দৃষ্টি ফেলে নিশীথ বল্‌লে, "তা' হ'লে রূপোর বাসনই হ'ক তারা ?"

তারা হাসিমুখে বল্‌লে, "বেশ ত! তাই হোক্‌।"

পরদিন বাসন গড়াবার জন্যে সেকরা ডাকা হ'ল।

* * *

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তারা নিশীথকে গান শোনায়—নিশীথ গান বড় ভালবাসে। সেদিন তারা বীণ্‌ বাজিয়ে গাচ্ছিল,—

"হৃদয় মাঝে, কে আসিলে হে সুমধুর সাজে!
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি ঝিনি নিনি হৃদয়-বীণা বাজে!'

পাশে একটা শোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ডান হাত দিয়ে দুই চোখ ঢেকে স্তব্ধ হ'য়ে নিশীথ গান শুনছিল। সমস্ত ঘরটা ফিকে রঙীন আলোর ক্ষীণ প্রভায় সপ্তস্বরকে আশ্রয় ক'রে কাঁপ্‌ছিল।

লতিকা এসে একটা চক্‌চকে সাদা আলো জ্বেলে দিয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, প্রতিদিন সন্ধ্যাগুলো এ-রকম গান-বাজ্‌নায় নষ্ট ক'রে কি হয়? তাও যদি ঠাকুর-দেবতাদের ভাল গান হোত।—যত সব বাজে গান!"

গান থেমে গেল। নিশীথ চেয়ে দেখ্‌লে; চোখে তা'র হতাশার করুণতা ছল্‌ছল্‌ ক'রছে!

বিস্ময়ের স্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, এতে তোমরা সুখ পাও?"

নিশীথ বল্‌লে, "আমি ত পাই। তুমি পাও তারা?"

তারা ব'ল্‌লে, "আমিও পাই।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে লতিকা ব'ল্‌লে, "আশ্চর্য্য!—সন্ধ্যার সময়ে আমার বাপের বাড়ীতে কি হয় জান?"

ভীত হয়ে নিশীথ ব'ল্‌লে, "কি হয়?"

সজোরে লতিকা ব'ল্‌লে, "গীতা পাঠ হয়। আমার বাবা আফিস্‌ থেকে এসে জল খেয়ে সকলকে নিয়ে গীতা প'ড়তে বসেন। তোমরা গীতা পড়েছ?"

নিশীথ অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ল্‌লে, "আমি ত পড়িনি। তুমি প'ড়েছ তারা?"

তারা বল্‌লে, "আমিও প'ড়িনি!"

ঘৃণায় লতিকার নাক কুঁচকে উঠ্‌ল। "এখনো পড়নি! জগতের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই গীতা তা' পড়নি – অথচ বাজে বই মেঘদূত তা' পাঁচ বার প'ড়েছ! কাল থেকে গীতা পড়া হবে। রাজী ত?"

তারার দিকে করুণ চক্ষে চেয়ে নিশীথ বল্‌লে, "কিছু দিন না হয় গীতা পড়াই হোক্, তারা?"

হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে তারা বল্‌লে, "হোক্।"

পরদিন থেকে গীত বন্ধ হয়ে গীতা আরম্ভ হল।

৪

ফুল ফোটে না, গান হয় না, নূতন ছবির আমদানি নেই—যে-সময় এতদিন লঘু-ছন্দে চ'লছিল তা'র পায়ে যেন লোহার শিকল পড়েছে! এই অভূতপূর্ব্ব বিপদের মধ্যে প'ড়ে নিশীথ আর তারা সর্ব্বদা পরস্পরের কাছে কাছে থাকে; একের দুঃখ লঘু করবার জন্যে অপরে নিরতিশয় ব্যগ্র! মুখে কারো কথা নেই—কিন্তু চোখে-চোখে সমবেদনা ব্যাকুল গতিতে ছুটো ছুটিকরে। সুখের দিনে কাজ-কর্ম্মের নিরবসরে অনেক সময়ে তারা দূরে দূরে থাকত—দুঃখের দিনে কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না।

ওষুধে রোগ বেড়ে গেল দেখে লতিকা রোষে ক্ষোভে পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল! তারাকে নির্জ্জনে ডেকে সে চোখ লাল করে ব'ল্‌লে "এ-রকম কাছে কাছে থাক্‌তে তোমার লজ্জা করে না?"

আকাশের দিকে তাকিয়ে সহজ স্বরে তারা ব'ল্‌লে, "কই, না।"

তর্জ্জন ক'রে লতিকা ব'ল্‌লে, "করা উচিত! এখন থেকে দূরে দূরে থেকো। থাক্‌বে ত?"

মৃদু হেসে তারা ব'ল্‌লে, "থাক্‌ব।"

নিশীথকে নির্জ্জনে ডেকে লতিকা ব'ল্‌লে, "তুমি সর্ব্বদা তারার কাছে কাছে থাক কেন?"

নিশীথ ব'ল্‌লে, "কোনো কাজ নেই ব'লে।"

"কাজ নেই?—কাজের কি অভাব—পুরুষ মানুষ কাজ নেই ব'ল্‌তে লজ্জা করে না?"

মাথা নত ক'রে নিশীথ বল্‌লে, "কি কাজ ক'রব বল?"

একটু ভেবে লতিকা ব'ল্‌লে, "জমিদারী দেখ।"

"সে জন্যে ম্যানেজার ত' রয়েছে।"

ম্যানেজার ত' অন্য সকলকে দেখে—কিন্তু ম্যানেজারকে দেখে কে? সে যদি চুরি করে?"

নিশীথ বল্‌লে, "সে যদি চুরি ক'রে ত' আমি দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রলে জোচ্চুরী ক'রবে।"

কঠিন স্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "তা' হ'লে তুমি দেখ্‌বে না?"

একটু ভেবে নিশীথ ব'ল্‌লে, "দিন কতক না হয় দেখি।"

সে-দিন থেকে তারা তরকারী ক্ষেতের পাশে কড়াইস্‌চুঁটি ঝোপের পিছনে দিন কাটাবার মত একটা আশ্রয় ক'রে নিলে। নিশীথ তা'র জমীদারি-সেরেস্তার কাছে একটা ঘর বেছে নিয়ে অফিস খুল্‌লে। জমাবন্দী, রোকড়, খতিয়ান, জমা-ওয়াশীল বাকীর মধ্যে সে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলে।

লতিকা দূর থেকে ডু'জনের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে ক'রে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। যেটা সে মনে মনে আশা ক'রেছিল সেই বেদনার ছাপ ডু'জনের মধ্যে কারো মুখে দেখ্‌তে না পেয়ে সন্দেহের চেয়েও একটা কষ্টদায়ক জিনিষে সে পীড়িত হ'তে লাগ্‌ল। তা'র মনে হ'ল যে-যোগগুলো সে এতদিন ধ'রে ছিঁড়েছে সে-গুলো তেমন কিছুই নয়;

সকলের চেয়ে বড় কোনো যোগ এখনও তা'দের মধ্যে রয়েছে—য়া' চোখে ধরা প'ড়ছে না! এই অজানা বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে স্থির ক'রলে যে, লতাকে শুধু গাছ থেকে ছিন্ন ক'রলেই হবে না, একেবারে মাটি থেকে সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে হবে।

কয়েকদিন পরে সে তারাকে ব'ল্‌লে, "তোমার ত এখানে আর কিছু করবার নেই ?"

তারা হেসে ব'ল্‌লে, "না, তা' নেই।"

"তবে তুমি অন্য জায়গায় যাও না ?"

"কোথায় যাব ? আমার ত' যাবার কোনো জায়গা নেই।"

দৃঢ়স্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "না, তবু যাও।"

"কোথায় ?"

"যেখানে হোক্।"

একটু ভেবে তারা ব'ল্‌লে "তা' হ'লে সে-কাজটা তোমাকেই ক'রতে হয়; কারণ যেখানে হোক্ যাওয়ার চেয়ে যেখানে হোক্ পাঠানো সহজ। তুমি আমাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে দাও।"

"কি রকম জোর ক'রে ?"

তারা হেসে বল্‌লে, "জোরের কি আর রকম আছে ? হাত-পা বেঁধে টেনে হিঁচ্‌ড়ে—ইচ্ছে যদি হয়, চুলের মুঠি ধরে—"

একটা কি কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে লতিকা বল্‌লে, "আচ্ছা দেখি—"

লতিকার মনে প'ড়ল তার বাপের বাড়ীর পাড়ায় কেশব নামে একজন যুবক আছে—যার কাজ করবার সাহস আর শক্তির অন্ত নেই। কাজে একবার নাম্‌লে তখন আর তার শ্রেয়-হেয়র বিচার থাকে না। কাজ যত শক্ত হয়, শক্তি তা'র তত বেড়ে ওঠে।

সন্ধ্যার পর সে নিশীথকে ব'ল্‌লে, "একদিন কথায় কথায় তোমাকে ব'লেছিলাম "আমার যদি একজন পুরুষ সঙ্গী থাক্‌ত ?'—সে তোমার মনে আছে ?"

নিশীথ ব'ল্‌লে, খুব মনে আছে।"

"তা'র উত্তরে তুমি কি ব'লেছিলে মনে আছে ?"

নিশীথ ব'ল্‌লে, "তাও আছে।"

মুখ নীচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে লতিকা ব'ল্‌লে, "আমার একজন পুরুষ সঙ্গী আছে !"

"আছে ?" নিশীথের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল ! "এত দিন ব'ল্‌তে ইতস্ততঃ ক'রছিলে কেন ? কি নাম তা'র ?"

মুখ লাল ক'রে লতিকা নাম ব'ল্‌লে।

"ঠিকানা ?"

লতিকা ঠিকনা ব'ল্লে।

নিশীথ উৎসাহের সঙ্গে ব'ল্‌লে, "দেখ দেখি এমন একটা বড় কথা লজ্জা ক'রে চেপে রেখেছিলে ! আমি কালই তা'কে নিমন্ত্রণ ক'রব ;—কি বল ?"

লতিকা ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে সম্মতি জানালে।

দু'তিন দিন পরে নিশীথের নিমন্ত্রণ পেয়ে কেশব এসে হাজির হ'ল। নিশীথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কেশবের হাত ধ'রে আদর ক'রে লতিকার কাছে নিয়ে গেল।

লজ্জায় আর ভয়ে লতিকার মুখ সন্ধ্যাকাশের মত কতকটা লাল আর কতকটা কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। কম্পিত স্বরে সে শুধু ব'ল্‌লে "এসো।"

হাসিমুখে নিশীথ বল্লে, "আমি এখন সেরেস্তায় গেলাম। তোমরা দু'জনে কথাবার্ত্তা কও। দেখো লতি, কেশবের যেন অযত্ন না হয়।" তারপর কেশবের দিকে তাকিয়ে ব'ল্লে, "বন্ধু, দয়া ক'রে যখন এসেছ, তখন সহজে ছাড়চি নে। দু'দিন পরেই যে কাজ আছে ব'লে ফিরে যাবার ফন্দী ক'রবে তা' হবে না।" নিশীথ চ'লে গেল।

কেশবের মনে বিস্ময় ছাড়া আর কোনো জিনিষের স্থান হ'চ্ছিল না। বাপের বাড়ীতে যে তা'কে একদিনও চেয়ে দেখেনি, শ্বশুর বাড়ীতে সে তা'কে ডেকে আন্লে কেন, এই নিরতিশয় বিস্ময় থেকে প্রথমে মুক্তিলাভ করবার জন্যে সে লতিকাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "আমাকে আনিয়েছ কেন?"

লজ্জায় লতিকার মুখ টক্‌টকে হ'য়ে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে ব'ল্লে, "কাজ আছে।"

"কাজ আছে?" উৎসাহভরে কেশব জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কি কাজ?"

"শক্ত কাজ।"

কেশব হাস্‌তে লাগ্‌ল। "শক্ত ত' পাথর হয়; কাজ আবার শক্ত হয় না-কি—আমি জিজ্ঞাসা ক'রছি কি ক'রতে হবে?"

কতকটা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে লতিকা ধীরে ধীরে তার অভিসন্ধি ব্যক্ত ক'রলে। ব'ল্লে, "যেমন ক'রেই হ'ক সরাতে হবে। এ আমার অসহ্য হ'য়েছে!"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে কেশব জিজ্ঞাসা ক'রলে, "ওদেরো কি তোমাকে অসহ্য হ'য়েছে?"

কেশবের প্রশ্নে আশঙ্কায় লতিকার মুখ কালো হ'য়ে উঠ্‌ল; ব'ল্লে "তা'ত ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু সে যাই হ'ক এ কাজ তোমাকে যেমন করেই হ'ক ক'রতে হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কেশব ব'ললে, "ক'রতে ত' হবেই; কিন্তু কেমন ক'রে ক'রতে হবে সে-টা দু-দিন লক্ষ্য না ক'রলে বুঝ্‌তে পারব না।"

কেশবের দিকে একটু এগিয়ে এসে ব্যগ্রস্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "দু-দিন কেন?" দশদিন হ'লেও কোনো ক্ষতি নেই, শুধু শেষ পর্য্যন্ত ক'রতে পারলেই হ'ল। তিন জনের এ-বাড়ীতে বাস অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে।"

কেশবের মুখে এমন একটা অদ্ভুত রকম নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠ্‌ল, —যেমন লতিকা কোনো দিন কারো মুখে দেখেনি। চাপা-গলায় কেশব ব'ল্‌লে, "বুঝ্‌তে পারছি তোমাদের তিনজনের একসঙ্গে এ বাস ঠিক যেন ত্র্যহস্পর্শ হ'য়েছে। ত্র্যহস্পর্শ তিথির পক্ষেও যেমন অশুভ, সাথীর পক্ষেও তেম্‌নি অশুভ।"

উৎসাহভরে লতিকা ব'ল্‌লে, "ঠিক বলেছ!"

কেশব ব'ল্‌লে, "একটা কথা—যা'কে নিয়ে যাব সে থাক্‌বে কোথায়?"

"কেন, তোমার কাছে?"

৬

পাঁচ দিন পরে সন্ধ্যার সময়ে কেশব লতিকাকে ডেকে ব'ল্‌লে, "আজ রাত্রে কাজ শেষ ক'রতে হবে; প্রস্তুত থেকো"

শুনে লতিকা শিউরে উঠ্‌ল! "এত শীঘ্র!"

কেশবের মুখে সেই প্রথম দেখার দিনের মত হাসি ফুটে উঠ্‌ল; ব'ল্‌লে, "শুভস্য শীঘ্রং!"

পাংশুমুখে লতিকা ব'ল্‌লে, 'আমাকে প্রস্তুত থাক্‌তে বল্‌ছ কেন? কি কর্ত্তে হবে আমাকে?"

"তুমি রাত বারোটার সময়ে বাড়ীর পশ্চিমদিকের খিড়কীর দোরের াছে একবার এসে দাঁড়াবে।"

চঞ্চল হ'য়ে উঠে লতিকা ব'ল্লে, "কেন, তা'তে কি হবে? আমাকে াক্‌বার ছল ক'রে তাকে সেখানে ডেকে নিয়ে যাবে নাকি?"

মাথা নেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে কেশব বল্লে, "তুমি আমাকে বিশ্বাস 'রে কাজের ভার দিয়েছ ব'লেই যে আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে াজের কৌশল ব'ল্‌ব আমি তেমন কাজ ক'রিনে। আমাকে দিয়ে যদি াজ নিতে চাও তা' হ'লে জেরা ক'রো না।"

ব্যস্ত হ'য়ে লতিকা ব'ল্লে, "না, না, আমি জেরা ক'রছি নে। ামি তোমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রব না—শুধু একটা াড়া।"

'কি?"

"সফল হবে ত?"

"নিশ্চয়! আজ তোমাদের ত্র্যহস্পর্শ কেটে যাবে—তিন জনের ঙ্গে এক মিশে দুইয়ে দুইয়ে ভাগ হবে। আজ তিথি কি ানো?'

"না। কি?"

"অমাবস্যা।"

ভীতস্বরে লতিকা ব'ল্লে, "বড্ড অন্ধকার হবে যে!"

"অন্ধকারেই ত' এ-সব কাজের সুবিধে হয়। তুমি যে দেখ্‌ছি ান তন্ত্রেরি কিছু জানো না। আচ্ছা এখন যাও—যা' বল্লাম তা' ান মনে থাকে।"

লতিকা এগিয়ে এসে তর্জ্জনী আর মধ্যমা দিয়ে কেশবের কাঁধের াছে স্পর্শ ক'রে বল্লে, "আর আমি যা' বলেছি তা'ও যেন মনে

থাকে। যদি জোর ক'রতে যায়, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে ;—এমন কি দরকার হ'লে চুলের মুঠি ধ'রেও। সে তাই ব'লেছিল।"

কেশব হাস্‌তে লাগ্‌ল ; ব'ল্‌লে, "ছেলেমানুষ তুমি! টেনে-হিঁচড়ে কি নিয়ে যাওয়া যায়! তাতে আরো জোর বাড়িয়ে দেওয়া হয়।"

"তবে কি ক'রে নিয়ে যাবে ?"

"সহজভাবে হাত ধরে। যদি জোর করে, তা'হলে দু-হাতে বুকের কাছে তুলে ধরে।"

লতিকা হেসে ব'ল্‌লে, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে পারবে তুমি। দেখ, আর একটা কথা আছে—সঙ্গে একটা বড় রুমাল রেখো—যদি চেঁচাতে যায় মুখ বেঁধে ফেলো। কিছুতে চেঁচাতে দিও না।"

কেশব ব'ল্‌লে, "না, তা দেবো না। কিন্তু বড় রুমাল ত' আমার নেই—তুমি না হয় একটা এনে দাও।"

তেমন বড় রুমাল খুঁজে না পেয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি নিশীথের একটা রেশমী গলাবন্ধ নিয়ে এল। "এতে হবে ?"

গলাবন্ধটা খুলে দেখে কেশব ব'ল্‌লে, "চমৎকার হবে। এ কা'র গলাবন্ধ ? তোমার স্বামীর ?

"হ্যাঁ।"

কেশব হেসে ব'ল্‌লে, "এর চেয়ে ভালো আর অন্য কোনো জিনিষ হ'তে পারে না। এ দিয়ে মুখ বাঁধ্‌লে- মুখ দিয়ে একটি কথা বেরোনো উচিত নয়।"

চিন্তিতমুখে লতিকা ব'ল্‌লে, "দেখ একটা কথা খালি আমার মনে হচ্ছে। ওদের দু-জনকে পৃথক করবার জন্যে এ পর্য্যন্ত যা কিছু আমি করেছি সব তাতেই যেন উল্টো ফল হয়েছে! ওদের মধ্যে যোগটা

যেন বেড়েই গেছে! তুমি আজ যা ক'রছ তা'তে আরো বেশী ক'রে তাই হবে না ত?"

কেশবের মুখে আবার সেই অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠ্‌ল। লতিকা আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস ক'রলে না।

৭

রাত্রি বারোটার সময়ে লতিকা এসে খিড়্‌কীর দোরের কাছে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে যেন কোনো কল চ'ল্‌ছিল! দারটা খুলে রেখে কাছেই কেশব লুকিয়ে ছিল। লতিকাকে দেখ্‌তে পেয়ে সে কাছে এল। হাতে সেই গলাবন্ধ।

রুদ্ধশ্বাসে লতিকা ব'ল্‌লে, "সব ঠিক ত?"

লতিকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কেশব ব'ল্‌লে, "সব ঠিক।" তার পর নিমেষের মধ্যে বাঁ হাত দিয়ে লতিকার গলা চেপে ধ'রে, ডান হাতে দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেল্‌লে। একটু ধস্তাধস্তি হ'ল, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না।

মুখ দিয়ে লতিকা কোনো কথা ব'ল্‌তে পারলে না। চোখ তার খোলা ছিল, কিন্তু চোখ দিয়ে সে কি-ভাব প্রকাশ ক'রছিল নিবিড় অন্ধকারে তা' কিছুমাত্র বোঝা গেল না।

লতিকার হাত ধ'রে টান দিয়ে কেশব ব'ল্‌লে "চল।"

লতিকা মাটিতে ব'সে প'ড়বার চেষ্টা ক'রলে। তখন কেশব তা'র দুই বাহুর মধ্যে লতিকার দেহ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ ক'রে এগিয়ে চলল।

কিছুদূরে এসে লতিকাকে নামিয়ে দিয়ে কেশব তা'র মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে ব'ল্‌লে, "তখন চেঁচাবার কোনো উপায় ছিল না—এখন চেঁচালে কোনো উপায় হবে না—বৃথা চেঁচাতে চেষ্টা ক'রো না।"

রোষে ক্ষোভে কম্পিতস্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, এ তুমি কি ভুল করলে? তাকে না এনে আমাকে আন্‌লে কেন?"

কেশব হেসে ব'ল্‌লে, "একটুও ভুল ক'রিনি। যে-কাজ যেমন ক'রে ক'রলে পণ্ড হয় সে-কাজ তেমন ক'রে করাই ভুল। তাকে এনে ত্র্যহ-স্পর্শ ভাঙ্গা যেত না।"

কেশব লতিকার হাত ধ'রে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

দস্যুর প্রাণ।

(১)

বর্ষাকাল। কলিকাতার কোন ইতরপল্লীর এক গৃহে পিয়ারেলাল বসিয়া 'ভাঙ্গ' তৈয়ার করিতেছিল। পিয়ারেলাল কলিকাতার একজন বিখ্যাত গুণ্ডা, দস্যুবৃত্তি করিয়া তাহার জীবনের অর্দ্ধেক কাটিয়া গিয়াছে। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি তাহার পশ্চাতে নিরন্তর লাগিয়া থাকিত; কিন্তু অবলীলাক্রমে পুলিশের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া পিয়ারেলাল বরাবর আপনার কার্য্য সমাধা করিয়া আসিত। গুণ্ডার দল বলিত পিয়ারেলাল যাদু জানে! অবশ্য তাহার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে প্রতিবারই যে সে পুলিশকে ফাঁকি দিয়াছে এমন নহে দুইবার তাহাকে সরকারের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—একবার পাঁচ বৎসরের জন্য এবং আর একবার সাত বৎসরের জন্য। এই বার বৎসর নিতান্ত অনিচ্ছায় পিয়ারেলালকে পরের অন্ন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পাথর ভাঙ্গিয়া এবং সরিষা পিশিয়া আতিথ্যের ঋণ পরিশোধ করিয়াও সে সরকারকেই ঋণী করিয়া আসিয়াছিল।

তখনও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় নাই। একটি স্ত্রীলোক আসিয়া পিয়ারেলালের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া পিয়ারেলাল অল্প হাসিয়া কহিল,—"কি সারদা, যে, অনেক দিন পরে এপথে। কোন সন্ধান আছে নাকি?"

সারদা একমুখ হাসিয়া পিয়ারেলালের সম্মুখে বসিয়া পড়িল; তাহার পর চাপা গলায় কহিল,—"সন্ধান না থাক্‌লে কি এই জল কাদায় আর মিছামিছি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। ভারি জবর সন্ধান। সেবার

তুমি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলে এবার সে হিসাবে আমাকে দুশো টাকা দেওয়া উচিত।"

সিদ্ধির বাটা ছাঁকিতে ছাঁকিতে পিয়ারেলাল কহিল,—"কি রকম?"

সারদা কহিল,—"আগে আমার দশটাকা চাই তারপর বল্‌ব।"

বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া পিয়ারে কহিল,—"আজ এ নতুন কথা কেন সারদা? পনের বৎসর তুমি আমার কাজ করছ কোন্‌দিন তুমি ফাঁকি পড়েছ? যা কড়ার থাকে সফল হলে সেটা পূরা পাও সফল না হলেও তার সিকি তোমাকে দিই। আজ তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ?"

সারদা অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"অবিশ্বাস নয় বক্‌সিস চাচ্ছিলাম।"

পিয়ারেলাল কহিল,—"বকসিস'ত লোকে পরে পরে চায়।"

"তাহলে পরেই দিয়ো"—বলিয়া সারদা কহিতে লাগিল, "এবার সব দিকে সুবিধা, লাভও যেমন বেশী, কাজও তেমনি হাল্‌কা। এবার আমার মনিববাড়ীতেই তোমাকে ডাক্‌ছি। আজ সন্ধ্যার পর একজন বড়লোকের বাড়ী আমার মনিবের বউ নিমন্ত্রণ যাবে। গিন্নীর বোনকে জান? প্রিয় মিত্তিরের বউ। তার কাছ থেকে প্রায় আট দশ হাজার টাকার গহনা আজ গিন্নি আনিয়েছে একটা কণ্ঠি আছে সেটারই দাম শুনলাম পাঁচ হাজার টাকা। ফিরতে রাত্রি এগারটা বারটা হবে। গহনা আজ রাত্রে বাড়ীতেই থাক্‌বে, কাল সকালে বাবু দিয়ে আস্‌বেন। সে গয়না ত পাবেই তা ছাড়া গিন্নিরও দুই তিন হাজার টাকার গয়না আছে।

পিয়ারেলাল চিন্তিতভাবে কহিল,—"এ কাজ যে দেখছি আজ রাত্রেই সারা দরকার!"

সারদা কহিল,—"আজ রাত্রে নিশ্চয়ই। কাল সকালেই গহনা ফেরৎ যাবে।"

পিয়ারে কহিল,— আজ রাত্রে যে আর একটা কাজ আছে, সেটাও এই রকম ; দেরী করা চলে না।"

সারদা চিন্তিত হইয়া কহিল,—"তবে কি আবদুল্লার কাছে যাব ? তোমাকে আগে না জানিয়ে কিন্তু আমি কারও কাছে যাইনে।"

একটু ভাবিয়া পিয়ারে কহিল,—"আচ্ছা সে কাজটা প্রথমেই সারব, তোমাদের বাড়ী তিনটার সময় যাব। কোন ভয় নেই, ঠিক সাম্‌লে নেব। এ'ও সামান্য দুটা কাজ। এমন দিন গেছে যেদিন এক রাত্রে চার চারটে কাজ করেছি। তোমার মনিব আজকাল কে ?"

সারদা কহিল,—"বউ বাজারের সতীশ বোস, আজ পাঁচ মাস হ'ল সেখানে আছি।"

"রাত্রে বাড়ীতে কে কে থাকে ?"

"চাকর বামুন দাসী কেউ থাকে না সব চলে যায়,—কর্তাবাবু, গিন্নী আর তিন বছরের ছেলে খোকা।"

পিয়ারেলাল মৃদু হাস্য করিয়া কহিল,—"দোর খুলে দেবে কে ? ভাঙ্গতে হবে না কি ?"

সারদা কহিল—"খিড়কীর দোরটা আমি এমন করে রাখব যাতে সামান্য একটু ঠেলা দিলেই খুলে যায়। তুমি সেই দিক দিয়ে ঢুকো।"

পিয়ারে কহিল,—"তাই হবে। একটু বোস। ভাঙ্গটা খেয়ে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে বাড়ীটা দেখে আসব।"

পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে সারদা কহিল,—"একটা কথা প্রাণে গউকে মেরো না।"

পিয়ারেলাল হাসিয়া কহিল,—"সারদা তোমাকে আর কোন মতেই নিমকহারাম বলা চলে না।

কিন্তু তুমি যে অনুরোধ করছ—সে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই ; কেন না অকারণ নরহত্যা করতে আমি যে রকম বিমুখ, প্রয়োজন বোধ করলে সে বিষয়ে আমি তেমনি তৎপর। তবে আশা করি আজ সে প্রয়োজন হবে না!"

(২)

রাত্রি আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে। টিপ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। পথে লোক একটিও ছিল না। পিয়ারেলাল আসিয়া সতীশচন্দ্রের গৃহের খিড়কির দ্বারে অতি সন্তর্পণে ঠেলা দিল। দ্বার একেবারে খোলাই ছিল, একটু ঠেলিতেই খুলিয়া গেল ভিতরে প্রবেশ করিয়া পিয়ারেলাল প্রথমে আপনার পলাইবার পথ মুক্ত করিয়া রাখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে কোন্ ঘরে সতীশচন্দ্র স্ত্রীপুত্রসহ শয়ন করিয়াছিল তাহা নিরূপণ করিয়া লইল। সকল ঘরই অন্ধকার ছিল, শুধু একটি ঘরের জানালার ফাঁক দিয়া আলোক দেখা যাইতেছিল। পিয়ারেলাল মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার পাশের ঘরের একটা দ্বার কৌশলে খুলিয়া ফেলিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সানন্দে দেখিল বাকি কাজটুকু তাহার সৌভাগ্যই তাহার জন্য করিয়া রাখিয়াছে—মধ্যবর্ত্তী দ্বারটি খুলিবার প্রয়োজন নাই, খোলাই আছে।

পিয়ারেলাল ধীরে ধীরে দ্বারের কপাট ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল শয্যার উপর সতীশচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী বসিয়া উদ্বিগ্ন নেত্রে শায়িত পুত্রের দিকে চাহিয়া আছে! উভয়ের মুখে একটা প্রকট দুর্ভাবনার রেখা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিয়ারেলাল বুঝিল পুত্র অসুস্থ, তাই পিতামাতা

রাত্রি জাগিয়া পরিচর্য্যা করিতেছে। ভালই হইয়াছে ; সহজেই কাজ শেষ হইবে। প্রথমেই গিয়া স্বামীকে আক্রমণ করিলেই স্ত্রী অভিভূত হইয়া পড়িবে। হাতে শাণিত ছোরা ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে দেখিয়া আপনিই কণ্ঠরোধ হইয়া যাইবে, চীৎকার করিবার সামর্থ্যও থাকিবে না! রুমাল পুরিয়া উভয়ের মুখ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া হাত পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেই হইবে। তাহার পর কাজ হাসিল করিয়া সরিয়া পড়া! আর স্বামী স্ত্রীর আজ রাত্রি এক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিশি যাপন! এমন সুদৃঢ় মিলন তাহারা বোধ হয় বিবাহ রাত্রি হইতে একদিনও উপভোগ করে নাই, পিয়ারেলাল তজ্জন্য উভয়ের নিকট হইতে ধন্যবাদ ভিক্ষা করিয়া প্রস্থান করিবে। পরদিন দাসদাসী আসিয়া মিলনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবে। খোকাবাবুর কিন্তু আজ রাত্রিটা একটু অসুবিধায় কাটিবে রোগের পরিচর্য্যা হইবে না। কি করিব খোকা বাবু আমার কোন দোষ নাই তোমার জননীরই ত অন্যায়! পরের গহনা চাহিয়া না পরিলেই কি নয়?

পিয়ারেলাল একটা ক্ষুদ্র ব্যাগের ভিতর হইতে দুইটা রুমাল, একখণ্ড শক্ত রজ্জু এবং একটা ছোরা বাহির করিল।

"ওগো, খোকা আবার বমি করলে যে! ওগো, দেখ, দেখ, খোকা কি রকম করছে!"

কপালে করাঘাত করিয়া সতীশ কহিল—"বুঝতে পারচ না রমা আমাদের কি বিপদ হয়েছে? আর কি খোকা ভাল হবে! খোকার কলেরা হয়েছে!"

কলেরা—হয়েছে! পিয়ারেলালের বুকের ভিতর ধ্বক্ করিয়া উঠিল! গত ত্রিশ বৎসর হইতে কলেরার কথা শুনিলেই তাহার কঠিন হৃদয় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার

সকলই ছিল, ঘর বাড়ী জোত, জমি, স্ত্রী, পুত্র, মান, সম্ভ্রম, কিছুরই অভাব ছিল না। জৌনপুর জেলার অন্তর্গত, কোন গ্রামে তাহার আবাস ছিল। পত্নীপ্রেম, পুত্রস্নেহ এবং স্বচ্ছলতার দ্বারা নন্দিত তাহার ক্ষুদ্র ভবনের নিকট রাজপ্রাসাদকেও পিয়ারেলাল তুচ্ছ মনে করিত। সেই সুখের আলয়ে পুণ্য এবং পরিশ্রমের মধ্য দিয়া পিয়ারেলালের জীবন একটি সুখ স্বপ্নের মত অবাধে বহিয়া যাইতেছিল, এমন সময় সহসা একদিন কাল আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল! সে এমনই একদিন বর্ষার রাতে, এমনই আকাশ ভরিয়া মেঘ পৃথিবীকে গাঢ় অন্ধকারে লুপ্ত করিয়া ফেলিয়া ছিল, এমনই উতলা বাতাস রহিয়া রহিয়া বহিতেছিল, এমনই প্রকৃতির দুঃসময়ের অবকাশে তাহার স্নেহের পুত্তলী শিশু পুত্রকে, দুরন্ত কলেরা সহসা প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করিল। সেই কোমল কলিকা বিষাক্ত কীটের প্রথম দংশনেই ঢলিয়া পড়িল, প্রফুল্ল মুখের উপর মৃত্যু আপনার ছায়া বিস্তার করিয়া বসিল। গ্রামে চিকিৎসক কেহ ছিল না সহর সেখান হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশের পথ। আতঙ্কে পিয়ারেলালের হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্ত্রী কাঁদিয়া কহিল—'ওগো সেখান থেকে পার ডাক্তার নিয়ে এস খোকা না বাঁচ্‌লে আমিও বাঁচব না।' বাহিরে বায়ু ও বৃষ্টি উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল এবং বজ্রালোক ভিন্ন পথ দেখিবার আর কোনও উপায় ছিল না। পুত্রের মুখ একবার মাত্র চুম্বন করিয়া সেই অর্দ্ধরাত্রে পিয়ারেলাল সেই প্রলয়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। জৌনপুরে যখন পঁহুছিল তখনও পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত হয় নাই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, ডাক্তার কহিল দুইশত টাকার এক পয়সা কমে গ্রামে যাইবে না তাহার মধ্যে অন্ততঃ একশত এখনই চাই! সঙ্গে একশত টাকা ছিল না, কিন্তু পিয়ারেলালের দক্ষিণ হস্তে প্রায় আড়াইশ টাকার সোনার নিরেট বালা ছিল। তাহাই খুলিয়া ডাক্তারের নিকট গচ্ছিত

রাখিয়া ডাক্তারকে লইয়া সে রওয়ানা হইল। গ্রামে যখন পৌছিল তখন সূর্য্যোদয়ের পর প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গৃহের—কাছে পৌছিয়া কি একটা করুণ শব্দ কাণে পৌছিল, কে কাঁদে না? তিন লাফে পিয়ারেলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই তাহার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল,—"ওগো এত দেরী কেন করলে, খোকা একটু আগেও তোমাকে ডেকেছে, দেখ, দেখ সে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েচে।"

পিয়ারেলালের স্ত্রী খোকাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। খোকার পদ্ম কলির মত চক্ষু দুটি তখন অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়াছিল এবং হাত পা এবং মাথা শিথিল হইয়া ঝুলিতেছিল। পিয়ারেলাল স্ত্রীর দৃঢ় বন্ধন হইতে পুত্রকে ছিনিয়া লইয়া একবার গভীর ভাবে তাহার মুখে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর একবার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে শোয়াইয়া দিল। ডাক্তার কহিল "যে গিয়াছে সে ত গিয়াছেই, এখন যে আছে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর। তোমার স্ত্রীও আক্রান্ত হয়েছে।" তখন পিয়ারেলালের স্ত্রী বমি করিতেছিল। পিয়ারেলালের স্ত্রীকে কিন্তু এক বিন্দুও ঔষধ কোন প্রকারে খাওয়ান গেল না। সে কহিল, "বরং আমাকে একটু বিষ দাও যাতে খোকার কাছে শীঘ্র যেতে পারি।" সন্ধ্যার সময় পেয়ারেলালের স্ত্রী খোকাকে অনুসরণ করিল। সেই দুর্দ্দিনের পর সে তিন দিন গ্রামে ছিল। ঘর, বাড়ী, জোত জমি যাহা কিছু ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা লইয়া সে দেশ ত্যাগ করিল। তাহার পর ক্রমশঃ দিনে দিনে সে দুর্দ্দান্ত দস্যু হইয়া পড়িল। যে হৃদয় একদিন পুণ্য ও প্রেমে তরল ছিল ক্রমশঃ তাহা পাথরের মত কঠিন হইয়া গেল! কিন্তু সেই কঠিন পাথর আজও, আর কিছুতে নহে, শুধু কলেরার নামে কাঁপিয়া উঠে! ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন যেরূপ কাঁপিয়াছিল ঠিক তেমনই ভাবে কাঁপে।

পিয়ারেলাল দেখিল সতীশ ব্যগ্রভাবে পুত্রের নাড়ী পরীক্ষা করিতেছে।

রমা কহিল,—"কেমন দেখ্‌লে ?"

সতীশ বদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"নাড়ী ঠিক্ পেলাম নাত !"

শুনিয়া রমা কাঁদিতে লাগিল—"ওগো, কি করে খোকা বাঁচ্‌বে ? তুমি শীঘ্র গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস। পার যদি, দিদির বাড়ী খবর দাও।"

ভয়ে সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কহিল—"যাচ্ছি। কিন্তু এসে যদি খোকাকে দেখতে না পাই রমা ?"

রমা শিহরিয়া উঠিল। কহিল—"ষাট্ ও কথা বোলো না, খোকা আমার ভাল হবে। তুমি যাও দেরী কোরো না।"

সূর্য্য-কিরণে বরফ গলিতে দেখিয়াছ অগ্নি তাপে লৌহ গলিতে দেখিয়াছ, কিন্তু দুঃখ-করুণায় পাথর গলিতে দেখিয়াছ কি ? পাশের ঘরে দ্রুতবেগে পাথর গলিয়া তরল হইতেছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই ভীষণ রাত্রি পিয়ারেলালের চক্ষুর সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এমনই ভাবে তাহার স্ত্রী সেদিন ডাক্তার আনিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিয়াছিল। ঠিক এমনই ভাবে তাহারও আশঙ্কা হইয়াছিল।

ডাক্তার লইয়া আসিয়া হয়ত খোকাকে দেখিতে পাইবে না—তাহার আশঙ্কা ফলিয়া ছিলও বর্ণে বর্ণে! আজও যে ঠিক সেই অভিনয়ই হইতে চলিয়াছে! উঃ ছেলের কলেরা হইলে ডাক্তার আনিতে যাওয়া কি বিপদের কথা! পিয়ারেলাল সবিস্ময়ে দেখিল রমার মুখের মধ্যে যেন ত্রিশবৎসর পূর্ব্বের একখানি শঙ্কাক্লিষ্ট ব্যাকুল মুখ জাগিয়া উঠিয়াছে, সেও এমনি কাতর ভাবে ডাক্তার আনিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল!

রমা ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—"ওগো, খোকা আবার বমি করলে। তুমি আর দেরী কোরো না! শীঘ্র যাও।"

সতীশ কহিল,—"এই রাতে তুমি একলা থাকতে পারবে?"

রমা কাতর ভাবে কহিল,—"থাকতেই হবে উপায় কি?"

সহসা পিয়ারেলাল সতীশের সম্মুখে আসিয়া এক দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল—"বাবু আপনি খোকাবাবুর কাছে থাকুন, আমি ডাক্তার নিয়ে আস্‌চি!"

সেই গভীর রাত্রে সহসা কক্ষ মধ্যে পেয়ারেলালের সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে রমা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল। সতীশও প্রথমটা ভয়ে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অপরিচিত যখন পুনরায় কহিল,—"আপনাদের কোন ভয় নেই, আমাকে হুকুম দিন আমি আধ ঘণ্টার ভিতর ডাক্তার নিয়ে আস্‌চি।" তখন সতীশ কতকটা সংযত হইয়া লইল। কহিল,—"তুমি কে? এখানে কেমন করে এলে?"

পিয়ারেলাল কহিল,—"আমি অকপটে এবং সংক্ষেপে সকল কথা বল্‌ছি আমাকে অবিশ্বাস করবেন না। আপনার বাড়ীতে আজ অনেক টাকার গহনা আছে, আমি তাই চুরী করতে এসেছিলাম। পাশের ঘর থেকে এসে আপনাদের আক্রমণ করব, এমন সময় শুনলাম আপনি বল্‌ছেন আপনার ছেলের কলেরা হয়েছে। বাবুজী চিরকালই আমি দস্যু ছিলাম না। এক সময়ে আমার অর্থ এবং সম্ভ্রম দুই ছিল। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হল একদিন এই রকম রাত্রে আমার একমাত্র ছেলের কলেরা হয় স্ত্রীকে একলা রেখে ডাক্তার আনতে গিয়েছিলাম ডাক্তার নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন আমার ছেলে মারা গিয়েছে আর আমার স্ত্রী ও শুয়েছে। সেও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। দেশ ত্যাগ করে

তারপর থেকে দস্যু হয়ে উঠেছি। কোন রকম নিষ্ঠুরতায় আর কষ্ট হয় না। কিন্তু আপনার বাড়ীর ঘটনা দেখে আমার এ কঠিন হৃদয়ও গলে গিয়েছে। এ যে ঠিক আমার বাড়ীর ঘটনা।

আশ্চর্য্য তার সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। আপনাদের মধ্যে যে সকল কথা হচ্ছিল, আমাদের মধ্যেও ঠিক সেই সকল কথা হয়েছিল। আমি কিন্তু ডাক্তার ডাক্‌তে গিয়ে বড় ঠকেছিলাম, বাবু আমি ভুক্তভোগী তাই আপনার অবস্থা এবং বিপদ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কি ভাবলাম কি চিন্তা করলাম জানিনে মনের মধ্যে কি হল তাও ঠিক বুঝতে পারলাম না হঠাৎ আপনার সঙ্গে এসে কথা কচ্ছি! আমাকে বিশ্বাস করুন আমি যত শীঘ্র ডাক্তার আনতে পারব আপনি তা পারবেন না। আমি ডাক্তারের ঘর থেকে ডাক্তারকে টেনে নিয়ে আসব।"

সতীশ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রমার দিকে চাহিল।

পিয়ারেলাল রমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,---"দেরি করবেন না মা। ভগবানের দিব্য করে বলছি আমার দ্বারা আপনাদের কোন অনিষ্ট হবে না এখনও ডাক্তার এলে খোকাবাবুর কোন ভয় নেই। আমি আপনার সন্তান, আমাকে বিশ্বাস করুন!"

কম্পিত কণ্ঠে রমা কহিল,—"তোমাকে বিশ্বাস করছি। তোমার ছেলের কথা মনে করে আমার ছেলের জন্য কষ্ট কর। যাও, ডাক্তার নিয়ে এস।" সতীশের দিকে চাহিয়া কহিল, "ওগো, বলে দাও কোন্ ডাক্তার আন্‌বে।"

সতীশ মন্ত্র—চালিতের মত কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম বলিয়া দিল।

পিয়ারেলাল কহিল,—"আমি সকলের বাড়ি জানি। মা আমাকে শীঘ্র একটা পরবার কাপড় দিন।"

রমা কহিল, "কেন ?"

"এ কাপড়টায় রক্তের দাগ আছে। বদলে যাওয়া ভাল।"

রক্তের কথা শুনিয়া রমা শিহরিয়া উঠিল। উঠিয়া একখানা বস্ত্র বাহির করিয়া দিল।

পাশের ঘরে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পিয়ারেলাল উর্দ্ধশ্বাসে নামিয়া বাহির হইয়া গেল।

৬

ঘটনার আকস্মিকতায় সতীশ এবং রমা তখনও বিহ্বল হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট উভয়ে কথা কহিল না। উভয়েরই মন একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের তাড়নায় তখনও পীড়িত হইতেছিল।

অবশেষে সতীশ নিরবতা ভঙ্গ করিল। কহিল,—"রমা তুমি লোকটাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে ?"

রমা স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিল, "কেন" তুমি কি করনি ?"

"না আমার মনে কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছে। তুমি অতটা বিশ্বাস করলে বলে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।"

রমা কহিল,—"দেখ লোকটাকে আমি বিশ্বাস করছি এই ভেবে যে এ যেন ঠিক ভগবানের অনুগ্রহ! তোমার যেতে মন সরছিল না বলে তিনি যেন দয়া করে একে পাঠিয়ে দিলেন। যে মারতে এসেছিল সে বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল!"

সতীশ কহিল,—"তবুও আমাদের এতটা বিশ্বাস করা উচিত হয়নি!"

"তবে তুমিই ডাক্তার ডাক্‌তে গেলে না কেন ?"

সতীশ কহিল,—"সেই দস্যুটাকে তোমার কাছে রেখে আমার ডাক্তার ডাকতে যাওয়া ভাল হ'ত কি ?"

রমা চুপ করিয়া রহিল কারণ সে ব্যবস্থায় সে কোন মতেই রাজি হইতে পারিত না।

আরও পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। খোকার অবস্থা যেন ক্রমশঃই মন্দ হইয়া আসিতেছিল। সতীশ মনে মনে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কহিল,—"রমা আমরা মস্ত ভুল করেছি। লোকটা আমাদের যে ঠকিয়ে গেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই! সে চুরি করতে এসেছিল তারপর আমরা জেগে আছি দেখে ঐ রকম ফন্দী করে পালাল!

রমা কহিল,—"পালাবারই যদি তার দরকার হবে তাহলে সে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েত পালাতে পারত। আমাদের সামনে এসে কথাবার্ত্তা করবার কি দরকার ছিল ?"

সতীশ কহিল,—সেটা শুধু রক্তমাখা কাপড়খানা ছেড়ে যাবার জন্য কৌশল! পথে রক্তমাখা কাপড় পরে গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা।" না লোকটা আমাদের খুব বোকা বানিয়েছে!"

রমা কহিল,—"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সে ছলনা করেনি। আহা তার নিজের দুঃখের কাহিনী শুনলেত ?" কোন কোন অবস্থায় মানুষের মন ত হঠাৎ আশ্চর্য্য রকম বদলে যায়।"

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

আরও দশ মিনিট সময় কাটিয়া গেল।

সতীশ কহিল,—"আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব বল ? আমার মনে হয় কোন মতেই তার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। একটা চোর যে নিজেকে বিপন্ন করে ডাক্তার নিয়ে এসে এই বাড়ীতে আবার ঢুকবে

তাত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। সে যদি পালিয়ে থাকে তাহলে অনর্থক আমরা সময় নষ্ট করে খোকার চিকিৎসার দেরি করছি। আর তার যদি কোন দুরভিসন্ধিই থাকে, ধর যদি আরও লোক ডাকতে গিয়ে থাকে কিংবা আমি বেরিয়ে গেলে তোমাকে এসে আক্রমণ করার মতলবে, এই বাড়ীতেই লুকিয়ে থাকে তাহলেও আমরা যথেষ্ট বিপন্ন হয়ে রয়েছি! বাড়ীতে এতগুলি গহনা তার উপর খোকার অসুখ। এ রাত্রি কাটলে বাঁচি!"

সতীশের ভয় দেখিয়া ও কথা শুনিয়া রমারও মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক দেখা দিল। সময় যতই যাইতে লাগিল তাহার বিশ্বাসের ভিত্তি ততই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। খোকার অবস্থা যে ক্রমশঃই শঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিতেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তাহার গায়ে হাত দিয়া রমা অধীর-কণ্ঠে কহিল,—"ওগো, এ যে একেবারে হিমাঙ্গ হয়ে গেছে! কি হবে? আর দেরি কোরো না তুমিই না হয় যাও!"

সতীশ বিহ্বল-নেত্রে কহিল,—"তোমাকে একলা ফে[illegible]? সে লোকটা যে এ বাড়ীতে এখনও নেই তার নিশ্চয়তা কি?"

রমা হতাশভাবে কহিল,—"তাহলে কি হবে? কোন উপায়ই হবে না!"

এমন সময় রাস্তায় কাহার পদশব্দ শুনা গেল। রমা কহিল,—"ওই এসেছে বোধ হয়!"

সতীশ তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দেখিয়া কহিল,—সে নয় একজন পাহারাওয়ালা যাচ্ছে। একে ডেকে সব কথা বলি। একে দিয়েই ডাক্তার ডাকাই কিংবা একে বাড়ীতে রেখে আমি ডাক্তার নিয়ে আসি। "কি বল রমা? এ সুবিধা ছাড়লে পরে অনুতাপ করতে হবে!"

- রমা কহিল,—“যা ভাল হয় কর।

সতীশ পাহারাওয়ালাকে দাঁড়াইতে বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। নীচে গিয়া সে পাহারাওয়ালাকে সমস্ত কথা কহিল ছেলের অসুখের কথা, চোর আসার কথা, চোরের ডাক্তার আনিতে যাওয়ার কথা। এমন কি বস্ত্র পরিবর্ত্তনের কথা পর্য্যন্ত লুকাইল না। পাহারাওয়ালার সহিত সতীশের কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় আরও দুইজন পাহারাওয়ালা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বৃষ্টি প্রায় আসিয়া গিয়াছিল। সতীশের মুখে সকল কথা শুনিয়া প্রথম পাহারাওয়ালা কহিল,—“বাবু ডাকু আপনার বাড়ীতেই আছে আপনি যাবেন না। আমরা তল্লাসী করব।” অপর একজন পাহারাওয়ালার দিকে চাহিয়া কহিল,—রামটহল সিং। বাবুর ছেলের বড় অসুখ তুমি একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে এস বাবু বক্‌সিস্ দিবেন।”

সতীশ ডাক্তারের কথা বলিয়া দিতেছিল এমন সময় দেখা গেল একখানা গাড়ী দ্রুতবেগে আসিতেছে।

সতীশ কহিল,—“হয়ত এই গাড়ীতেই ডাক্তার আসচে।”

প্রথম পাহারাওয়ালা অপর দুইজনকে চুপি চুপি কি বলিল। তাহার পর তাহারা তিনজনেই একটু অন্তরালে সরিয়া গেল।

পিয়ারেলাল উচ্চস্বরে কহিল,—“রোকো, রোকো!” গাড়ি সতীশচন্দ্রের গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

৪

গাড়ী হইতে নামিয়া সতীশকে সম্মুখে দেখিয়া ডাক্তার কহিলেন,—“কি মশায় এখন ছেলে কেমন আছে?”

সতীশের কর্ণে ডাক্তারের কথা পৌছিলই না। সে বিস্ময়ে ও ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গাড়ীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল।

ঔষধের বাক্স লইয়া গাড়ী হইতে পিয়ারেলাল নামিয়া পড়িল এবং সেই মুহূর্ত্তেই তিনদিক হইতে তিনজন পাহারাওয়ালা ছুটিয়া আসিয়া পিয়ারেলালাক সবলে চাপিয়া ধরিল।

পিয়ারেলাল প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া হইয়া গিয়াছিল, যখন বুঝিতে পারিল তখন কিন্তু আর পরিত্রাণের উপায় ছিল না। তখন তিনজনে মিলিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। এক জন পাহারাওয়ালা কহিল, "বাবু, শীঘ্র একটা শক্ত দড়ি দিন্।"

ডাক্তারের সহিস তাড়াতাড়ি একটা শক্ত দড়ী গাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল।

পিয়ারেলাল কহিল, —"বাঁধিতে হবে না আমি পালাব না।"

পিয়ারেলালের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাম টহল সিং কহিল, "আরে এ যে পিয়ারেলাল! বাঁধ্ বাঁধ্ ভাল করে বাঁধ্!' "তাহারা তখন পর্য্যন্ত পিয়ারেলালকে ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই।

তিন জন পাহারাওয়ালা কোচম্যান সহিসের সাহায্যে পিয়ারেলালের দুই হস্ত পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া একত্র করিয়া বাঁধিল তাহার কোমর সেই রজ্জুর এক প্রান্ত কঠিনভাবে বাঁধিয়া সেই রজ্জু দুই জনে ধরিয়া রহিল এবং এক জন থানায় সংবাদ দিতে দৌড়িল।

ডাক্তার এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া ঘটনা দেখিতেছিলেন। সতীশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এ কি ব্যাপার মশায়? আমিত কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

লজ্জায় দুঃখে অনুশোচনায় সতীশ অন্তরের মধ্যে বৃশ্চিকদংশন ভোগ করিতেছিল। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে তাহার পরম উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া নিদারুণ বিপদের

মধ্যে নিক্ষেপ করিল! উদার সহানুভূতি এবং সহৃদয়তার উত্তরে এমন নির্ম্মম অকৃতজ্ঞতা বোধ হয় আর কেহ কখনও প্রতিদান করে নাই!

একজন পাহারাওয়ালা সতীশকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"বাবু, আপনি ভারি সময় মত আমাদের খবর দিয়েছিলেন নহিলে এ দুষমন পিয়ারেলালকে ধরা অসম্ভব হত!"

সতীশ পিয়ারেলালকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "পিয়ারেলাল, আমাকে ক্ষমা কোরো, আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি, তোমাকে অবিশ্বাস করে-ছিলাম কিন্তু ভগবান্ জানেন—"

সতীশের কথায় বাধা দিয়া পিয়ারেলাল কহিল,—বৃথা দুঃখ করবেন না বাবু, ভুল ত, আপনার হতেই পারে। আমার মত ইতর দস্যুকে আপনি ভদ্রলোক হয়ে কি করে বিশ্বাস করবেন।"

পিয়ারেলালের কথা শুনিয়া ইতর দস্যুর পার্শ্বে সতীশের ভদ্রত্ব লজ্জায়, ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল! পিয়ারেলাল ইতর বলিয়া ভদ্র সতীশকে অনায়াসে বিশ্বাস করিয়াছিল কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্র অভদ্রকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে। সে তাই বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতাই করিয়াছে!

পিয়ারেলাল ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি ওসব শুনবেন না উপরে গিয়ে খোকাবাবুকে শীঘ্র দেখুন।"

সতীশ ডাক্তারকে লইয়া উপরে গেল। রমা উপর হইতে জানালা দিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছিল। সতীশকে দেখিয়া সে কাতর কণ্ঠে কহিল,—"দেখ আমরা কি অন্যায় ভুলই করলাম!"

সতীশ কহিল—"রমা ডাক্তার আস্‌চেন।"

ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিয়া খোকাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—অবস্থা খুবই শঙ্কটাপন্ন তবে চেষ্টা করে দেখা যাক্!"

খোকাকে ঔষধ দিয়া ডাক্তার সতীশকে কহিলেন,—"কি ব্যাপার আমাকে খুলে বলুন?" আমার শুনতে ভারি আগ্রহ হচ্ছে!"

সতীশ আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কহিল।

শুনিয়া ডাক্তার কহিলেন এখন দেখ্‌ছি লোকটা ডাকাতই বটে। আমার বাড়ী গিয়ে প্রায় ডাকাত পড়ার মতই করেছিল। যে রকম চেঁচিয়ে 'ডাক্তার বাবু' 'ডাক্তার বাবু' করে ডেকেছিল, আমি ত' আমি, বোধ হয় সমস্ত পাড়ার লোকেরা জেগে গিয়েছিল! নীচে নেমে এসে দেখি একেবারে আমার গাড়ী ঘোড়া তয়ের! সইস, কোচম্যানকে বোধ হয় টাকা টাকা দিয়ে থাক্‌বে। আমি রাত্রে সহজে বেরুইনে বিশেষতঃ এই দুর্যোগের রাত্রে। আমি অস্বীকার করতে সে একেবারে আমার পা জড়িয়ে ধরলে। আপনার বাড়ীথেকে বোধ হয় দৌড়ে গিয়েছিল তাই তখনও হাঁপাচ্ছিল। রাত্রে পরিচিত লোক ভিন্ন কি না নিয়ে বেরুই নে আমি বল্লাম, একশ টাকা দিতে হবে, আমার বাড়ীতে টাকা না দিলে আমি যাব না। অমনি মাত্র দশ খানা নোট আমার হাতে গুণে দিলে। তখন আর আমি কি করি বলুন!"

রমা ও সতীশ রুদ্ধঃনিশ্বাসে তাহার কাহিনী শুনিতেছিল।

ডাক্তার কহিলেন—"টাকা কি আপনিই তাহাকে দিয়েছিলেন!"

সতীশ কহিল,—"না।"

ডাক্তার কহিলেন,—"তা হলে তার নিজেরই টাকা। সে একটা দস্যু, কিন্তু অন্তঃকরণটা দেখছেন মশায়!"

সতীশ মুখ ফিরাইয়া লইল, কিছু বলিল না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সদলবলে পুলিশ আসিয়া পড়িল। সতীশের গৃহ তাহারা বিশেষরূপে অন্বেষণ করিয়া প্যারেলালের ব্যাগ ছোরা বস্ত্র

প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সংগ্রহ করিল। তাহার পর পিয়ারেলালকে লইয়া থানায় চলিয়া গেল।

যাইবার সময় পিয়ারেলাল একবার খোকাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। সতীশ ও রমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইনস্পেক্টার সম্মত হইল না। কহিল,—"বলেন কি মশায়! দুঘণ্টা হল এ একটা মানুষকে খুন করে এসেছে, আপনি একে অন্তঃপুরে আপনার পীড়িত ছেলের কাছে নিয়ে যেতে চান! আপনার আপত্তি না থাকলেও আমার একটা দায়িত্ব আছে!"

(৮)

প্রায় পনের দিন পরে একদিন প্রত্যূষে একজন ভৃত্য আসিয়া সতীশকে কহিল,—"বাবু, একজন বাবু এসে আপনাকে ডাক্‌চেন্।"

সতীশ নিম্নে বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিল একটি অপরিচিত ব্যক্তি অপেক্ষা করিতেছে।

সতীশকে দেখিয়া আগন্তুক কহিল,—"আপনার নাম কি সতীশ বাবু?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

আমি জেল থেকে আসছি আজ সাতটার সময় পিয়ারেলালের ফাঁসী হবে। তার শেষ ইচ্ছা পূরণ স্বরূপ সে জান্‌'ত চেয়েছে আপনার ছোট ছেলেটির সবে কলেরা হয়েছিল সে কেমন আছে। সে বলে আপনার ছেলে যদি আরোগ্য হয়ে থাকে তা হলে সে বুঝবে তার জীবন দান একেবারে নিষ্ফল হয় নি। আপনার ছেলে কি ভাল হয়েছে?"

সতীশ অন্তরের নিভৃত প্রদেশে শিহরিয়া উঠিল। কহিল,—"আজ্ঞা হ্যাঁ সে একেবারে সেরে গিয়েছে।"

আগন্তুক কহিল,—"আমি তা হলে চল্লাম মশায় ৬টা বেজেগিয়েছে সময় বড় অল্প।" এই কথা বলিয়া রাস্তায় গিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

সতীশ উপরে আসিলে—রমা জিজ্ঞাসা করিল। "গাড়ী করে কে এসেছিল? তোমার মুখ শুকন কেন কি হয়েছে?"

কম্পিত কণ্ঠে সতীশ কহিল—"রমা, আজ সাতটার সময় পিয়ারেলালের ফাঁসি হবে। খোকা কেমন আছে তাই জান্‌তে, জেলের একজন কর্ম্মচারী এসেছিল।"

"কেন?"

ফাঁসি দেবার পূর্ব্বে যাকে ফাঁসি দেবে তার শেষ ইচ্ছা কি জিজ্ঞাসা করে। যদি সম্ভব হয় তা হলে সেটা পূর্ণ করে। পিয়ারেলালকে জিজ্ঞাসা করায়, সে খোকা আরোগ্যলাভ করেছে কি না তাই জান্‌তে চেয়েছে। সে বলে খোকা যদি ভাল হয়ে থাকে তা হলে সে মনে কর্‌বে তার জীবন দান বৃথা হয় নি।

সতীশের কথা শুনিয়া রমার চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিল।

তিন বছরের খোকা তখন নিশ্চিন্ত চিত্তে পিতার সদ্যঃপ্রস্তুত চায়ের পিয়ালাতে চিনির উপর চিনি ঢালিতেছিল।

পরাশক্তি

১

দুটি অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম, দু' টুক্‌রো মাখন-মাখানো রুটি আর দু পেয়ালা চা দিয়ে উপবাস ভঙ্গ ক'রে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুধাংশুশেখর আফিস-ঘরে এসে উপস্থিত হ'লেন। একটা বাঁধ কাটার মামলার তদন্তে তিনি কয়েক দিনের জন্য মফঃস্বলে গিয়েছিলেন, গত রাত্রে তিনটের গাড়িতে ফিরে এসেচেন। পেশকার ডায়রি নিয়ে হাজির ছিল, হাকিম কক্ষে পদার্পণ করতেই স্প্রীং লাগানো পুতুলের মতো দ্রুতবেগে উঠে দাঁড়াল, তারপর অবনত হয়ে অভিবাদন ক'রে টেবিলের উপর হাকিমের সম্মুখে ডায়রিটি উন্মোচিত ক'রে রাখ্‌লে। সুধাংশুশেখর সে-দিনের কার্য্যতালিকার উপর একবার দৃষ্টি চালিত ক'রে প্রয়োজনীয় দু' একটা উপদেশ দিলেন, তারপর পেশকারকে বিদায় দিয়ে একটা মকর্দ্দমার নথিতে মনোনিবেশ কর্‌লেন।

উভয় পক্ষের সাক্ষীর এজাহার ও বক্তৃতা পূর্ব্বেই হ'য়ে গিয়েছে, পরদিন রায় দিতে হবে। শুধাশুংশেখর যত্নসহকারে ফরিয়াদীর স্বপক্ষে প্রমাণ ও যুক্তিগুলি নির্ব্বাচিত ক'রে নিচ্চেন, এমন সময়ে দ্রুতবেগে বাইসিকেল ক'রে একটি যুবক বারান্দার সম্মুখে সিঁড়ির সামনে এসে নেবে পড়ল—তারপর বাইসিকেলটা মাটির উপর শুইয়ে দিয়ে সুধাংশুশেখরের নিকট উপস্থিত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে একটি বাঁধানো খাতা খুলে টেবিলের উপর স্থাপিত করলে।

বক্রকটাক্ষে উন্মোচিত পাতার উপর একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই সুধাংশু বুঝ্‌তে পারলে যে, ব্যাপারটা একেবারেই চিত্তাকর্ষক নয়, তবুও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ?"

যুবকটি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্‌লে। পরলোকগত কোনো বিশিষ্ট দেশ-নায়কের স্মিতি-চিহ্ন নির্ম্মাণের জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে যে অর্থ সংগ্রহ হচ্চে, এ তারই চাঁদা।

টেবিলের এক কোণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে শুষ্কভাবে সুধাংশু বল্‌লে "সে রকম চাঁদা আমি যে দিতে পারি, এ তোমার কি ক'রে মনে হ'ল ?"

একটা উত্তর ওষ্ঠাধরে এসে উপস্থিত হ'ল, কিন্তু সেটাকে দমন ক'রে যুবক বল্‌লে, "আমি চাঁদা চাইতে আসিনি, চাঁদা আদায় করতে এসেছি। বুধবারে মহিলা-সমিতির অধিবেশনে আপনাদের বাড়ীর মেয়েরা যে চাঁদা সই করে এসেছেন তাই নিতে এসেছি। কালই টাকাটা কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে।"

"আমাদের বাড়ীর মেয়েরা চাঁদা সই ক'রে এসেছেন ? কই দেখি, কোথায় সই করেছেন ?"

যুবকটি দেখিয়ে দিলে সেই উন্মোচিত পৃষ্ঠার এক স্থানে লেখা রয়েচে —প্রিয়লতা সেন, দশটাকা।

অতঃপর যুবকের সঙ্গে আর তর্ক করা চল্‌ল না, কারণ হস্তাক্ষর যে সহধর্ম্মিণী প্রিয়লতার সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু ছিল না। গম্ভীর মুখে ক্ষণকাল একটু চিন্তা ক'রে সুধাংশুশেখর বল্‌লে, "আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি।"

২

প্রিয়লতা তখন সুধাংশুশেখরের জন্য একটা রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য প্রস্তুত কর্‌বার রন্ধন-প্রণালী পাচককে বিশদভাবে বোঝাচ্ছিল। একজন পরিচারিকা উপস্থিত হয়ে বল্‌লে, "মা, আপনাকে বাবা একবার ডাক্‌ছেন।"

"কোথায়? বাইরের ঘরে?"

"না,—পড়বার ঘরে।"

স্বামী-সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রিয়লতা বল্‌লে, "আমাকে ডাক্‌ছ?"

খোলা খাতাখানা টেবিলের উপর রেখে সুধাংশুশেখর চেয়ারে ব'সে ছিল; প্রিয়লতার স্বাক্ষরের উপর অঙ্গুলি দিয়ে বল্‌লে, "এ তুমি নিজে লিখেচ?"

স্বামীর মূর্ত্তি আর কথা ক'বার ভঙ্গী দেখে প্রিয়লতা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; ভীতি-উস্মিত মুখে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"কেন লিখেছিলে? আমার মত নিয়েছিলে?"

"যে দিন সমিতি হ'য়েছিল তুমি ত' এখানে ছিলে না।"

"আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে না কেন?"

"টাকাটা কালই কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার কথা। তুমি ব'লে গিয়েছিলে তোমার আস্‌তে দেরি হ'তে পারে। তুমি এর মধ্যে আস্‌বে জান্‌লে তোমার মতের জন্যে হয়ত অপেক্ষা করতাম।"

সুধাংশুশেখর গর্জ্জন ক'রে উঠল। "হয়ত! তাও তোমার মর্জ্জির অনুগত ব্যাপার না কি? তুমি কি বল্‌তে চাও, দুদিনের জন্যে আমি কোথাও গেলে তুমি তোমার ইচ্ছামত স্বায়ত্ত শাসন চালাতে থাক্‌বে?"

এই স্বায়ত্ত-শাসন কথাটার একটা ইতিহাস আছে। প্রিয়লতার

পিতা একজন স্বরাজ-পথের পথিক, দেশোদ্ধারব্রতের একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত। সুধাংশু দেশও জানে না, বিদেশও জানে না, সে জানে শুধু নিজেকে। সে বলে, প্রত্যেক মানুষ নিজের মঙ্গল সাধন করলে দেশের মঙ্গল আপনি সাধিত হবে। দেশ বল্‌তে যা বোঝায় তা মাটি নয়, মানুষ; মানুষের উন্নতি হ'লেই দেশের উন্নতি। অতএব স্বদেশ-প্রীতি আত্মপ্রীতি ভিন্ন অপর কিছুই নয়।

পরার্থপরতার সরস ভূমি থেকে উৎপাটিত হ'য়ে প্রিয়লতা আত্মপরায়ণতার এই কঠিন মাটিতে দিন দিন শুকিয়ে আস্‌ছিল। এমন সময়ে বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জনের আন্দোলন দেশময় জেগে উঠ্‌ল। প্রিয়লতাদের পাড়ায় লাইব্রেরীকম্পাউণ্ডে একটা বিরাট সভা হয়ে গেল, এবং পরদিন থেকে সহরের যুবকগণ কাঁধে খদ্দরের বোঝা নিয়ে বাড়ী বাড়ী বিক্রয় ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। একদিন দুপুরবেলা এম্‌নি একটি ছেলের কাছ থেকে প্রিয়লতা ছেলে-মেয়েদের জন্যে খদ্দরের পোষাক আর নিজের জন্যে একখানি খদ্দরের শাড়ী কিন্‌লে। বৈকালে কাছারী থেকে বাড়ী এসে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অঙ্গে খদ্দর দেখে সুধাংশু একেবারে জ্ব'লে উঠ্‌ল; প্রিয়লতার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে, "এ সব কোথা থেকে এল?" মৃদু হেসে প্রিয়লতা উত্তর দিলে, "কিনেছি।" কঠোরকণ্ঠে সুধাংশু বল্‌লে. "সন্ধ্যাবেলা এগুলো দিয়ে বন-ফায়ার্ করলে মন্দ হ'ত না, কিন্তু আমার টাকায় যখন কিনেছ তখন তা ক'রে কাজ নেই, কাল সকালে মেথরকে দান করলেই চল্‌বে। তাতে আর কিছু না হক একটু পুণ্য হবে। কিন্তু এখন থেকে শুনে রাখ, তোমার ইচ্ছামত আমার বাড়ীতে স্বায়ত্তশাসন চালাতে গেলে চল্‌বে না।" এ ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে প্রিয়লতার পিতা কোনো বাংলা মাসিকপত্রে 'স্বায়ত্তশাসন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছিলেন, যা নিয়ে

তৎকালে সুধাংশু অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ছিল ; সুতরাং স্বায়ত্ত-শাসন যে সেই কথারই পুনরুল্লেখ তা বুঝ'তে প্রিয়লতার বিলম্ব হয় নি।

পরে আরও কয়েকবার সুধাংশু এই স্বায়ত্ত-শাসন কথার ব্যবহারে প্রিয়লতাকে বিদ্ধ করতে ছাড়েনি, আজ পুনরায় সেই কথার প্রয়োগে প্রিয়লতার মনের সঞ্চিত বেদনা জেগে উঠ্‌ল। ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বল্‌লে, "অনর্থক যখন-তখন স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলে তুমি আমাকে খোঁচাও, অথচ তুমি বেশ ভাল ক'রেই জানো যে এ সংসার বিন্দুমাত্রও আমার আয়ত্তে নেই।"

"নেই যদি ত' আমার হুকুম না নিয়ে চাঁদা সই করলে কেন?"

প্রিয়লতা বল্‌লে, "তোমার হুকুম যে বাড়ীতেও এমন ক'রে চালাতে চাও তা আমি জানতাম না। সব্‌জজ মুন্সেফ্‌রাও ত' শুন্‌তে পাই হুকুম জারি করে, কিন্তু তাদের স্ত্রীরাও ত' এই খাতাতেই দশ টাকা ক'রে চাঁদা সই করেছে।"

আত্ম-বিস্মৃত হয়ে সুধাংশু চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "চুলোয় যাক্ তোমার সবজজ মুন্সেফের স্ত্রী! ডিষ্ট্রীক্টের চার্জ্জ পাবার জন্যে আমি যে এতটা যোগাড় ক'রে এনেছি তা ভেস্তে গেলে সব্‌জজ্ মুন্সেফের স্ত্রীর কি ক্ষতি হবে আমাকে বোঝাতে পারো?"

সুন্দরবনের বাঘকে অহিংসা ধর্ম্মের মহিমা বোঝানো এর চেয়ে সহজ, সুতরাং কোনো কথা না ব'লে প্রিয়লতা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"বাড়ীতেও আমি আমার হুকুম চালাতে চাই, আমার অনুমতি না নিয়ে এখন থেকে কোনো কাজ করতে পারবে না—বুঝলে?

"বুঝলাম।"

সুধাংশুর হাতে একটা ফাউণ্টেন্ পেন্ ছিল, সেটা প্রিয়লতার হাতে দিয়ে বল্‌লে, "তোমার নামটা আর টাকার আঁকটা বেশ ক'রে কেটে দাও।"

একটা তীব্র হীনতার গ্লানিতে প্রিয়লতার সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল ; কলমটা হাতে নিয়ে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"কাটো! কাটো! কাটো! দাঁড়িয়ে নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই!"

প্রিয়লতা ধীরে ধীরে তার স্বাক্ষর আর দানের অঙ্ক একটি সরল রেখা টেনে কেটে দিলে।

পাশে একটা জায়গা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে সুধাংশু বল্‌লে, "এইখানটা 'দেওয়া অনুচিত' লিখে সই ক'রে দাও।"

আতসবাজির মতো সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে প্রিয়লতা বল্‌লে, "কখনো তা লিখব না!" তারপর সুধাংশুর আদেশের আর অপেক্ষা না রেখে সেই জায়গায় লিখে দিলে, 'দিতে অক্ষম, প্রিয়লতা।'

বৃষ্টি-খাওয়া লতা ধ'রে নাড়া দিলে যেমন ঝর্ ঝর্ ক'রে জল ঝ'রে পড়ে, তেমনি প্রিয়লতার চক্ষু হ'তে পাঁচ-সাত ফোঁটা অশ্রু খাতার পাতার উপর ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়ল।

খাতাখানা হাতে নিয়ে প'ড়ে দেখে সুধাংশু বল্‌লে, "আচ্ছা, এ হ'লেও চল্‌বে।" প্রিয়লতার স্ফুরিত মূর্ত্তি দেখে আর বেশী অগ্রসর হ'তে তার সাহস হ'ল না! ব্লটিং-পেপার দিয়ে প্রিয়লতার লেখা আর চোখের জল ভাল ক'রে শুকিয়ে নিয়ে সে বাইরে চ'লে গেল।

যে ঘরে সুধাংশু আর প্রিয়লতার কথোপকথন হচ্ছিল, সেটা বাইরের ঘরের ঠিক পাশের ঘর। মাঝের দ্বার বন্ধ থাক্‌লেও, দেওয়ালে ছাদের কাছে দুটি ভেন্টিলেটার দিয়ে উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কের যে-টুকু অংশ চাঁদা-আদায়কারী যুবকের কর্ণগোচর হ'য়েছিল, তাতে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার একটুও ভুল হয় নি। সুধাংশু বাইরে আস্‌তে কোনো কথা শোনবার অথবা বল্‌বার অপেক্ষা না রেখে সুধাংশুর হাত থেকে

খাতাখানা টেনে নিয়ে সে চ'লে গেল। যাবার সময়ে একটা নমস্কার পর্য্যন্ত ক'রে গেল না।

৩

স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠাবান্ উকিলের পত্নী সুখময়ী মিত্র মহিলাসমিতির সম্পাদিকা। সুখময়ী অন্দরের বারান্দার এক প্রান্তে টেবিল-চেয়ার নিয়ে ব'সে সমিতির হিসাব-পত্রই দেখ্‌ছিল এমন সময়ে একটি আট নয় বছরের ছেলে এসে বল্‌লে. "মা, পরেশ দাদা এসেছেন।"

সুখময়ী বল্‌লে, "যা পরেশকে এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।"

ক্ষণকাল পরে খাতা এবং টাকার থলি হাতে নিয়ে প্রবেশ করলে সেই চাঁদা-আদায়কারী যুবকটি। তারই নাম পরেশ।

"কি পরেশ, আদায় পত্র সব হ'ল? না, বাকি রইল কিছু?"

পরেশ বল্‌লে, "না মাসিমা, বাকি কিছুই নেই। যেখানে টাকা আদায় হয়নি সেখানে এমন জিনিষ আদায় হয়েছে যে, তোমার এই স্মৃতি-রক্ষা-প্রহসনের আর সবই যদি ভুলে যাই, তার স্মৃতি চিরদিন মনের একটা দিক অন্ধকার ক'রে রাখ্‌বে।"

উৎকণ্ঠিত মুখে সুখময়ী বল্‌লে, "কেন পরেশ? তোমাকে কেউ অপমান করেছে নাকি?"

পরেশ বল্‌লে, "আমাকে অপমান করলে কি তোমার কাছে তার খেদ করতে আস্‌তাম মাসিমা? তার হিসেব সেইখানেই চুকিয়ে বুকিয়ে দিতাম। এ তোমাদের অপমান, বাংলাদেশের সমস্ত মেয়েমানুষদের এ অপমান। এর প্রতিকার তোমরা যদি পার ত' কর, আমরা করব না। আচ্ছা মাসিমা, সাধ্য নেই তবু তোমাদের এত সাধ কেন? আমাদের উপার্জ্জনের যে টাকা দিয়ে আমরা তোমাদের দয়া ক'রে

ভাত-কাপড় দিয়ে পুষি, সে টাকাতে তোমরা কর্ত্তৃত্ব ফলাতে যাও কোন্ বুদ্ধিতে? দশটা পয়সার তোমাদের সঙ্গতি নেই, দশটাকা চাঁদা সই কর কোন্ ভরসায়? কাটো! কাটো! কাটো! উঃ সে তর্জ্জন এখনো আমার কানে লেগে রয়েছে!" ব'লে পরেশ খাতার যে পাতায় প্রিয়লতা সই করেছিল সে-টা সুখময়ীর সম্মুখে খুলে ধরলে।

প'ড়ে দেখে সুখময়ীর মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, "দিতে অক্ষম!"

সুখময়ীর কাকুক্তি শুনে পরেশের মুখে হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "অক্ষম না ত কি সক্ষম মাসীমা? তবে শোন সমস্ত কাহিনীটা বলি!" ব'লে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বল্‌লে, মায় পাশের ঘর থেকে যে কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল তা' পর্য্যন্ত। তারপর যেখানটা প্রিয়লতা লাইন টেনে কেটে দিয়েছিল সেখানটা আঙুল বুলিয়ে দেখিয়ে বল্‌লে, "এই লাইনটা শুধু এই কথাগুলোই কাটেনি, বাঙ্গলা দেশের সমস্ত মেয়ের মাথা কেটেচে। মানো কি না মাসীমা"

"হাজারবার মানি। তুমি পাঁচমিনিট এই চেয়ারটায় বোসো পরেশ, আমি একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া করি।"

"পাঁচমিনিট আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারব মাসিমা, তুমি যা করতে চাও কর।"

খসড়াটা হ'ল মহিলাসমিতির সভ্যাগণের প্রতি নিবেদনের। সংক্ষেপে তার মর্ম্ম,—দশ টাকা যে আদায় হয়নি সেটা এমন কিছু ক্ষোভের কথা নয়, আসল ক্ষোভের কথা, এই উপলক্ষে স্ত্রীজাতির যে অসহায় অবনত পরাধীন অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে, তাই। প্রিয়লতার প্রতি এই নির্দ্দয় অত্যাচারের কলুষ সমিতির প্রত্যেক সভ্যাকে অশুচি করেছে, যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই দশ টাকা পুরুষ-সাধারণ্যেরই নিকট হ'তে ভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করা উচিত। পুরুষদের অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী দয়িতা

ব'লে যারা বাঙলা অভিধানে পরিচিত, বাংলার ঘরে ঘরে পুরুষদের হাতে তাদের যা দুর্দ্দশা, তার হীনতা থেকে মিথ্যার ভাণ ক'রে পুরুষদের বাঁচিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই। দাবীর কথা পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষার আশ্রয় নিয়ে মেয়েরা ভিখারিণীর বেশ ধারণ করবে। স্ত্রীরা যে তাদের দাসী নয়, সভ্যতার এ মিথ্যা অভিমানটুকু পুরুষদের মন থেকে লুপ্ত হোক।

লেখাটা প'ড়ে সুখময়ীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পরেশ বল্‌লে, "মন্দ নয়; মানুষকে পাপের মধ্যে চেপে ধরাও মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার কর্‌বার একটা উপায় বটে, কিন্তু আমি হলে কি করতাম জান মাসিমা? সমস্ত টাকা যা আদায় হয়েচে পুরুষদের ফিরিয়ে দিতাম,---থাক্‌ত প'ড়ে দেশ-নায়কের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা! আচ্ছা, তাহলে এখন চল্‌লাম মাসিমা।" ব'লে সহসা দ্রুতপদে বাইরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

ব্যস্ত হ'য়ে সুখময়ী ডাক্‌ল, "পরেশ, শোন. শোন!"

ফিরে এসে পরেশ বল্‌লে, "কি বল!"

"এ নোটিশটা আমি আমাদের সমিতির দরোয়ানকে দিয়ে সভ্যদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দোবো—কিন্তু আজ ওবেলাই হ'ক, বা কাল সকালেই হ'ক, ভিক্ষার ভারটা তোমাকে নিতে হবে বাবা।"

পরেশ সজোরে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "কিছুতে না! তোমরা নিজেরা না পারো, অন্য কোনো পুরুষমানুষ ভাড়া কোরো, আমার দ্বারা হবে না। এই খানেই তোমাদের গলদ মাসিমা। পুরুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যতবার তোমরা পুরুষ সেনাপতি নিযুক্ত করবে ততবারই হারবে। এই ত' তোমার মেয়ে বীণা আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত শুন্‌ছে, ওকে এ কাজের ভার দাও না, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে নিয়ে আসুক পুরুষদের সমকক্ষ হবে, অথচ ভিন্ন কক্ষে থাক্‌বে,---এ কখনো হয়?"

পাশের ঘরে আড়ালে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে বীণা সুরু থেকে সমস্ত কথা শুন্‌ছিল, মনে করেছিল পরেশ তার বসন-প্রান্তটুকুরও সন্ধান পায়নি, কিন্তু এক সময়ে বায়ুসঞ্চালিত হ'য়ে বসন-প্রান্তই পরেশকে তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করেছিল। পরেশের কথার শেষের প্রচ্ছন্ন পরিহাসে বিব্রত হ'য়ে আরক্তমুখে বেরিয়ে এসে বীণা বল্‌লে, "ও কাজের ভার আমিই নিলাম মা।"

উভয়ের পিতামাতার ইচ্ছানুসারে অদূর ভবিষ্যতে পরেশ এবং বীণা স্বামী-স্ত্রীরূপে মিলিত হবে ব'লে স্থির ছিল। সুখময়ী মৃদু হেসে বল্‌লে, "আচ্ছা মা, তাই হবে।"

"একটা কথা মনে রেখো মাসিমা, ভিক্ষা করতে গিয়ে যেন সুধাংশু বাবুর বাড়ী না ছেড়ে যায়,—এমন কি প্রথমেই ওঁর বাড়ী যাওয়া ভাল। ঘৃণা করতে গিয়েও যেন ওঁর প্রতি কৃপা ক'রে ব'সো না! হীনতার শেষ ধাপে ওঁকে না নিয়ে যেতে পারলে ওঁর উন্নতির আশা নেই।" ব'লে আর কোনো কথার অপেক্ষা না রেখে পরেশ চ'লে গেল।

সমিতির নোটিস্‌-বুকে বিজ্ঞাপনটা লিখে নীচে লাইন টেনে সুখময়ী দুটো ঘর কাট্‌লে। প্রথম ঘরের উপরে লিখ্‌লে, 'উল্লিখিত প্রস্তাবে যাঁদের সম্মতি আছে তাঁদের স্বাক্ষর'; দ্বিতীয় ঘরে লিখ্‌লে, 'উল্লিখিত প্রস্তাবে যাঁদের সম্মতি নেই তাঁদের স্বাক্ষর'। তারপর সমিতির দরোয়ানকে ডেকে সভ্যদের নামের একটা ছাপা তালিকা দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে আসবার জন্যে পাঠিয়ে দিলে।

অপরাহ্ণে দরোয়ান নোটিস্‌-বুক্ ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সুখময়ী খুলে দেখ্‌লে অসম্মতির ঘরে একটি স্বাক্ষর নেই; সম্মতির ঘরে স্থান কুলোয় নি, মেয়েরা লাইন কেটে ঘর বাড়িয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ শুধু নাম সই করেছে, কিন্তু অধিকাংশ মেয়ে নানা প্রকার মন্তব্য, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গোক্তি

করেছে। তারই মধ্যে এক জায়গায় লেখা রয়েছে—প্রিয়লতা সেন।

সুখময়ীর মনে একটা বেদনা লাগ্‌ল; মনে হ'ল প্রিয়লতার বাড়ি যেতে দরোয়ানকে নিষেধ ক'রে দিলেই হ'ত। কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হয়,—একজন সভ্যেরও অজ্ঞাতসারে এমন একটা উপায় অবলম্বন করবার ক্ষমতা তার কোথায়?

৪

সন্ধ্যার সময়ে কোর্ট থেকে এসে শুধাংশু দেখ্‌লে বাড়ী থম থম্ করছে, নীরব, নিঃশব্দ;—ছেলেদের উৎপাত খেলাধূলা চেঁচামেচি নেই, এরি মধ্যে আলো জেলে তারা পড়তে বসেছে। অন্যদিন কোর্ট থেকে এলেই প্রিয়লতা এসে উপস্থিত হয়, আজ তার দেখা নেই। এটা অবশ্য একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, আজ যে কিছুক্ষণের জন্য একটা অভিমানের পালা চলবে তা শুধাংশু মনে করেছিল,—কিন্তু এ যেন ঠিক তত সামান্য ব্যাপার নয়,—সংসারের চতুর্দ্দিকে এমন একটা অশুভ ছায়াপাত করেছে ঝি-চাকরদের মুখেও যার স্পষ্ট আভাস।

মুখ-হাত-পা ধুয়ে এসে বস্‌তে মোক্ষদা দাসী খাবার আর চা নিয়ে এল। সুধাংশু আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না; জিজ্ঞাসা করলে, "তোর মা কোথায় রে মোক্ষদা?"

মোক্ষদা বল্‌লে, "পশ্চিমের ঘরে শুয়ে রয়েছেন।"

"কেন? কি হয়েচে?"

"তা' ত' বল্‌তে পারিনে বাবা, সমস্ত দিনই শুয়ে আছেন, বাড়া ভাত প'ড়ে রয়েচে—জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নি। জিজ্ঞাসা কর্‌লে কোনো কথা বলেন না।"

"আচ্ছা, তুই তাকে আমার কাছে ডেকে দে।"

খানিকক্ষণ পরে মোক্ষদা ফিরে এসে বল্‌লে, "আমি বল্‌লাম, কিন্তু মা কোনো উত্তর দিলেন না। শুনতে পেলেন কি না বুঝতে পারলাম না আপনি জল খেয়ে একবার মার কাছে যান বাবা,— মার শরীর ভাল ব'লে বোধ হচ্চে না।"

আদেশ অমান্য করার জন্য পাছে সুধাংশুর ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায় এই ভয়ে মোক্ষদা শরীরের কথাটা নিজের মনে তৈরি ক'রে বল্‌লে। তার ভরসা ছিল সুধাংশু একবার গিয়ে দাঁড়ালেই স্বামী-স্ত্রীর কলহটা মিটে যাবে।

আধ পেয়ালা চা ফেলে রেখেই সুধাংশু উঠে পড়ল। পশ্চিম দিকের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে একটা জীর্ণ তক্তাপোষের উপর একটা অর্দ্ধছিন্ন মাদুর পেতে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে প্রিয়লতা শুয়ে রয়েছে।

নিকটে গিয়ে ভাল ক'রে দেখলে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই পড়ছে। মনের মধ্যে যে চিন্তাটা অস্থির ক'রে তুলেছিল সেটা গেল,— poison case নয়।

নিরুদ্বেগ হ'য়ে স্বর কঠোর ক'রে নিয়ে বল্‌লে, "শুয়ে রয়েছ কেন?"

কোনো উত্তর পেলে না।

"খাও নি কেন?"

উত্তর নেই।

অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বল্‌লে, "কি?—Hunger Strike করা হয়েচে? নন্‌-কো-অপারেশন? Self-determination, Home rule না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না দেখচি।"

বিদ্রূপের ইন্‌জেক্‌শন্ নিষ্ফল হ'ল, কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তখন শাসনের ঠাট বদলালো,—প্রশ্নের পরিবর্ত্তে আদেশ আরম্ভ হ'ল।

"কথা কও!"

"উঠে এস!"

"এদিকে ফেরো!"

আদেশগুলি পালন করবার পক্ষে কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে প্রিয়লতা পূর্ব্ববৎ চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

কি করবে ভেবে না পেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সুধাংশু হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "কথা না শুন্‌লে মজা দেখিয়ে দেবো বলচি!"

কথা শোনার চেয়ে মজা দেখ্‌বার দিকেই প্রিয়লতার বেশী আগ্রহ প্রকাশ পেলে। কিন্তু এত মজা দেখানোর পর নূতন মজা দেখানো একটু কঠিন কথা। তাই প্রিয়লতার কাঁধটা হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে সুধাংশু বল্‌লে, "শুনছ?"

ঝাঁকানি দিতে গিয়ে মনে হ'ল প্রিয়লতার দেহ পাথরের মতো শক্ত আর ভারী, তার কঠিন মনের চেয়ে একটুও নরম নয়। "তবে চুলোয় যাও!" ব'লে সজোরে হাতখানা টেনে নিয়ে সুধাংশু দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে আলনা থেকে একখানা গায়ের কাপড় টেনে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

খানিকটা ঘুরে সে প্রবেশ করলে সদর সব্‌ডিভিসনাল্‌ অফিসর কেশববাবুর বাড়ি। এখানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সহরের সমস্ত হাকিমদের নিয়মিত বৈঠক বসে। সুধাংশু উপস্থিত হতেই খাসমহল অফিসর রেবতী-বাবু বল্‌লে, "আসুন মিষ্টার সেন! আজ যে আপনি talk of the town! ঘরে ঘরে আপনার নাম কীর্ত্তন হচ্চে।"

এর মধ্যেই যে সকালের ব্যাপারটা এত বিপুল আয়তনে বেড়ে উঠেছে সুধাংশু সে কথা কল্পনাও করতে পারে নি; সবিস্ময়ে বল্‌লে, "কেন?'

চাকুরিতে উন্নতি লাভের প্রয়াসে সমস্ত পথই যে সুধাংশুর পক্ষে

সুগম, এমন একটু খ্যাতি সহ-কর্ম্মচারীদের মধ্যেও সুধাংশুর ছিল। এমন কি সে জন্য সিনিয়র এবং নামজাদা অফিসর কেশব বাবুকেও সর্ব্বদা একটু সচেতন থাকতে হত, পাছে কোন সুযোগে অধ্যবসায়ী সুধাংশু তাকে পশ্চাতে ফেলে অগ্রসর হয়। সুতরাং সুধাংশু আসবার আগে এ কথাটা একটু সরস ভাবেই চল্‌ছিল।

সুধাংশুর প্রশ্নের উত্তর দিলে তরুণ মুন্সেফ্‌ নীতিভূষণ; সমস্ত ব্যাপারটা সে খুলে বল্‌লে, বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে আরম্ভ ক'রে ছাত্র-মহলে আন্দোলন পর্য্যন্ত সব। পরিশেষে বল্‌লে, "গৃহিণীর যা রুক্ষ মূর্ত্তি দেখ্‌লাম, বাড়িতে টেঁকাই দায়, অপরাধটা যেন আমিই করেছি! বল্‌লাম আমার ওপর অত রাগ করছ কেন? ভিক্ষার দশ টাকা না হয় আমিই দিয়ে দেঁবো। তা'তেও নিস্তার নেই। শুন্‌ছি সহরের মেয়েরা কাল একটা Indignation meeting কর্‌বে।"

সমস্ত শুনে সুধাংশুর মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল। ক্রোধান্ধ হ'য়ে স্খলিত কণ্ঠে অসংলগ্নভাবে আধুনিক নারীদের বিরুদ্ধে অতিশয় অশিষ্ট অপবাদ প্রয়োগ করলে; শেষকালে বল্‌লে, "আমাদের উচিত এ সব মেয়েদের আধ-পেটা খাইয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়া!"

নীতিভূষণ বল্‌লে, "মন্দ না, আধ-পেটা খাওয়ালে গৃহস্থের একটু সাশ্রয় হয়; কিন্তু হিতে বিপরীত না হয় সুধাংশুবাবু! আধ-পেটা খেয়ে মেয়েরা শেষকালে ক্ষুধার্ত্ত সিংহীর মত ভীষণ না হয়ে ওঠে!"

একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

বাটোয়ারা ডেপুটি কলেক্টর সুকুমার বল্‌লে, "সত্যি, দাদার হয়েচে বড়ই গোলযোগ! স্ত্রীটি হয়েচেন দাদার হরিনামের ঝুলিতে পাঁঠার ঘুগ্‌নি। একেবারে incongruous!"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠ্‌ল।

বৈঠক বসেছিল বারান্দায় ; পিছন দিকে অন্দরের ঘরের জানালায় 'পাখী' খোলার শব্দ শোনা গেল। পিছন দিকে একটুখানি ফিরে কেশব বল্‌লে, "আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা-ঘরে তোমরা কান পেতো না, সুবিধে করতে পারবেনা ; দু' চারটা কথা কানে গেলে কান লাল টক্‌টকে হয়ে উঠ্‌বে। চালের খরচ এবার অর্দ্ধেক !"

একটা তুমুল হাস্যধ্বনি উঠ্‌ল।

তারপর ফিরে সুধাংশুর দিকে চেয়ে কেশব বল্‌লে, "দ'মো না হে সুধাংশু, এতে দমবার কিছু নেই। শুন্‌ছি ছেলেরা নাকি তোমার effigy ক'রে পোড়াবে। কোনো রকম ক'রে এই সব ব্যাপার যদি ওপরওয়ালার কানে একবার ওঠে আর মহিলাসমিতির খাতাগুলো চ'খে পড়ে তা হ'লে চাই কি এইখান থেকেই তোমার—বুঝ্‌লে কি না ?" ব'লে কেশব উচ্চস্বরে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

শুধু উহ্য অংশই নয়, তার অতি তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে সুধাংশুর বাকি রইল না। কিন্তু, বোঝা যায় অনেক কথা, বলা যায় না সব ; তাই সুধাংশুকে চুপ ক'রে থাক্‌তে হ'ল।

বাড়ি ফিরে এসে সুধাংশু দেখ্‌লে সকাল সকাল আহার সমাপন ক'রে ছেলেরা শুয়ে পড়েছে, পাচক রন্ধন শেষ ক'রে রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে নীরবে তুলসীদাস পড়ছে, আর মোক্ষদা যে ঘরে প্রিয়লতা শুয়েছিল তার বারান্দায় গায়ে কাপড় দিয়ে শুয়ে রয়েছে। ফাগুন মাস, শীত তখনো একেবারে যায় নি। সুধাংশুকে আস্‌তে দেখে মোক্ষদা উঠে চ'লে গেল।

ঘরে প্রবেশ ক'রে সুধাংশু দেখ্‌ল মৃতব্যক্তি হ'লে যে রকম একভাবে প'ড়ে থাক্‌ত ঠিক সেই ভাবে একই অবস্থায় প্রিয়লতা শুয়ে রয়েছে। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে, তারপর তক্তপোষের ধারে

ব'সে প'ড়ে প্রিয়তার দেহে হাত রেখে আর্দ্র কণ্ঠে বললে, "প্রিয়, লক্ষ্মীটি ওঠো। ছেলেমানুষি ক'রো না। যা হবার হয়ে গেছে, এখন উঠে খাও ; সমস্ত দিন উপোস ক'রে রয়েছ।"

প্রিয়লতা স্থির হ'য়ে শুয়ে রইল, একটি কথাও বললে না।

"শুনছ?" কাঁধে হাত দিয়ে সুধাংশু নাড়া দিলে। দেহ ঠিক তেমনি কঠিন আর ভারি, একটুও নরম হয়নি অথবা হ'ল না।

তখন সুধাংশু কখনো করলে রাগ, কখনো দুঃখ, কখনো আদর, কখনো অভিমান। একবার ক্ষমা চেয়েই বসল ; বললে, "এ কি হ'লে তুমি প্রিয়? এমন যে হ'তে পার তা'ত স্বপ্নেরও আমার অগোচর ছিল। অপরাধই না হয় করেছি, তার কি আর ক্ষমা নেই। আচ্ছা, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, এখন ওঠো।" ব'লে হাত ধ'রে টানলে। কিন্তু এতেও প্রিয়লতার মন টলল না - সে কঠিন গিয়ে প'ড়ে রইল।

ক্রোধে সুধাংশু ক্ষেপে যেতে পারত, কিন্তু তা না গিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল! তার বিমূঢ় মন বারংবার বলতে লাগল, এ কি হ'ল! এত সহজে এ কেমন ক'রে একেবারে অধিকারের বাইরে চ'লে গেল? সব শক্তিরই ত' পরীক্ষা হয়ে গেল, এখন আর কোন্ শক্তি আছে যা দিয়ে একে আয়ত্ত করা যেতে পারে!

ক্ষণকাল নীরবে ব'সে থেকে সুধাংশু উঠে দাঁড়িয়ে গভীরস্বরে বললে "আচ্ছা চললাম। এবার কিন্তু তোমার পালা ; নইলে এইখানেই যবনিকা।"

ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দিলে, কিন্তু খিল দিলে না। মনে মনে স্বীকার না করলেও মনের একটি নিভৃত কোণে এমন একটি আশা জেগে রইল, যার পথ সে খোলা রাখলে। শয্যায় শুয়ে সুধাংশু ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

এক সময়ে মোক্ষদা এসে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা, খাবার দেব কি ?"

"না, না, না !"

সে কঠোর-তীব্র স্বর শুনে মোক্ষদা আর দ্বিতীয় কথা বলতে সাহস পেলে না, তাড়াতাড়ি প্রস্থান করলে।

৫

কখন্ সুধাংশু ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, ঘুম ভাঙতে দেখ্‌লে রাত্রি শেষ হয়েছে। মনে হ'ল আর কেউ তখনো ওঠেনি।

দোরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে দোর ভেজানো—কিন্তু খিল খোলা। একটা গভীর নৈরাশ্যে মনটা উদাস হ'য়ে গেল, আসেনি! শুয়ে শুয়ে কি ভাবতে ভাবতে চোখের কোণ হঠাৎ ভিজে এল। ভালবাসার ভিত্তি তা হ'লে এতই দুর্ব্বল! বৈরাগ্যের অনির্ব্বচনীয়তায় মনটা মহাশূন্য আকাশের মত ফাঁকা ঠেক্‌তে লাগ্‌ল।

ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে সুধাংশু অনুভব করলে অনাহারে শরীরটা লঘু মনে হচ্চে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখ্‌লে পশ্চিম দিকের ঘরের দোরের সামনে মোক্ষদা মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্চে। মনে করলে সে দিকে যাবে না, কিন্তু কিসের একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ ধীরে ধীরে তাকে সে দিকে টেনে নিয়ে গেল। সাবধানে মোক্ষদাকে এড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখ্‌লে প্রিয়লতা ঠিক সেই ভা-বেই পড়ে আছে, ঘুমচ্চে কি জেগে আছে তা বোঝবার উপায় নেই। প্রিয়লতার দেহ দেখে হাল্কা মনটা আবার ভারি হয়ে এল, বৈরাগ্যের স্থলে দেখা দিলে বৈরূপ্য। এ কি বিড়ম্বনা! এ কি যন্ত্রণা! শবদেহ হলে তার সংকার আছে, কিন্তু এ দেহ নিয়ে সে কি করবে? পাড়ার লোক ডাক্‌বে, পুলিসে খবর দেবে, শ্বশুরকে টেলিগ্রাম করবে?

যেমন ভাবে গিয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে ফিরে এসে মুখ-হাত-পা ধুয়ে মকর্দ্দমার নথি নিয়ে শুধাংশু বাইরের ঘরে গিয়ে রায় লিখতে বস্‌ল; মন কিন্তু তাতে বস্‌ল না, নানান্ গোলমেলে কথার পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। একটু বেলা হ'লে একজন ভৃত্য চা আর খাবার নিয়ে এল। সুধাংশু কিছুই গ্রহণ করলে না, সমস্তই ফেরত দিলে।

বেলা তখন সাড়ে সাতটা। একটা গাড়ি সুধাংশুর গৃহের কম্পাউণ্ডে প্রবেশ ক'রে বারান্দার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল একটি সভরো-আঠারো বছর বয়সের সুন্দরী মেয়ে। হাতে একখানা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ আর একটা খাতা। সুধাংশুর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে মেয়েটি আরক্তমুখে বল্‌লে, "আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, দয়া ক'রে কিছু যদি দেন। এইটে প'ড়ে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন।" ব'লে কাগজখানা সুধাংশুর হাতে দিলে।

কাগজখানা পড়তে পড়তে সুধাংশুর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। দশ টাকা ভিক্ষা পাওয়ার জন্যে পুরুষদের কাছে মেয়েদের সে কি কাতর প্রার্থনা! অবিমৃষ্যকারিতার সমুচিত ফলভোগ তারা করেছে। নিজেদের অবস্থা এবং অধিকার সম্বন্ধে এতদিন তাদের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা থেকে তারা এখন সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন দুর্ভাগা নারীকে প্রতিশ্রুতিলঙ্ঘনের পাপ থেকে পরিত্রাণ করবার জন্যে তারা শুধু এইবারের মতো দশটাকা ভিক্ষা চাচ্ছে, অধিকারের দাবীতে নয়, অনুকম্পার ভরসায়। ভবিষ্যতে আর তারা এরূপ অসঙ্গত আচরণের দ্বারা পুরুষজাতির বিরাগভাজন হবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্তটা প'ড়ে সুধাংশু ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। তারপর মেয়েটির দিকে চেয়ে বল্‌লে, "ও খাতাটা কি সেই চাঁদার খাতা?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা মা, তুমি এখানে একটু বো

আস্‌ছি।" ব'লে চাঁদার খাতাখানা নিয়ে সুধাং

ঘরে গিয়ে দেরাজখুলে দশটা টাকা বের ক

উপস্থিত হ'ল।

প্রিয়লতা ঠিক একভাবে পাশ ফিরে শুয়েছি পাঁচ পুরুষের কারবার।

টাকা, খাতা এবং ফাউণ্টেন্ পেন্ রেখে সুধাংশু হয়েচে, সওয়া শ বছর

তোমাকে তোমাদের খাতায় যা লিখতে হয়েছিল ড়িয়েচে যে, কমলার

টাকা চাঁদা দিলে, এখানে লিখে দাও। তোমাদের সমি পায়ক্ষেরি হিসাবে

এসেচে।"

প্রিয়লতা নীরবে প'ড়ে রইল, সুধাংশুর অনুরোধপালনের কোন মালিক।

প্রকাশ করলে না।

একটু অপেক্ষা ক'রে সুধাংশু আর কোন কথা না ব'লে টাকা খাতা আর কলম তুলে নিয়ে বাইরে উপস্থিত হ'ল, তারপর "দিতে অক্ষম, প্রিয়লতা' কথাগুলি লাইন টেনে কেটে দিয়ে লাইনের দুদিকে নিজের নাম সই ক'রে নীচে লিখ্‌লে,—প্রিয়লতা দেবীর পক্ষ থেকে দশ টাকা চাঁদা দিলাম, শ্রীসুধাংশুশেখর সেন।

টাকা দশটা আর খাতাখানা বীণার হাতে দিয়ে সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আমার কাছে প্রথম এসেছ, না, আগে আর কোথাও গিয়েছিলে?"

বীণা বল্‌লে, "মা ব'লে দিয়েছিলেন আপনার কাছেই প্রথম আস্‌তে।"

সুধাংশুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; বল্‌লে, "তুমি তা হলে দেবেন বাবুর মেয়ে? আমি তোমাকে কতবার দেখেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি। আমার কাছে তোমাকে প্রথম পাঠিয়েছেন ব'লে তোমার মাকে আমি

যেমন ভাবে গিয়েছিল ঠিজানাচ্ছি। তাঁকে বোলো এ ভিক্ষার ধুয়ে মকর্দ্দমার নথি নিয়ে যে টাকা চাঁদা সই করেছিলেন, এ সেই বস্‌ল ; মন কিন্তু তাতে বস
বেড়াতে লাগ্‌ল। একটু হ'য়ে উঠ্‌ল।
নিয়ে এল। সুধাংশু কিআর বোধ হয় তুমি কোনো বাড়ি টাকার জন্যে

বেলা তখন সাড়ে
প্রবেশ ক'রে বাড় বল্‌লে, না, আর কোথাও যাব না।"
নামল একটি সতর্ক করলে বাড়ির ভিতর প্রিয়লতার কাছে উপস্থিত হ'য়ে ফুলস্ক্যাপ সল্‌লে, "তোমার লেখা কেটে দিয়ে দশ টাকা চাঁদা আমি নিজে হ'য়ে দেরে দিইচি, প্রিয়। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এখনো যদি না হয়ে থাকে তবল আর কি করতে হবে।"

প্রিয়লতা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, তারপর গলায় আঁচল দিয়ে সুধাংশুকে প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ দুই বাহু দিয়ে সুধাংশুর দুই পা জড়িয়ে ধ'রে পায়ের উপর মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

সোনা-লোহা

১

রাজা উড্‌মণ্ড্‌ ষ্ট্রীটে লোহার দোকান,—পাঁচ পুরুষের কারবার। বাঙালীর ঘরে সাধারণতঃ যা হয় না, এ তাই হয়েচে, সওয়া শ বছর ধ'রে একটানা উন্নতির ফলে অবস্থা ক্রমশঃ এমন দাঁড়িয়েচে যে, কমলার কৃপা বর্ষণ এখন আর খুচরা হিসাবে হয় না,—একেবারে পাইকেরি হিসাবে হয়।

বর্ত্তমান সত্বাধিকারী গৌরকৃষ্ণ মিত্র কারবারের ষোলো-আনা মালিক। বৃদ্ধ-প্রপিতামহর আমল থেকে ক্রমান্বয়ে শাণিত হ'য়ে হ'য়ে ব্যবসা-বুদ্ধি এঁর মাথায় এমন সুতীক্ষ্ণ হয়েচে যে, জার্ম্মাণ যুদ্ধের কিছুকাল পরে মন্দা বাজারে সমস্ত ব্যবসাদার যখন লোকসান দিয়েছিল, ইনি সে সময়ে ক'রেছিলেন ভবিষ্যৎ লাভের ব্যবস্থা। ইনি জান্‌তেন শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা ফুসফুসের মত, ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা কারবার চলে; ভাঁটার সময় নৌকা বেঁধে রেখে জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

বিপত্নীক হবার বছর দুই পরে গৌরকৃষ্ণ তাঁর একমাত্র পুত্র নিতাই-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছিলেন। পুত্রবধূর নাম তটিনী। পাঁচ পুরুষের লোহা বাঁধানো সংসারে তটিনীরই মত সে একদিন প্রবেশ করেছিল শিক্ষা এবং লাবণ্যের যুগল তটের মধ্যবর্ত্তিনী হ'য়ে! পূর্ব্বেকার গৃহিণীরা দেখতে ছিলেন লোহার মত, স্বামীদের কাছে ব্যবহারও পেতেন লোহার মত, নাম তাঁদের ছিল যোগমায়া মহামায়া শ্রেণীর, পরতেন তাঁরা মোটা সূতোর কাপড় আর বাউটি চন্দ্রহার প্রভৃতি অলঙ্কার। সমস্ত দিন দোকানে লোহা পিটিয়ে কর্ত্তাদের মেজাজ থাকতো কড়া—বাড়ি এসে

তার চোট পড়ত সাদামাটা কালোকোলো গৃহিণীদের উপর। গৃহিণীরা দুবেলা পেটভরা খোরাক পেয়ে মনে করতেন পেটে খেলে পিঠে সয়।

তটিনীর প্রবেশ থেকে সংসারে এ ধারাটা একেবারে গেল বদলে। বিদুষী, সুন্দরী, গৌরবর্ণা, লতার মত ছিপছিপে ডেপুটি কন্যা তটিনীকে লোহার শিকলে বাঁধা গেল না, সকলে উৎসাহে লেগে গেল তার জন্যে সোনার খাঁচা তৈরি করতে। সংসারে যেন একটা নূতন উদ্দীপনা এল। শ্বশুর গৌরকৃষ্ণ সকাল সকাল দোকান থেকে ফিরে গাড়ি ক'রে পুত্রবধূকে নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে হাওয়া খেতে যান; সন্ধ্যার পর স্বামী নিতাইকৃষ্ণ মুরগীহাটা থেকে সৌখীন সামগ্রী কিনে পকেট পুরে বাড়ী ফেরে। দোকানে টন, হন্দর, মনের হিসাবে কারবার চলে; বাড়িতে ভরি, আনা, রতির অঙ্ক আরম্ভ হ'য়ে গেল। গৌরকৃষ্ণ বহুকাল অব্যবহৃত পাঠশালায় শেখা শুভঙ্করীর শ্লোক মনে মনে আবৃত্তি করেন,

স্বর্ণের যতেক ভরি প্রশ্নেতে কহিবে,
টাকা প্রতি তের কড়া এক ক্রান্তি হবে।
আনাতে আড়াই ক্রান্তি শুভঙ্কর ভণে,
ভরি দরে রতি কয় আনন্দিত-মনে।

আর আনন্দিত মনে স্বর্ণকারকে বলেন, "ওহে গোকুল, গেল বারে বউমার চুড়ি বড় হাল্কা গড়েছিলে, এবার বেশ ভারি ক'রে গোড়ো।"

গোকুল বলে, "কি করি কর্ত্তা, বউমার হাত যে বড় কাহিল।"

গৌরকৃষ্ণ বলেন, "বউমার হাতই যেন কাহিল। বউমার শ্বশুর ত কাহিল নয়; ভারি ক'রে গোড়ো।"

অন্তরালে তটিনীর চক্ষু ভক্তি ও প্রীতিতে সজল হ'য়ে আসে।

সোনার একটা যেন নেশা লেগে গেল। বাণীর পয়সা বাড়বে বুঝে গোকুল আপত্তির বাণী থামিয়ে দিয়ে বেশ ভারী ক'রে ক'রে অলঙ্কার

আনতে আরম্ভ করলে। সে প্রতি বার নূতন নূতন দোকানের ক্যাটালগ্ নিয়ে আসে—গৌরকৃষ্ণ দেখে বলেন, "এ বইটা গেল বারে আননি কেন? তা হ'লে এই নক্সাটাই পছন্দ করতাম।" তার পর লাল পেন্সিল দিয়ে মোটা ক'রে দাগ কেটে দেন; সপ্তাহখানেক পরে ভরি পনেরো-ষোলো সোনার দেহ ধারণ ক'রে সেই নক্সা গৌরকৃষ্ণের হাতে এসে পৌঁছোয়।

পাঁচ পুরুষের লোহার মানস-মেঘে সোনার বিদ্যুৎরেখা ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ল। নেশা লাগ্‌ল।

তটিনী হাসি মুখে বলে—"বাবা, গয়নাগুলো একটু বেশি বড়, আর বেশি ভারি হচ্চে।"

মুখে গৌরকৃষ্ণ বলেন, "আচ্ছা মা, গোকুলকে এবার সে কথা বল্‌তে হবে।" কাজে কিন্তু গোকুলকে কিছু না ব'লে পাচিকাকে বলেন তটিনীর ঘি দুধের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে।

ব্যাপার দেখে নিতাইকৃষ্ণ হাসে, আর বলে, "আমাদের দোকানে বেশি টাকার লোহা আছে, না তোমার বাক্সয় বেশি টাকার সোনা আছে বলা কঠিন সেজ বউ!" জেঠতুত খুড়তত ইজমালি হিসাবে তটিনী সেজ বউ।

তটিনী হেসে বলে, "আর কিছুদিন এই ভাবে চল্‌লে ওজন নিয়েও সেই সমস্যা উপস্থিত হবে; বাবা চান তাঁর একটি সোনার পুত্রবধূ হয়। গোকুলকে ফরমাস্ দিয়ে একেবারে একটি নিরেট প্রমাণ সাইজের সোনার প্রতিমা গ'ড়ে নিলেই পারেন।"

লোহার কারবারী নিতাইকৃষ্ণের মুখে সৌখীন ভাষায় উত্তর যোগায় না;—মন কিন্তু তার বলে, "সোনার প্রতিমা গড়াতে হবে কেন? সোনার প্রতিমা পেয়েই ত' বাবার এই সোনার খেয়াল হয়েচে।"

২

লোহার আর সোনার ওজন,—দুই-ই উচ্চ মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে গৌরকৃষ্ণ যখন ইহলোক পরিত্যাগ করলেন, তখন তটিনীর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েচে। ছেলেটির বয়স সাত বৎসর, মেয়েটির চার। ছেলের নাম অশোকনাথ, মেয়ের অমিয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে এ পরিবারের পুরুষদের কৃষ্ণ যোগে নামকরণ হয়েচে। পৌত্রের নামকরণের সময়ে গৌরকৃষ্ণ পুত্রবধুর কাছ থেকে পছন্দসই নামের একটা তালিকা চেয়েছিলেন। পুত্রবধূর সর্ব্ববিষয়ে সুরুচি সম্বন্ধে তাঁর অনপনেয় বিশ্বাস ছিল। তটিনী মাত্র দুটি নাম প্রস্তাব করেছিল, অশোকনাথ এবং প্রেমসুন্দর। 'কৃষ্ণের' স্থানে একেবারে সুন্দর ক'রে একটা অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন না ঘটিয়ে গৌরকৃষ্ণ 'অশোকনাথ' মনোনীত করেছিলেন। পৌত্রীর নামকরণের সময়ে তিনি তটিনীর নির্ব্বাচিত অমিয়া নামের সহিত 'বালা' যোগ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। ইতস্ততঃ ক'রে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে তটিনী বলেছিল, "মন্দ হয় না বাবা, একটু বড় হ'য়ে এক রকম ভালই হয়। কিন্তু আজকাল বালা ঠিক—।"

পুত্রবধূকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হেসে উঠে গৌরকৃষ্ণ বলেছিলেন, "বুঝেচি বউমা, বালা আজকাল হাতেও চলে না, নামেও চলে না। আচ্ছা, অমিয়া বালা না হয় থাক্, কিন্তু আমার দেওয়া সোনার বালাটা একেবারে বাদ দিয়ো না।"

সেই দিনই তটিনী বাক্স থেকে আঠারো ভরির অমৃত পাকের নিরেট বালা বার ক'রে হাতে পরেছিল, এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পরও এ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও হাত থেকে খোলেনি—এমন কি অত্যন্ত সৌখীন গৃহে নিমন্ত্রণ যাবার সময়ও নয়

শুধু পুত্র কন্যার নামেই নয়,—বেশ-ভূষা, লেখা-পড়া, চাল-চলন, পান-আহার, এমন কি ধ্যান-ধারণায় পর্য্যন্ত এমন একটা পরিবর্ত্তনের বিপ্লব ঘ'টে গেছে যে, তটিনীর শাশুড়ীর যুগ যে তটিনীর নিজের যুগেরই অব্যবহিত অতীত, এ বিশ্বাস করা কঠিন। বৈসাদৃশ্যে এবং যোগ-শূন্যতায় এই ভূত কাল যেন মানুষের ভূতকেও অতিক্রম ক'রে গেছে।

এ পর্য্যন্ত এ বংশে কেউ ধারাপাত এবং শুভঙ্করী ছাড়িয়ে পাটীগণিতে প্রবেশ করেনি; পাঠশালা থেকে একেবারে প্রমোশন হ'ত লোহার দোকানে। সেখানে মণ-কষা নির্ভুল হ'লেই সকলের মন নিরুদ্বেগ থাকত। রঘু-শকুন্তলা-মিরান্ডা-ডেস্‌ডেমোনার সঙ্গে অপরিচয় যে মানুষের জীবনের পক্ষে একটা ত্রুটি—এ কথা কেউ জানত না, তাই সে কথা কেউ ভাবতও না। সেই বংশের সপ্তম পুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যখন তটিনী ধারাপাত শুভঙ্করীর পর পাটিগণিতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, তখন নিতাইকৃষ্ণ দেখলে লক্ষণ শুভ নয়; বল্‌লে, "অশোককে এবার আমার দোকানে দাও সেজ বউ। লেখা পড়া বেশী চালালে কারবার চলবে কেন?"

তটিনী হাসি মুখে বল্‌লে, "তোমাদের বংশে লোহার কারবার ত' অনেক দিন চল্‌ল, এবার বিদ্যের কারবার একটু চলুক না? লক্ষ্মীর উপাসনার সঙ্গে সরস্বতীর আরাধনাও আরম্ভ হোক্।"

যুক্ত কর কপালে ছুঁইয়ে নিতাইকৃষ্ণ বল্‌লে, "তা হয় না সেজ বউ। ও দুটি ভগ্নীতে বড়ই বিরোধ। বিদ্যে বেশি হ'লে, বুদ্ধি ক'মে যায়।"

তটিনী বল্‌লে, "সে কূট বুদ্ধি।"

নিতাই বল্‌লে, "সেই বুদ্ধির জোরেই কারবার চলে।"

বিপদ দেখে তটিনী বল্‌লে 'আচ্ছা, প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অশোক পড়ুক ত'। তারপর তোমার সঙ্গে কথা রইল, সে যদি প্রথম বারেই প্রবেশিকা

পাশ না করতে পারে, তা হ'লে কলেজে প্রবেশ না ক'রে তোমার দোকানেই প্রবেশ করবে।"

একটু হেসে নিতাইকৃষ্ণ বললে, "এ-যে খুব ভরসার কথা দিয়ে রাখলে তা'ত মনে হচ্ছে না সেজ বউ। যে রকম ব্যবস্থা ক'রে অশোককে পড়াতে আরম্ভ করেচ, তাতে তাকে এম এ পাশ করিয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য না ক'রে যে তুমি ছাড়বে তা' কিছুতে আমার মনে হয় না।"

তটিনী হাসতে লাগল; বললে, "ভাল করনি তোমরা আমাকে তোমাদের সংসারে এনে। লোহাকে তোমরা এত বেশি চিনেছ যে, আর সমস্ত জিনিষই তোমাদের হাতে হাল্কা ঠেকে।"

নিতাই বললে "সেটা লোহার গুণে কি আমাদের হাতের দোষে তা ঠিক বলা যায় না।"

"বোধ হয় আমার অদৃষ্ট দোষে।" ব'লে তটিনী প্রস্থান করলে।

৩

কিছু দিন পরে তটিনীর নিমন্ত্রণ হ'ল তার এক বাল্য সঙ্গিনীর গৃহে, ছেলের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে। সঙ্গিনীর নাম হেমলতা রায়, আলিপুরে বিস্তৃত কম্পাউণ্ড নিয়ে প্রকাণ্ড বাড়ী; নিত্য ব্যবহারের জন্য তিনখানা মূল্যবান মোটরকার। দাস-দাসী, আয়া-বেয়ারা, বয়-খানসামা, মালী-দরোয়ান কিছুরই ক্রটি নেই। স্বামী মিষ্টার ডি, রয় কলিকাতা হাই-কোর্টের ব্যারিষ্টার,—জমিদারি এবং ব্যারিষ্টারি থেকে তাঁর মাসিক আয় হাজার বিশেক টাকার কাছাকাছি।

রাত্রি আটটার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আহার শেষ হ'য়ে গেল; সাড়ে আটটা থেকে বায়োস্কোপ আরম্ভ হবে, ইতিমধ্যে সকলে বেরিয়ে

পড়ল মুক্ত প্রাঙ্গণে। স্থানে স্থানে আট দশখানা ক'রে চেয়ার পাতা, দিকে দিকে উঁচু লোহার পোষ্টের উপর পূর্ণ চন্দ্রের মত বিজলী বাতি জলছে, এক জায়গায় একটা নামজাদা ফিরিঙ্গির দল ষ্ট্রীঙ্গ ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। গৃহিণী হেমলতা প্রসন্ন মুখে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে সুমধুর বাক্যে এবং সুমিষ্ট হাস্যে অতিথিবর্গকে পরিতুষ্ট করছেন। নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে সাত আট জন ছিল তটিনীর স্কুল জীবনের সঙ্গিনী;—তাদের সঙ্গে তটিনী একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন জায়গায় এসে বস্‌ল।

মেয়েদের মধ্যে একজনের নাম প্রমীলা লাহিড়ী। এর স্বামী মিষ্টার জে লাহিড়ী, কণ্ট্র্যাক্টরী করে। অভাবের তাড়নায় এবং স্বামীর উৎপীড়নে প্রমীলার মুখে এমন একটা ছাপ পড়েছে যে, দেখলেই মনে হয় সে যেন একটা বিষধর সাপের মত সুযোগ পেলেই সংসারটাকে ছুবলোতে প্রস্তুত—হিংসা দ্বেষ ঘৃণায় এতই জর্জ্জরিত।

তটিনীর সাজ সজ্জা গহনা পত্রের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমীলা বল্‌লে, "তটি, তোর পছন্দ আজকাল কি coarse হ'য়ে গেছে রে! এত মোটা সোনার গয়না আজকাল কেউ পরে?"

নমিতা চাটার্জী হেসে উঠল; বল্‌লে, "ঠিক্, বলেছিস্। Almost vulgar!"

সোনার ওজন হিসাবে ধরতে গেলে এ মেয়েটির রিফাইন্‌মেণ্ট খুব বেশি; দু হাতে দু গাছা লিক্‌লিকে চুড়ি আর কানে এক জোড়া হাল্কা দুল ছাড়া দেহে সোনা কিম্বা আর কিছুরই কোনো উৎপাত ছিল না।

উষা বসু বল্‌লে "বছর দশ-পনেরো আগে বাঙালীর মেয়েরা সোনা-রূপোর মুটে ছিল—কিন্তু এতদিন পরে আমাদের মধ্যে যে আবার সেই primitive যুগের specimen পাব তা জানতাম না।" তারপর তটিনীর মোটা বালায় হাত দিয়ে বল্‌লে, "উঃ, যেন handcuff! মা গো মা! সেই

অমিরতি পাক্!" বিস্ময় ঘৃণা করুণা মিশ্রিত অবজ্ঞার একটা মিহি টান সূক্ষ্ম হ'য়ে মিলিয়ে গেল।

প্রমীলা বল্লে, "ও বুঝি তোর শাশুড়ীর হাতের?"

তটিনী মৃদু হেসে বল্লে, "আমার শ্বশুর গড়িয়ে দিয়েছিলেন।" এই অলঙ্কার আলোচনার কৌতুকের দিকটা সে বেশ উপভোগ করছিল—সময়ে সময়ে মনে পড়ছিল কথামালার প্রথম গল্পটা।

ঊষা বল্লে, "শ্বশুর ত মারা গেছে, তবে ও সোনার ঢিবি গলিয়ে ফেলিসনে কেন?"

তটিনী বল্লে, "Primitive যুগের এ-ও বোধ হয় একটা রোগ। যারা সোনা রূপো বয়, শ্বশুরের স্মৃতি বহন করবার শক্তিও তাদের বোধ হয় থাকে। আজকালকার refined মেয়েদের মত তারা অত delicate নয়!" শ্বশুরের কথা মনে প'ড়ে তটিনীর চোখে জল এল—মনে প'ড়ে গেল সেই স্নেহ-গভীর কথা—'গোকুল বউমার হাতই যেন কাহিল, বউমার শ্বশুর ত কাহিল নয়—ভারী ক'রে গোড়ো।'

তটিনীর কথার উত্তর দিলে প্রমীলা; বল্লে, "শুধু শুধু শ্বশুর বেচারারই ত' দোষ নয়—স্বামীও ত সেই শ্বশুরেরই ছেলে। জানি আমি ওদের—লোহার বিম বরগার দোকান আছে। ভারী মোটামুটি চাল, culture নেই, refinement নেই, education নেই, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না। বাড়ীতে হাঁটুর ওপর কাপড় পরে, আর দোকানে খালি গায়ে কাঠের বাক্স সামনে নিয়ে ব'সে থাকে।"

এই অনাবশ্যক মাত্রাতিরিক্ত দুর্ব্বাক্য বর্ষণে সকলেই একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গেল, এমন কি ঊষা বসু পর্য্যন্ত। এ পর্য্যন্ত তটিনী যে ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে আসছিল, এই নির্ম্মম স্বামী-নিন্দায় তা আর কোনো মতেই বজায় রাখতে পারলে না; আরক্ত মুখে কম্পিতকণ্ঠে সে বল্লে, "খালি গায়ে

কাঠের বাক্স সামনে নিয়ে ব'সে থাকেন কিনা জানি নে, কিন্তু কোনো কোনো ঠিকেদার চাঁদনি বাজারের সস্তা বিলিতি স্যুট্ প'রে দু চারখানা লোহারই বীম ধারে পাবার প্রত্যাশায় তাঁর দোকানে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকে তা জানি।"

রহস্যের সমাধান হ'য়ে গেল। সকলেই বুঝ্‌তে পারলে এ একেবারে অকারণ নয়—উভয়ের স্বামীর মধ্যে পূর্ব্বেকার কোনো একটা ঘটনা অবলম্বন ক'রে—এ পুরোদস্তুর বচসা। তখন নিমেষের মধ্যে সকলের মন থেকে প্রমীলার প্রতি কোপ আর তটিনীর প্রতি করুণা অন্তর্হিত হ'ল।

উমা পুনরায় প্রমীলার পক্ষ অবলম্বন ক'রে কঠোর স্বরে বল্‌লে, "কিন্তু যাই বল তটিনী, সত্য কথা তোমার সহ্য করাই উচিত ছিল। তোমার স্বামী যে এক জন লোহাওয়ালা তা'তে ত' আর সন্দেহ নেই—সোসাইটিতে তোমার স্বামীর এমন কি position যাতে তুমি এত লম্বা লম্বা কথা আমাদের শোনাতে পার?"

তটিনীর দুই চক্ষের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল; চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "তোমাদের সোসাইটিতে আমার লোহা-ওয়ালা স্বামীর ঠিক সেই position, নিউইয়র্কের সোসাইটিতে কেরোসিনতেল-ওয়ালা রক্‌ফেলারের যে position। আমার স্বামী তাঁর কাঠের বাক্সের এক কোণে হাত দিয়ে তোমাদের দু জনের স্বামীকে কিনে নিয়ে তাঁর কোটের দু দিকের দুই পকেটে ফেলে রাখ্‌তে পারেন, এ জেনে রেখো!"

ক্রোধে অপমানে কে কি বল্‌বে ভেবে পেলে না—শুধু প্রতিবাদ এবং অসন্তোষের একটা অর্থহীন গুঞ্জন জেগে উঠ্‌ল। সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে তটিনী কম্পাউণ্ডের যে দিকে লাইন বেঁধে গাড়ি সব অপেক্ষা করছিল সেই দিকে অগ্রসর হ'ল।

শুনতে পেয়ে হেমলতা ছুটে গিয়ে যখন তটিনীর মোটরকারের ধারে উপস্থিত হ'ল তখন তটিনী সবেমাত্র গাড়িতে উঠে বসেছে।

হেমলতা প্রথমে সোফারের দিকে চেয়ে বল্লে, "তুমি একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর।" সোফার গাড়ি থেকে নেমে দূরে গিয়ে দাঁড়ালে, তটিনীর বামবাহু ধ'রে হেমলতা বল্লে, "আয় তটি, নেবে আয়—বায়স্কোপ না দেখে তোর যাওয়া হবে না। আমি সব শুনেচি—আমার যদি বাড়ী না হ'ত, এর প্রতিকার আমি নিশ্চয়ই করতাম। আয়, নেবে আয়।"

আরক্ত মুখে মাথা নেড়ে তটিনী বল্লে, "না ভাই, আমার মন বড় খারাপ হ'য়ে গেছে! আমার স্বামীকে তারা বড় অপমান করেছে। তাঁকে বলেছে লোহা-ওয়ালা, uncultured, uneducated, অভদ্র!" দুঃখে অপমানে, ক্রোধে তটিনীর দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর্ ক'রে জল ঝ'রে পড়্ল।

কঠিন কণ্ঠে হেমলতা বল্লে, "Brutes!—এত কথা আমি শুনি নি। এ হিংসে ছাড়া অন্য কিছুই নয়—তোর এত টাকা হয়েচে—তারই এ হিংসে। আমি যদি সেখানে থাক্তাম, নিজের বাড়ী হ'লেও ছাড়তাম না।—তুই চল্ তটি, আমার পাশে তুই বস্বি, দেখি তোকে কে কি বলে! আমার এক জন guestকে protect কর্বার নিশ্চয়ই আমার অধিকার আছে।"

মিনতির সুরে তটিনী বল্লে, "বুঝ্তে পারছিস্ নে ভাই? মনটা খিচ্ড়ে গেছে। তোর ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি তার সোনার থালা বাটি যেন চিরদিন বজায় থাকে—আমাকে আজ যেতে দে!"

দুঃখিতস্বরে হেমলতা বল্লে,"আচ্ছা, তবে যা।" তারপর তটিনীর হাতের উপর হাত রেখে বল্লে, "কিন্তু আমার ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছিস্নেত?"

সজোরে হেমলতার হাত চেপে ধ'রে তটিনী বল্‌লে, "পাগল হয়েচিস্ টুনি ? তোর জন্যেই ত' তবু একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছি !"

"নিতাইবাবুকে আর ছেলে মেয়ে দুটিকে সঙ্গে আনিস্‌নি কেন ?"

তটিনী বল্‌লে, "না এনে ভালই হয়েচে ভাই ; আর একটা scene হয় ত avoided হ'ল। মিষ্টার লাহিড়ী ত' এসেছেন, দেখলুম।"

হেমলতা বল্‌লে, "কিন্তু মিষ্টার রয়-ও এ বাড়ীতে উপস্থিত আছেন সে কথা ভুলে যাচ্ছিস্।"

তটিনী শুধু একটু হাস্‌লে—কিছু বল্‌লে না।

মাঠ দিয়ে যেতে যেতে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তটিনীর ধমনীর মধ্যে উত্তপ্ত রক্তস্রোত একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে এল, দু দিকের কপাল দপ্ দপ্ করছিল একটু কম পড়ল, বুদ্ধি চৈতন্য অনুভূতি স্বাভাবিক ধারায় কতকটা প্রত্যাবর্ত্তন করলে। লক্ষ্মীবান শ্বশুরের অনাধুনিক সংসারে প্রবেশ ক'রে তার শিক্ষা দীক্ষা জীবনধারায় গঠিত যে সংস্কার অনেকটা রূপান্তরিত হ'য়ে এসেছিল, প্রমীলা-দলের কাছ থেকে তীব্র খোঁচা খেয়ে আবার তা অনেকটা পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। তার মনে হ'ল অতি কঠোর ভাবে প্রমীলারা যে কথা বলেছে, যতই অসহ্য হ'ক, তার মধ্যে সত্য একটু আছেই। এই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্ণীর সঙ্ঘের মধ্যে তার স্বামীর position কোথায় ?—এদের সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা চালাবারও মত তার স্বামীর কি শিক্ষা সন্ধান আছে ? রক্‌ফেলারের সঙ্গে সে তার স্বামীর তুলনা ক'রে এল ; কিন্তু রক্‌ফেলারের সঙ্গে তার স্বামীর তুলনা করা যায় রাগ করে,—আর যায় রঙ্গ ক'রে—যা হয়ত প্রমীলার দল এতক্ষণ ভাল ক'রেই করছে। উষা যে বলেছিল তার স্বামী লোহাওয়ালা, তাতেই বা আপত্তি করবার কি আছে যদি

নিজেরই মনে লোহার হীনতা সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস থাকে। তার স্বামী উচ্চ-শিক্ষিত নয়, মার্জ্জিত নয়, তা ঠিক, কিন্তু তার স্বামীর যে পদার্থে এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি তার কাছে ডুবে গেছে, তার খবর প্রমীলারা কি ক'রে জানবে? যারা সরসতার খবর রাখে না তারা মেঘের কালো রং দেখে নিন্দে ত করবেই।

হতাশায় দুঃখে তটিনী গাড়ির একটা কোণে ঢ'লে পড়ল। কি করা যায়!

৪

গাড়ি তখন মাঠ ছাড়িয়ে সহরের একটা জনসঙ্কুল পথ দিয়ে কতকটা ধীর গতিতে চলেছিল। তটিনীর চোখে পড়ল একটা অলঙ্কারের দোকান। রাস্তার ধারে আট দশখানা বড় বড় কাঁচের দরজা—তার ফ্রেমে চক্‌চকে মেহগিনী পালিশ; দরজায় দরজায় পিতলের কব্জা হাতল প্রভৃতি সুমার্জ্জিত হ'য়ে সোনার মত ঝক্ ঝক্ করছে; ভিতরে কালো কাঠের কাঁচের আলমারি, কাঁচের শো-কেস সারি সারি সাজানো; তার ভিতরে হীরা, চুনি, পান্না, মুক্তার অলঙ্কার চক্‌মক্ করছে; সারা দোকানটা জুড়ে বিজলী বাতির অগ্নিময়ী লীলা—ছাত থেকে ঝুলছে, দেওয়াল ছেড়ে বেরিয়েছে, শো-কেস আলমারির ভিতর জ্বলছে, যেন সমস্ত দোকানটাই একটা বড় জড়োয়া গহনা। দোকানের সম্মুখে রাস্তায় চার পাঁচখানা দামী মোটর গাড়ি—দোকানের ভিতরে ক্রেতার ভিড়—এক জায়গায় সাত আট জন স্ত্রীলোক অলঙ্কার হাতে নিয়ে পরীক্ষা করচে, বোধ হয় প্রমীলাজাতীয়ই হবে।

'তুলসী!"

শোফার বল্‌লে, "মা?"

"গাড়ি ঘুরিয়ে ওই গয়নার দোকানের সামনে লাগাও!"

"যে আজ্ঞে।"

দোকানের প্রবেশ পথে গাড়ি দাঁড়ালে তটিনী গাড়ি থেকে নেমে দোকানের দিকে অগ্রসর হ'ল। দ্বারে সুসজ্জিত দারোয়ান টুলের উপর ব'সে ছিল, তটিনীর গাড়ি সজ্জা আর আকৃতি দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তটিনী দোকানে প্রবেশ করলে দোকান যেন একটা নব সম্পদ, নূতন শ্রী লাভ ক'রে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; তার অপরূপ লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখে দোকানের লোকেরা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল।

তিন দিক থেকে তিনজন কর্ম্মচারী ছুটে এল; একজন একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে বল্‌লে, "আদেশ করুন।"

তটিনী বল্‌লে, "অনুগ্রহ ক'রে আমার ঠিকানাটা লিখে নিন। কাল সকালে আমার চাই—এক সেট্ হীরের চুড়ি, একছড়া হীরে-বসানো হার আর এক জোড়া হীরের ইয়ারিং। কয়েকরকম প্যাটার্ণ নিয়ে যাবেন, কিন্তু হীরে ছাড়া অন্য রকম পাথর থাক্‌লে চল্‌বে না।"

"যে আজ্ঞে। কত টাকা দামের মত হবে?"

একটু ভেবে তটিনী বল্‌লে, "হাজার পাঁচেকের বেশী না হ'লেই ভাল।"

"বেশ ভাল জিনিসই হবে।" ব'লে কর্ম্মচারী তটিনীর ঠিকানা লিখে নিলে।

যাবার জন্যে তটিনী উঠে দাঁড়ালো—কিন্তু না গিয়ে সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে চারিদিক দেখ্‌তে লাগ্‌ল, যেন আবিষ্টের মত। অলঙ্কারের দিকে তার তত দৃষ্টি ছিল না, যত ছিল দোকানের সাজ-সজ্জা-সরঞ্জামের দিকে।

কর্ম্মচারী বল্‌লে, "আসুন না মা, দোকানটা একটু ঘুরে দেখে যান।"

কর্ম্মচারীর কথায় হঠাৎ যেন মোহমুক্ত হ'য়ে তটিনী বল্‌লে, "থাক—আর একদিন আস্‌ব।"

তটিনী গাড়িতে গিয়ে বসলে একজন কর্ম্মচারী পাঁচ সাত রকমের ক্যাটালগ্ দিয়ে গেল। তটিনী সাগ্রহে সেগুলো নিজের হাতে নিয়ে পথের সেই অনুজ্জ্বল আলোকেই পাতা উল্টে উল্টে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

গৃহে পৌঁছে তটিনী একেবারে সোজা তার স্বামীর কাছে উপস্থিত হ'ল। নিতাইকৃষ্ণ তখন আহার সমাধা ক'রে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়ায় মনোনিবেশ করেছে। আলো নেভানো ছিল—তটিনী এসেই জ্বেলে দিলে।

নিতাই বল্‌লে, "সেজবউ, তুমি বেশি জ্বলে উঠ্‌লে, না আলোটা বেশি জ্বলে উঠ্‌ল তা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে!"

কথাটার মধ্যে পরিহাসের চেয়ে সত্যই বোধ হয় বেশি ছিল। তড়িতের ঘর্ষণে আলোর তার যেমন দীপ্ত হ'য়ে থা[illegible] প্রমীলা দলের সংঘর্ষণে তটিনী তেমনি উদ্দীপ্ত হ'য়ে ছিল। সুন্দরী স্ত্রীলোক ক্রুদ্ধ হ'লে নবতর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে, সুন্দরী স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাদের কারবার আছে একথা তারা সকলেই জানে।

স্বামীর রসিকতার কোনো উত্তর না দিয়ে তটিনী বল্‌লে, "শোন, তোমাকে একটা জহরতের দোকান করতে হবে!"

এই যে তার এত বড় প্রাণের কথা, দুঃখ-বেদনা-অপমান গ্লানির কথা, পথে জহরতের দোকান চোখে পড়া মাত্র যে কথা তার প্রাণে জেগেছে—তার জন্যে সে একটু উপক্রম-উপক্রমণিকা করলে না, কিছুমাত্র ভণিতা ভূমিকা করলে না, একেবারে ব'লে বস্‌ল, "জহরতের দোকান করতে হবে।"

বিস্মিত ভাবে নিতাই বল্লে, "জহরতের দোকান? এ আবার তোমার কি খেয়াল হল সেজবউ?"

"না, না, খেয়াল নয়—সত্যিই করতে হবে।" ব'লে তটিনী স্বামীর পাশে চেয়ারের হাতলের উপর ব'সে প'ড়ে তার ডান হাতখানা স্বামীর কাঁধে জড়িয়ে দিলে। নারী তার কুহকজাল বিস্তার ক'রে পুরুষকে আক্রমণ করলে।

নিতাই বল্লে, "দেখ, আমরা লোহার ব্যাপারী—লোহারই ধাত আমরা বুঝি—সোনার হদিস আলাদা। ওতে কি আমরা সুবিধে করতে পারব?"

"পারবে। সব ব্যবসার মূলমন্ত্র এক। যে কয়লার কারবার ভাল চালাতে পারে, সে কাপড়ের কারবারও ভাল চালাতে পারে। তুমি যে লোহার কারবার ভাল চালাচ্ছ, সে লোহার গুণে নয়, তোমার নিজের গুণে। লোহা তোমার হাতে সোনা হয়েছে।"

"কিন্তু সোনা যদি সেই হাতে আবার লোহা হয়?"

"তখন আবার লোহার কারবার চালিয়ো!"

"তা কি আর চল্‌বে? একবার চাল বদ্‌লে গেলে কি আর চাল ফেরানো যায়?—তা ছাড়া সোনারূপোর দোকান করলে লোকে বল্‌বে নিতাই মিত্তির সেক্‌রা হ'য়ে গেল।"

তটিনীর দুই চক্ষের মধ্যে দুটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জ্ব'লে উঠ্‌ল।—"আর এতে যে তোমাকে লোকে লোহাওয়ালা বলছে?"

নিতাই চম্‌কে উঠ্‌ল! বুঝ্‌লে যে-কথায় কেঁচো আছে মনে ক'রে এতক্ষণ রসিকতা করছিল তা'র মধ্যে কেউটে সাপ! সভয়ে বল্‌লে, "কে বলছে লোহাওয়ালা?"

তটিনী তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা ব'লে গেল—প্রমীলা থেকে

আরম্ভ ক'রে গহনার দোকানে প্রবেশ পর্য্যন্ত সমস্ত। বল্‌তে বল্‌তে কখনো ক্রোধে তার দেহ কাঁপতে লাগ্‌ল, কখনো অপমানে অশ্রু ঝ'রে পড়ল, কখনো দুঃখে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো। সহসা নিতাইয়ের ডান হাত চেপে ধ'রে সে অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লে, "আমি বল্‌ছি কর! ভাল হবে। এক মণ লোহা বিক্রি ক'রে যে লাভ কর, এক রতি সোনা বিক্রি ক'রে সেই লাভ হবে।"

সেই বদ্ধগভীর বাণী, সেই মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি, সেই উদ্বেল-উচ্ছ্বসিত দেহ-চাঞ্চল্য,—সেই আরক্তমধুর মুখকান্তি!—এই তীক্ষ্ণ প্রদীপ্ত অস্ত্রজালের সম্মুখে নিতাইকৃষ্ণ পরাভব স্বীকার করলেন; বললে, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌বার আগে রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লে, তটিনী যেন পরশ-পাথর হয়েছে—লোহার দোকানে গিয়ে যে লোহাকে স্পর্শ করছে তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে পীতবর্ণ ধারণ ক'রে সোনায় পরিণত হচ্চে!

৮

সকালে ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নের কথা মনে প'ড়ে মনে হ'ল শুভলক্ষণ। স্থির হ'ল সোনার দোকান হবে।

তখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে তটিনী লেগে গেল দোকান গ'ড়ে তুল্‌তে। কলকাতার সমস্ত অলঙ্কারের দোকান থেকে ক্যাটালগ সংগ্রহ ক'রে আর্ট পেপারে তিন চার রকম ক্যাটালগ্ ছাপা হতে লাগ্‌ল; সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রে খুব ঘটা ক'রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল; হাণ্ড্‌বিলে হ্যাণ্ড্‌বিলে সহরের লোক উত্ত্যক্ত হ'য়ে উঠল; পথে বার হ'লে পাঁচ মিনিট কাল "এন, কে, মিত্র জুয়েলারের" বিজ্ঞাপন থেকে চক্ষুকে মুক্ত রাখবার উপায় নেই, দেওয়ালে, বাস-ট্রামগাড়ির পিছনে, ল্যাম্প পোষ্টে

—সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া। দুহাজার টাকা সেলামী আর পাঁচশো টাকা মাস ভাড়া দিয়ে প্রশস্ত রাজপথের উপর দোকান নেওয়া হ'ল; তার পুরোনো দরজা জানালা বদল ক'রে নূতন দরজা জানালা হ'তে লাগ্‌ল; বিখ্যাত ফার্নিচারের দোকানে আলমারি, শো-কেস্, চেয়ার প্রভৃতির অর্ডার দেওয়া হ'ল; কয়েকটা ভাল অলঙ্কারের দোকান থেকে কয়েকজন দক্ষ কর্ম্মচারীকে দ্বিগুণ মাইনে স্বীকার ক'রে ভাঙিয়ে নিয়ে এসে সোনারূপো হীরে জহরৎ কেনা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

অবশেষে মাস তিনেক পরে দোকান প্রস্তুত হ'ল। দিনের মধ্যে সাত আট ঘণ্টা ক'রে দোকানে অতিবাহিত ক'রে আট দশ দিন ধ'রে তটিনী নিজে হাতে দোকান সাজালে। পাঁজিতে একটা শুভ-দিন দেখে দোকান খোলা হ'ল। সেদিন তটিনী বহুব্যয়ে একটা বিপুল উৎসবের আয়োজন করলে। বহু বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত হ'ল। প্রমীলা উষারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল—কিন্তু তারা আসে নি।

দোকানের জৌলশ দেখে সহরের অন্য দোকানদারদের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল।

লোহার দোকান থেকে তিন চার জন দক্ষ কর্ম্মচারীকে তটিনী সোনার দোকানে নিয়ে এল। তারা গদি থেকে উঠে এসে চল্লিশ টাকা জোড়া চেয়ারে বসল। তটিনী তাদের ফিতে-বাঁধা পিরাণের বদলে চুড়িদার পাঞ্জাবি করিয়ে দিলে। ম্যানেজারকে বিলিতি স্যুট্ পরতে হয়। বেলা এগারটার সময় নিত্যাইকৃষ্ণ সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে মূল্যবান কাঁচিধুতি প'রে উৎকৃষ্ট লপেটা জুতা পায়ে দিয়ে দোকানে যায়। হাতে তার তিনটে হীরের আংটি—পাঞ্জাবিতে মোতির বোতাম।

সোনার দোকানে যে পরিমাণ মাজা-ঘষা আরম্ভ হ'য়ে গেল, লোহার দোকানে সেই পরিমাণে মরচে পড়তে লাগ্‌ল। অবশেষে বছর দেড়েক

পরে একদিন নিতাই দশ হাজার টাকায় লোহার দোকান বেচে দিলে।

সোনার দোকানে লাভ লোকসানের হিসাব ধরা যায় না। সকলে বলে, কারবারের প্রথম অবস্থায় লোকসানকে লোকসান ব'লে ধরতে নেই।

বছর সাতেক পরের কথা।

আষাঢ় মাস,—তিনদিন অবিশ্রান্ত দুর্যোগের পর আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। তটিনী তার শয়নকক্ষে একটা আলমারি খুলে কি একটা জিনিস খুঁজছিল, নিতাইকৃষ্ণ প্রবেশ ক'রে কাছে এসে দাঁড়ালো।

স্বামীর উদ্বেগ-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তটিনী বললে, "কিছু বল্‌বে?"

নিতাই ভীত ভাবে বল্‌লে, "একটা কথা তোমাকে কয়েকদিন থেকে বল্‌ব বল্‌ব মনে করচি সেজবউ, কিন্তু বল্‌তে পারছিনে!"

একটু হেসে তটিনী বল্‌লে, "কেন, তুমি কি আমাকে এতই ভয় কর?"

নিতাই বল্‌লে, "তোমাকে ভয় করিনে সেজবউ, তুমি দুঃখ পাবে কষ্ট পাবে তাই ভয় করি।"

তটিনী বল্‌লে, "যে দুঃখ যে কষ্ট পেতেই হবে তাকে ভয় ক'রে কি ফল বল? আমি জানি কি বল্‌তে তুমি ভয় পাচ্ছ। দোকান চল্‌ছে না—দোকান তুলে দিতে হবে, তাই বলছ ত?"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিতাই বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

তটিনী বল্‌লে, "কিন্তু এর জন্যে তুমি ভয় করছ কেন? এর জন্যে

ত' আমার ভয় পাবার কথা—আমারই তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার কথা।"

ব্যস্ত হ'য়ে নিতাই বল্‌লে, "সে কি কথা সেজবউ! তোমার কি দোষ? তুমি ত' চমৎকার দোকান গ'ড়ে দিয়েছিলে, আমিই চালাতে পারলাম না—হদিস্ ধরতে পারলাম না।"

তটিনী বল্‌লে, "সে যাই হ'ক, যে জিনিষ চলছে না তাকে বন্ধ ক'রে দেওয়াই ঠিক। লোহাই তোমাদের বাড়ির লক্ষ্মী, আবার লোহার কারবার চালাও। তোমার দোকানই শুধু ফেল্ হয় নি—তোমার ছেলেও ম্যাট্রিকে ফেল হয়েচে। তোমাদের মজ্জার মধ্যে ব্যবসাবুদ্ধি এত বেশি রয়েছে যে, এক পুরুষেই বিদ্যে বেশি হবার আশা নেই। লোহার দোকান ক'রে তুমি অশোককে বসিয়ে দাও। দেখো আবার সব বজায় হবে।"

নিতাই বল্‌লে, "লোহার দোকান ত আমি এখনি আবার গ'ড়ে তুলতে পারি সেজবউ! কিন্তু টাকা কই? সোনার দোকানের যা অবস্থা তাতে ত দেখছি মাথায় মাথায় এসেছে। দোকান বিক্রি ক'রে দেনা শোধ করলে হাতে একটা পয়সাও থাকবে ব'লে মনে হয় না।"

প্রসন্ন নিশ্চিন্ত মুখে তটিনী বল্‌লে, "টাকার ভাবনা তুমি ভেবো না, সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো।" নিজের হাত তুলে ধ'রে বল্‌লে, "তোমার দরুণ এই লোহা গাছা আর বাবার দেওয়া এই বালা জোড়া রেখে বাকি সমস্ত সোনা আমি লোহা ক'রে দোবো। আমার শ্বশুরের পুণ্যে আবার সমস্ত ফিরে আস্‌বে। তিনি বোধ হয় এই ব্যাপারটা হবে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন ব'লেই এত সোনা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সোনার স্বপ্ন আমার ভেঙে গেছে।"

একটা কথার এখনো নিষ্পত্তি হয়নি—সেইটেই নিতাইকে বেশি

উদ্বিগ্ন করেছিল। সে বল্‌লে, "আর প্রমীলা উষা? তারা যে দোকান তুলে দিলে ঠাট্টা তামাসা করবে?"

"করুক। সে অহঙ্কারও আমার ভেঙে গেছে। এমনি ক'রেই ভগবান আমাদের অনেক কঠিন জিনিস চূর্ণ করেন।"

তটিনীর প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিতাইয়ের মনে হ'ল, লক্ষ্মী এখনো সত্যই ছেড়ে যাননি!

কৌশল

১

পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে একটি জীর্ণ পুরাতন গৃহে রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় বাস করিত। কলিকাতার এক সওদাগরী আপিসে রাধাচরণ মাসিক ৮৫৲ টাকা বেতনে কর্ম্মচারী। রাধাচরণের পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী, চার পুত্র এবং তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র তিন বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কোথায় এবং কি ভাবে সে জীবন যাপন করিতেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইত। কখনও শুনা যাইত হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিগহ্বর মধ্যে ঋষি হইয়া সে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছে, কখন বা শুনা যাইত সিঙ্গাপুরে চিনির কারবারে সে কুলীদের সর্দ্দার হইয়াছে। নিজের দৈন্য এবং অভাব এবং আপিসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম লইয়া রাধাচরণ এতই ব্যস্ত থাকিত যে তাহার জ্যেষ্ঠ সন্তানটিকে ঋষি অথবা কুলী সর্দ্দার হইবার পক্ষে অবাধ অবসর দিয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল, একদিনের জন্যেও তাহার উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা কিম্বা পর্ব্বতারোহণের কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই। রাধাচরণের দ্বিতীয় পুত্র ১৫৲ টাকা বেতনে শেওড়াফুলী রেলওয়ে ষ্টেসনে কর্ম্ম করে। রাধাচরণ একবার তাহার নিকটে কিছু অর্থ চাহিয়াছিল, তাহাতে সে পত্র দ্বারা জানায় যে প্রতিমাসে বাজে খরচেই তাহার ১৫৲ টাকা ব্যয়, সে সাহায্য করিবে কোথা হইতে। তদবধি রাধাচরণ দ্বিতীয় পুত্রের সহিত পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে। রাধাচরণের ছোট দুটি পুত্র স্কুলে পড়ে এবং যথাসময়ে তাহারা যে দাদাদেরই মত উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারিবে সে বিষয়ে ইহারই মধ্যে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিন কন্যার মধ্যে দুই

কন্যার বিবাহ দিয়া রাধাচরণ সংসার-সমুদ্রে ভাসমান হইয়াছে এবং তৃতীয়টির বিবাহ দিয়া বেচারা যে ডুবিয়া বাঁচিবে তাহার উপায় কোন মতেই হইয়া উঠিতেছে না।

রাধাচরণের এ দুঃখ স্ত্রী মানদাসুন্দরী যদি বুঝিত তাহা হইলেও একটা কথা ছিল। তাহার ধারণা কন্যা মনোরমার বিবাহ হইয়া উঠিতেছিল না শুধু রাধাচরণের আলস্য এবং ঔদাসীন্যের জন্য। সেই জন্য যেখান হইতে সহানুভূতি এবং উৎসাহ লাভ করিবার কথা সেখান হইতেও রাধাচরণের ভাগ্যে বিপরীত জিনিষ লাভ হইত। শুধু উৎসুক এবং তৎপর হইয়া উঠিলেই যে কন্যার বিবাহ হয় না, এ কথা রাধাচরণ বুঝিয়াছিল। তথাপি প্রত্যহই সে আপিসের পর ঘটকের সহিত গৃহ হইতে গৃহান্তরে পাত্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত, কারণ রাত দশটার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিলে গৃহিণীর নিকট নির্য্যাতনের সীমা থাকিত না।

সংসারের মধ্যে একমাত্র যে রাধাচরণের দুঃখ বুঝিত এবং রাধাচরণের জন্য অন্তরের মধ্যে ব্যথিত হইত, মুখের ভাষায় রাধাচরণকে সান্ত্বনা দিবার উপায় তাহার ছিল না, শুধু সকরুণ চক্ষুদুটি সহানুভূতির দৃষ্টি বিকীরণ করিতে করিতে সজল হইয়া উঠিত! রাধাচরণের নিকট তাহা বাক্যেরই মত স্পষ্ট বোধ হইত। মনোরমার মস্তকে হাত রাখিয়া রাধাচরণ বলিত, "তুমি মা আমার লক্ষ্মী, তোমার পয়ে আমার সব দুঃখ দূর হবে, কোন ভয় নেই!"

২

অড়হড়ের ডাল, ভাত ও নিমছেঁচকির দ্বারা কোনওরূপে উদর পূর্ণ করিয়া রাধাচরণ আপিস যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া জুতা পরিতেছিল এমন সময় জীর্ণ ফিতা ছিঁড়িয়া গেল। মনোরমা কোন প্রকারে সেই ছিন্ন

ফিতা বাঁধিয়া দিয়া উপস্থিত চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় মানদা আসিয়া কহিল, "ওগো শুনেছ?"

রাধাচরণ ঘামিতে ঘামিতে কহিল, "কি?"

"জাত যায় যে! আমার ছোটবোনের মাস্‌-শাশুড়ী লিখেছে তোমার বাড়ি মেয়ের বিয়েতে এলে তার জাত যাবে, সে আসতে পারবে না। আজ যদি তুমি একটা স্থির ক'রে আসতে না পার তা হলে মনুর হাত ধ'রে আমি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব!"

প্রথমে রাধাচরণের সামান্য ভয় হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর কথা শেষ হইলে সে আশ্বস্ত হইল, কারণ গৃহিণী-কথিত দুইটা ঘটনার মধ্যে একটাও রাধাচরণ দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিল না। বিবাহের সময় গৃহিণীর ছোটভগ্নীর মাসশাশুড়ীর মত এমন একজন নিকট আত্মীয়ার অনুপস্থিতিতে ব্যাকুল হইবার মত কিছু ছিল না, এবং গৃহিণী যদি কন্যার হাত ধরিয়া নিরুদ্দেশ হন তাহা হইলে'ত একরকম নিশ্চিন্তই হওয়া যায়।

মানদা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কথা কও না যে?"

বগলের মধ্যে ছাতি চাপিয়া ধরিয়া রাধাচরণ কহিল, "আজ শনিবার, ছুটোর সময় শালকে একটি পাত্র দেখতে যাব। দেখি কি হয়।" বলিয়া গৃহিণীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি পথে বাহির হইয়া পড়িল। জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় আজ আর তামাক খাইবার সময় হইল না। সজ্জিত তামাক কলিকার ভিতর ধীরে ধীরে পুড়িতে লাগিল।

আপিসের পর ঘটকের সহিত রাধাচরণ পাত্র দেখিতে শালকে যাইল। পাত্র মামার বাড়ি থাকিয়া আই, এ, পড়ে। দেশে নাম মাত্র বাটি আছে—পিতা নাই। পাত্রের জননী পরিচারিকাকে দিয়া বলিয়া

পাঠাইল ত্রিশ ভরি সোনার গহনা, এক হাজার টাকা নগদ, এতদ্ভিন্ন দান-সামগ্রী এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি দিতে হইবে। শুনিয়া রাধাচরণ বাক্যব্যয় না করিয়া বগলের মধ্যে ছাতা পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইশত টাকার ব্যবস্থা হইবে তাহার উপায় নাই—একেবারে দুই হাজার টাকার তালিকা!

গঙ্গা পার হইবার সময় ভাউলিয়ার উপর বসিয়া রাধাচরণ একদৃষ্টে তরঙ্গমালার দিকে চাহিয়া ছিল। উভয় তীরস্থ অসংখ্য দীপমালার আলোকে তরঙ্গগুলি আলো ও ছায়ায় মণ্ডিত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছিল। রাধাচরণের ইচ্ছা হইতেছিল দুই বাহু প্রসারিত করিয়া একেবারে সেই অতলের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়! তাহা হইলে সহসা কন্যাদায়ের নির্য্যাতন, সমাজের তাড়না এবং গৃহিণীর নিপীড়ন হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করে। রাধাচরণ সজোরে নৌকার কাঠ ধরিয়া, শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, পাছে দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া সত্য সত্যই সে গঙ্গা-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে!

ঘটক কহিল, "দেখুন মুখুয্যে মশায়, আপনার বাড়ির ঠিক সুমুখে ছেলেদের মেসে একটি ভাল পাত্র আছে। ছেলেটি এম এ পড়ে—বাপ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না?"

রাধাচরণ কহিল, "ক্ষেপেছেন নাকি! বিয়ের বাজার দেখলেন না! এণ্ট্রেন্স পাশ ছেলে দু হাজার টাকা চাইলে—এ ত দশ হাজার টাকা চেয়ে বসবে!"

ঘটক কহিল "বলা যায় না। বিয়ের ব্যাপার অনেকটা বাজি খেলার মত। কোনটা কি রকম দাঁড়ায় তা না দেখে ঠিক ক'রে বলা যায় না। ছেলেটি দেখতে শুনতেও ভাল, সোনার চশমা পরে, রং ফরসা।"

রাধাচরণ কহিল, "বুঝেছি সে ছেলে। কিন্তু আমি ত পাগল হইনি যে, সেই ছেলের চেষ্টা করতে যাব! আর কোনো পাত্র ও মেসে আছে কি?"

ঘটক কহিল, "ব্রাহ্মণ অবিবাহিত ছেলে ও মেসে আর কেউ নেই। তা মুখুয্যে মশায়, একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি? আমি কালই মেসে গিয়ে কথা পাড়ব।"

গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া রাধাচরণের পা চলিতেছিল না। গৃহে পৌছিয়া শীতল অন্নের সহিত যে তপ্ত বাক্যগুলি উদরস্থ করিতে হইবে সে গুলির কথা ভাবিয়া রাধাচরণের মনে বৈরাগ্য আসিতেছিল। গৃহে উপস্থিত হইয়া রাধাচরণ যখন দেখিল গৃহিণী নিদ্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন বেচারা একটু আশ্বস্ত হইল। মনোরমা পিতার অপেক্ষায় জাগিয়া ছিল, কহিল, "বাবা, মার পেটে আজ সেই রকম ব্যথা ধরেছে—তিনি ঘুমিয়েছেন। আমি তোমাকে ভাত দিচ্ছি।"

গৃহিণীর বেদনার জন্য ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া রাধাচরণ তাড়াতাড়ি ভোজন সমাপন করিয়া শুইয়া পড়িল

৩

এইরূপে ক্রমশঃ আরও ছয় সাত মাস কাল কাটিয়া গেল কিন্তু রাধাচরণ কোন প্রকারেই কন্যার বিবাহ স্থির করিতে পারিল না। মানদাসুন্দরীর প্ররোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলেও রাধাচরণের উদ্যম ক্রমশঃ যেন কমিয়াই আসিয়াছে। কলিকাতার তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ির ঘৃতভর্জ্জিত অশ্ব যেমন চালকের সহস্র তর্জ্জন গর্জ্জন এবং বেত্র সঞ্চালন সত্ত্বেও নিজের ধীর মন্থর গতিটি বজায় রাখিয়া চলে, রাধাচরণের অবস্থা কতকটা সেই প্রকার হইয়াছিল। গঞ্জনা এবং প্ররোচনায় কোন উপকার না হইয়া ক্রমশঃ তাহা অভ্যস্তই হইয়া গিয়াছিল।

এমন সময়ে কলিকাতা সহরে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। কন্যাদায়-গ্রস্ত বিপন্ন পিতার বাসভবনটি বিক্রয় অথবা বন্ধক হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি ব্রাহ্মণ-বালিকা আপনার বস্ত্র কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পিতৃভক্ত সাহসিকা এই কুমারী বালিকাটির করুণ কাহিনী সংবাদপত্রের স্তম্ভে যখন প্রকাশ পাইল তখন সমস্ত বঙ্গদেশ এক তীব্র কশাঘাতে আহত বোধ করিল এবং নিৰ্জ্জীব প্রাণহীন বাঙ্গালীসমাজের ভিতর দিয়া আত্মগ্লানির তীক্ষ্ণ তড়িৎপ্রবাহ চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতে লাগিল! পথে, ঘাটে, মাঠে থিয়েটারের ষ্টেজে বিবাহে পণ বর্জ্জন সম্বন্ধে বিরাট সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইল। কেহ বলিল বিবাহে যে পণ গ্রহণ করিবে তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। কেহ কহিল, কন্যার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দিলে অনর্থের মুখে কুঠারাঘাত করা হইবে। অবিবাহিত যুবকেরা বিবাহের সময় পণ-গ্রহণ করিবে না বলিয়া দলে দলে অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিল এবং অর্থলোলুপ অভিভাবকদিগের মুখমণ্ডল যেন সেই আত্মঘাতিনী বালিকার অস্থি, রক্ত ও মাংসের ভস্মে ম্লান হইয়া উঠিল।

আপিসের পর বৈকালে পথপার্শ্বস্থ বৈঠকখানায় বসিয়া রাধাচরণ বিষণ্ণ মনে তামাক খাইতেছিল। আজ গৃহিণীর নিকট হইতে তাড়নার মাত্রাটা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছিল ; কেবল তাহাই নহে, কিছুদিন হইতে রাধাচরণের মনে একটা আশঙ্কা হইয়াছিল, পাছে অভিমানিনী মনোরমাও পিতামাতার কষ্ট দেখিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসে! সম্মুখে এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—সমগ্র দেশ যাহার দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল—ঠিক একই প্রকার অবস্থার মধ্যে তাহাকে অনুসরণ করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। চিন্তা ও তাম্রকূটের আবেশে রাধাচরণ ধীরে ধীরে নিদ্রালু হইয়া আসিতে-

ছিল, এমন সময় পথে জনকোলাহলের শব্দে সহসা তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। রাধাচরণ চাহিয়া দেখিল তাহার বাটির সম্মুখের মেসের ছাত্রেরা কোলাহল করিতে করিতে মেসে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের মুখে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার চিহ্ন অঙ্কিত, তাহাদের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যেন একটা যুদ্ধ জয় করিয়া তাহারা প্রত্যাগমন করিয়াছে।

একজন কৌতূহলী পথিক মেসের একটি যুবককে কোলাহল এবং উত্তেজনার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

যুবক আবেগের সহিত কহিল, "জানেন না, আজ গোলদীঘিতে ছাত্রদের বিরাট সভা হয়ে গেল। আমাদের মেসের সমস্ত মেম্বর সই ক'রে এসেছি যে, আমরা বিয়ের সময় এক পয়সা পণ না নিয়ে বিয়ে করব; এবং ভবিষ্যতে আমাদের পুত্রকন্যার বিয়ের সময় পণ নেবও না দেবও না!"

ছাত্রগণ বিপুল কোলাহল করিতে করিতে মেসের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কৌতূহলী পথিকটি কিছুক্ষণ সকৌতুকে চাহিয়া থাকিয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "দিনে দিনে কতই দেখব! বন্দেমাতরং গিয়ে এ আবার এক নূতন ঢং উঠল!"

রাধাচরণ অদ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া ছিল, হঠাৎ উঠিয়া বসিল। তাহার মুখে চোখে একটা ব্যগ্র আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! ঠিক হইবে, ঠিক হইবে; ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নাই! প্রতারণা বটে, কিন্তু পাপ ত নহে! তদপেক্ষা কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শিশুপুত্রদিগকে গৃহছাড়া করায় পাপ আছে! রাধারচরণ ব্যগ্রভাবে মতলবটা স্থির করিতে লাগিল।

৪

রাত্রি তখন বারটা। পল্লীর সকল গৃহই নিদ্রিত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু সম্মুখে মেসে তখনও ছেলেদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনা যাইতেছিল, তাহাদের উত্তেজনা তখনও একেবারে প্রশমিত হয় নাই। রাধাচরণ ধীরে ধীরে উঠিয়া অঙ্গস্পর্শ করিয়া মনোরমাকে ডাকিল।

মনোরমা উঠিয়া পিতাকে দেখিয়া কহিল, "কি বাবা ?"

রাধাচরণ মুখে হাত দিয়া মনোরমাকে কথা কহিতে নিষেধ করিল। পরে সঙ্কেতে তাহাকে অনুসরণ করিতে কহিল। মনোরমা পিতার পিছনে পিছনে মুক্ত ছাদের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাধাচরণ তখন কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল, "মা, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি এখনি যা করব, সে কথা তুমি কখন কা'র কাছে প্রকাশ ক'রো না। তোমার মার কাছেও নয়। আমি যা করব তাতে তুমি কিছুমাত্র ভয় পেয়ো না. তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।"

বিস্মিত মনোরমা স্থির হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতার দ্বারা তাহার যে কোনো অনিষ্ট হইবে না সে বিষয়ে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি পিতার এরূপ প্রচ্ছন্ন ব্যগ্র ভাব দেখিয়া তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রাধাচরণ একটা কেরোসিন তেলের বোতল আনিয়া কহিল, "স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো মা!" বলিয়া সমস্ত তৈল মনোরমার মস্তকে ঢালিয়া দিল। তৈল সমগ্র দেহ বাহিয়া পড়িয়া মনোরমার বস্ত্র সিক্ত করিয়া দিল।

একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় মনোরমার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল. কিন্তু সে প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িল না।

রাধাচরণ একটি দিয়াশলাই জ্বালিল। সেই অনুজ্জ্বল আলোকের ক্ষীণ প্রভায় মনোরমা দেখিল, রাধাচরণের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। দেখিয়া মনোরমার চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল।

"বাবা!"

বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে রাধাচরণ কহিল, "কেন মা? তোমার কোনো ভয় নেই!"

"সে কথা বলচিনে বাবা, তুমি কাঁদচ কেন? এ ত তুমি আমার ভালর জন্তেই করচ!"

রাধাচরণ মনোরমার পদপ্রান্তের বস্ত্রাংশ দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। তৈলনিষিক্ত বস্ত্র উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে লাগিল। রাধাচরণ চাহিয়া দেখিল মনোরমার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে এবং অপলক নেত্রে সে তাহার মুখের দিকে একান্ত নির্ভরতার সহিত চাহিয়া আছে।

উন্মত্তের মত রাধাচরণ চিৎকার করিয়া উঠিল, "কোন ভয় নেই মা, তোমার! আমার হাত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কিন্তু তোমার গায়ে আগুনের তাপ লাগতে দেব না!" বলিয়া দুই হস্তে সেই জলন্ত বস্ত্র চাপিয়া ধরিয়া আগুন নিভাইতে লাগিল।

কিন্তু সহসা রাধাচরণের মনে হইল আগুন তাহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে; তখন সে অধীর ভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ও গো, তোমরা শীঘ্র এস, মেয়ে পুড়ে গেল!"

চিৎকার করিতে করিতে মানদাসুন্দরী যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন কিন্তু আগুন নিভিয়া গিয়াছিল। রাধাচরণ হতচৈতন্যের মত এক দিকে পড়িয়া ছিল এবং মনোরমা প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

রাধাচরণের চিৎকার মেসের ছেলেদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার উপর মানদাসুন্দরীর গভীর আর্ত্তনাদে সমগ্র পল্লী জাগিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। পল্লীবাসীগণ এবং মেসের ছাত্রেরা কোনরূপে দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া যখন রাধাচরণের ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন মানদাসুন্দরীর সানুযোগ ক্রন্দন এইরূপে চলিতেছিল,—

"ওগো, এ পোড়া দেশ কবে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে গো! ওগো, আমার সোনার মেয়ে কি সর্ব্বনাশ করছিল গো! ওগো যার মেয়ের বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই তার মুখে আগুন লাগে না কেন গো! ওগো সেদিন একটা মেয়ে মনের দুঃখে পুড়ে ম'রে গেল গো!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর আর কাহাকেও ঘটনা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইল না। সকলেই বুঝিল মনোরমা আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, রাধাচরণ হঠাৎ দেখিতে পাইয়া কোনরূপে তাহাকে বাঁচাইতে পারিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল মনোরমার দেহ অক্ষত আছে শুধু রাধাচরণের দুটি হস্ত গুরুতরভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। মেসের ছাত্রদের মধ্যে একজন ডাক্তার আনিতে ছুটিয়া গেল, এবং অপর সকলে মিলিয়া কি একটা পরামর্শ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের মধ্যে একজন স্পষ্ট স্বরে কহিল, "সতীশ, তা হলে তুমি রাজী আছ?"

সতীশ কহিল, "আছি।"

"ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে, ভগবান সাক্ষ্য ক'রে বলছ এক পয়সা পণ না নিয়ে এই মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করবে?"

"করব।"

"বেশ, তা হলে আমি তোমার কথা এঁদের জানাচ্ছি।" বলিয়া সেই ছাত্রটি সতীশকে ধরিয়া লইয়া মানদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিল,

"না, আপনি শান্ত হ'ন। আপনার মেয়েকে আমাদের এই বন্ধুটি একপয়সা পণ না নিয়ে বিয়ে করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন। ইনি কলেজে এম, এ, পড়েন, এঁর বাবা একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্।"

মানদাসুন্দরীর ক্রন্দনের পদাবলী তখন নিম্নলিখিত ভাবে আরম্ভ হইল, "তোমরা বেঁচে থাক বাবা—তোমরা রাজা হও বাবা, আমি জানতাম আমার মনুর সোনার মত বর হবে। অকর্ম্মণ্য লোক দিয়ে কিছু হবে না তাও আমি জানতাম; তোমরা চিরজীবি হও বাবা!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেদের মধ্যে একজন রাধাচরণের নিকট গিয়া বলিল, "আপনার হাত কি খুব বেশী জলছে?"

রাধাচরণ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "হাতের জ্বালার জন্য ভাবিনে বাবা! কিন্তু তোমাদের দয়ায় আমার আজ বুকের জ্বালা জুড়িয়ে গেছে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

ছাত্রদের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য দেখিয়া পল্লীবাসীগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, এবং ছাত্ররাও তাহাদের সঙ্কল্প এত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়া বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিল।

পরদিন মেসের ছাত্রেরা সতীশের পিতাকে প্রিপেড্ টেলিগ্রাম করিয়া সকল কথা জানাইয়া তাঁহার সম্মতি ভিক্ষা করিল। টেলিগ্রাম যখন পৌঁছিল তখন সতীশের পিতা একটা জরুরী তদন্তে মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন ভাবিবার সময়ও ছিল না এবং ভাবিলেও বোধ হয় এরূপ ক্ষেত্রে উপায়ান্তর ছিল না। কাজেই লিখিয়া দিলেন— Heartily agreed!

পনের দিন পরে মহাসমারোহে সতীশের সহিত মনোরমার বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতার সমস্ত কলেজের ছাত্রেরা

চাঁদা তুলিয়া নবদম্পতীকে একটি বহুমূল্য উপহার দিয়াছিল। তাহাতে রৌপ্যের উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল,

"তোমাদের সে চরণধূলা-স্বর্ণরেণুর তলে
ভবিষ্যতের বাঙ্গালা যেন মুগ্ধ হয়ে চলে!"

৫

উল্লিখিত ঘটনার পর কলিকাতার ইংরাজী ও বাঙলা সংবাদপত্রে কিছুদিন ধরিয়া বিপুল আলোচনা চলিয়াছিল। সে সকলের মধ্যে তিনটির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমরা আখ্যায়িকা শেষ করিলাম।

বঙ্গবাসী—১৩ই ফাল্গুন, শনিবার ১৩২০।

"উদার-হৃদয় যুবক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঘটনায় শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে বিনা পণে বিবাহ করিয়াছেন পাঠকগণ তাহা বিদিত আছেন। সতীশচন্দ্র দীর্ঘজীবি হউন কিন্তু মনোরমাকে আমরা অমিশ্র সুখ্যাতি করিতে পারি না। এরূপ আত্মহত্যা এ দেশে ক্রমেই সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে! কাল ধর্ম্ম!! এই প্রসঙ্গে আমরা পুনর্ব্বার বলি, আমরা ধাড়ী বিবাহের একেবারে বিরুদ্ধে। বরং ৭।৮ বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দিলে এরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। বাবুরা কাজ হাসিলের সুযোগ বুঝিয়া স্নেহলতার আত্মহত্যার অজুহাতে ধেড়ে বিয়ে চালাইবার জন্য জাল ফাঁদিয়াছেন, আর ছেলে খেপাইবার কল বসাইয়াছেন! হিন্দু সাবধান!"

সঞ্জীবনী—৬ই ফাল্গুন, শনিবার ১৩২০।

"শ্রীমতী মনোরমার পিতা যদি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে রক্ষা করিতে না পারিতেন তাহা হইলে আর একটি শোচনীয় ও ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইত। আমাদের মতে এরূপ বিপত্তির একমাত্র প্রতিকার কন্যার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া এবং কন্যা চিরকুমারী থাকিলেও যাহাতে সমাজের মধ্যে সসম্মানে স্থান পান তাহার ব্যবস্থা করা। ১৮ বৎসরের কম কন্যার বিবাহের বয়স নিরূপণ করা কোনমতে উচিত নহে। ১৮ বৎসর যদি কন্যার বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত থাকিত, তাহা হইলে ১৪ বৎসর বয়সে শ্রীমতী মনোরমার আত্মহত্যার চেষ্টা করিবার কোন কারণ থাকিত না।"

The Indian Daily News—Tuesday, 12th February, 1914.

"On Thursday midnight another Bengali girl named Manorama, residing at Pataldanga Street, attempted to destroy herself with kerosene oil under identical circumstances as those of the girl Snehalata. Luckily, however, the father of the girl turned up in time, and was only able to save the girl with considerable difficulties The girl escaped almost unhurt, but the hands of the father were very badly scorched. We thoroughly appreciate the goodheartedness of the Bengali youth Babu Satis Chandra Banerji, an M.A. Student and the son of a senior Deputy Magistrate who promised, on the spot, to marry the girl without taking any dowry whatsoever. We sincerely hope this will act as a leading example for the Bengali community."

পরাভব

১

বালিগঞ্জে প্রিয়শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের বৃহৎ অট্টালিকা। রাজসাহী জেলায় বিস্তৃত জমিদারির ইনি মালিক। বিলেত থেকে পাশ ক'রে এসে বছর তিন চার কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করেছিলেন, তারপর দার্জ্জিলিঙে ঘোড়া থেকে প'ড়ে চিরদিনের মত একটি পা নষ্ট হ'য়ে সুদীর্ঘকাল পঙ্গুর জীবন যাপন করছেন।

লাঠিতে ভর দিয়ে পঙ্গু দেহটা কোনো রকমে চলছিল, কিন্তু বছর দশেক পরে দুদিনের অসুখে স্ত্রী যখন ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে গেলেন তখন মনটাও পঙ্গু হয়ে গেল। সে বিকলতার লাঠির ব্যবস্থা করতে আর প্রবৃত্তি হ'ল না। কিছুকাল পরে শোকটা কতক সহজ হ'য়ে এলে সমস্ত মনটা পড়ল পুত্র বিনয় এবং কন্যা মায়াকে মানুষ ক'রে তোলবার দিকে। মায়াকে সৎপাত্রে অর্পণ ক'রে তার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচেন; সে থাকে লাহোরে তার স্বামীর কাছে। নিজের জীবনে যে সখটা অপূর্ণ রয়ে গেছে, পুত্রের জীবনে সেটা মেটাবার উদ্দেশ্যে তাকে বিলাত পাঠিয়েছেন ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে আসবার জন্যে। বিনয়ের দেশে ফিরে আসবার সময় নিকটবর্ত্তী হয়েচে।

একতলার বারান্দায় একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে প্রিয়শঙ্কর একটা দৈনিক খবরের কাগজ উল্টে পাল্টে দেখ্‌ছিলেন, আর বারম্বার উদ্বিগ্ন নেত্রে গেটের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। মনটা যে একটা কিছুর প্রত্যাশায় চঞ্চল ছিল তা শুধু আকৃতি থেকে নয়, খবরের কাগজের পাতা উল্টোনো থেকেও বোঝা যাচ্ছিল।

"উষা!"

একটি আঠার উনিশ বছরের সুন্দরী তরুণী পিছন দিকে চেয়ারে ব'সে প্রিয়শঙ্করের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, ব্যগ্রভাবে একটু মুখ বাড়িয়ে বললে, "বাবা!"

"কই, এখনো ত দেবী সিং এল না। বিলেতের ডাক কাল আসবার কথা—আজ এখনো এল না, কিছু ত' বুঝ্তে পারছি নে মা।"

উষা বললে, "বিলেতের চিঠি না থাকলেও অন্য চিঠি ত' থাকবেই। দেবী সিং না ফেরা পর্য্যন্ত আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবা। তা ছাড়া, কাকার কাছ থেকে এ মেলে আমার চিঠি নিশ্চয়ই আস্বে।"

এই আশ্বাসে কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে প্রিয়শঙ্কর পুনরায় খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলেন। উষাও তার পূর্ব্বকাজে মন দিল।

এই উষা মেয়েটি প্রিয়শঙ্করের আত্মীয়াও নয়—আশ্রিতাও নয়। বছর খানেক আগে প্রিয়শঙ্করের এক বন্ধু সপরিবারে বিলাত যাবার সময় এই মেয়েটিকে প্রিয়শঙ্করের কাছে এনে বলেছিলেন, "ভাই প্রিয়, মাস চারেকের জন্যে তোমাকে এই ভারটি দিয়ে গেলাম। এটি আমার ভাইঝি—চার মাস পরে বি, এ, পরীক্ষা হয়ে গেলে একে বিলেত পাঠিয়ে দিয়ো।" প্রিয়শঙ্কর স্বীকৃত হয়েছিলেন—কিন্তু একটি সুন্দরী অনূঢ়া বয়স্কা মেয়েকে স্ত্রীলোক-বর্জ্জিত সংসারে স্থান দেওয়া ভার ব'লেই তাঁর সেদিন মনে হয়েছিল। পরীক্ষার দু' তিন মাস পরে যখন উষাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ পত্র এল, তখন কিন্তু উত্তরে প্রিয়শঙ্কর লিখ্লেন, "তুমি আমার বন্ধুই বটে! খোঁড়া মানুষকে লাঠি দিয়ে তারপর কেড়ে নিতে চাও? উষাকে রেখে যাবার সময় তুমি বলেছিলে ভার দিয়ে গেলাম; কিন্তু ঠিক উল্টো—এই চার পাঁচ মাসে

সে আমার সমস্ত ভার হরণ করেছে—এমন কি আমার অভিশপ্ত জীবনের ট্রেডমার্ক কাঠের ক্রাচটা পর্য্যন্ত। সেটা অকেজো হয়ে প'ড়ে থাকে—আর ঊষা আমার বাঁ হাত ধ'রে আমাকে সমস্ত কম্পাউণ্ডটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আর তুমি লেখ, ঊষাকে পাঠিয়ে দাও? ঊষা তোমার পক্ষে তাঁবাদি হয়ে গেছে—অন্ততঃ তোমার দেশে ফেরা পর্য্যন্ত।"

"বাবা, দেবী সিং আস্‌ছে।"

খবরের কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে চশমা খুলে রেখে প্রিয়শঙ্কর চেয়ে দেখ্‌লেন একতাড়া চিঠি নিয়ে দেবী সিং আস্‌ছে। চিঠিগুলো হাতে নিয়ে এক এক ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রিয়শঙ্কর বল্‌লেন, "এই যে বিনুর চিঠি এসেছে।" তারপর অন্য একখানা চিঠি নিয়ে বল্‌লেন, "এই নাও, তোমার কাকার চিঠি।"

বিনয়ের চিঠি প'ড়ে প্রিয়শঙ্করের মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লেন, "ঊষা, আর এক সপ্তাহ পরে বিনু রওনা হবে।"

ঊষা বল্‌লে, "তাই লিখেছেন?"

"হ্যাঁ। তা ছাড়া, আর একটা কথা লিখেচে তা'তে আমি ভারী খুসী হয়েচি।"

ঊষা কোনো কথা না ব'লে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল।

"একটা কথা তুমি জাননা মা—বিনু বিলেত যাবার কিছু পরে আমি একটা বেনামী চিঠি পাই যে, বিলেত যাত্রার কয়েক দিন আগে আমার অজ্ঞাতসারে বিনু বিয়ে ক'রে গেছে। সে চিঠি পেয়ে আমি বিনুকে চিঠি লিখি যে, 'এ কথা যদি সত্য হয় ত বুঝ্‌বো তুমি আমায় অগ্রাহ্য কর। অতএব আমিও তোমাকে অগ্রাহ্য করব। কিন্তু আশা করি একথা সত্য নয়।' বিনু জানে আমি স্নেহও যেমন করতে পারি, শাসনও তেমনি করতে জানি। সে আমার চিঠি পেয়ে অতিশয় কাতরভাবে আমার কাছে

প্রার্থনা জানায় যে, তার ফিরে আসা পর্য্যন্ত যেন এ প্রসঙ্গ বন্ধ রাখি—সে ফিরে এলে কখনই সে আমার অসন্তোষের কারণ হবে না। একথাটা বড় গোলমেলে—এ কথায় আমার মনে খট্‌কা আরো বেড়ে গেল—কিন্তু তবু আমি তার এটুকু প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম; এর দ্বারা সে ত আর মুক্তি পেল না, শুধু বিচারের দিনটাই পেছিয়ে গেল। সে যদি সত্যই বিয়ে ক'রে থাকে—তা হলে এ কথা নিশ্চিত যে, কোন কারণেই আমি তাকে ক্ষমা করব না, তাকে পরিত্যাগ করব। সেই জন্যে এই ঘটনার পর থেকে আমার মনে একটা উদ্বেগ লেগেই রয়েছে। কিন্তু এ চিঠি পেয়ে আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত বোধ করছি। যে চিঠিতে আমি তাকে তোমার কথা লিখেছিলাম—এ চিঠি তারই উত্তর। এ নিশ্চয়ই মনে হয় যে, সে কথা সত্যি হ'লে এ কথা লিখ্‌তে পারে না। এ কথা যদি মিথ্যে না হয় তা হ'লে সে কথা নিশ্চয়ই মিথ্যে। আমি তোমাকে চিঠিটা দেখাতে পারতাম, কিন্তু এখন না হয় থাক।"

ঊষা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "সব কথাইত বল্‌লেন বাবা, থাক্।"

ব্যগ্রস্বরে প্রিয়শঙ্কর বল্‌লেন, "না, সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলিনি। তা হ'ক—এখন থাক্।" বাকিচিঠিগুলি ঊষার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "এ সব চিঠিগুলো পরে দেখ্‌ব—এখন চল একটু পুকুরের ধারে ঘুরে আসি।"

চিঠিগুলো ঘরে রেখে এসে ঊষা সযত্নে প্রিয়শঙ্করের বাঁ হাতটা নিজের ডানহাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে তুলে দাঁড় করালে।

দাঁড়িয়ে উঠে প্রিয়শঙ্কর বল্‌লেন, "কি মুস্কিল! এমন একটি লোক নেই যার সঙ্গে পরামর্শ করি।" চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লেন, "তোমার কাকারা সব ভাল আছেন ত ঊষা?"

"আছেন।"

"তোমার যাবার কথা কিছু লিখ্‌ছেন না ত?"

"না।"

অল্প হেসে প্রিয়শঙ্কর বল্‌লেন, "তোমার কাকার চিঠি এলেই আমার ভয় হয়।"

২

যথাসময়ে কেব্‌ল্ এল বিনয় রওনা হয়েছে।

প্রিয়শঙ্কর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কোন ঘরে বিনয় বাস করবে, কোন্ ঘরে বস্‌বে, কি কি সামগ্রী তার আস্‌বার আগেই কিনে রাখতে হবে, ইত্যাদি আলোচনায় উষা হাঁপিয়ে উঠ্‌লো।

"আমি সেদিন খোঁড়া পা নিয়ে আর ষ্টেশনে যাব না মা; তুমি গিয়ে তাকে receive করবে—তোমাকে দেখে সে ভারী খুসী হবে।"

উষা মৃদু হেসে বলে, "আচ্ছা বাবা, তাই হবে।"

"আর দেখ, তুমি নিজে সেদিন আইরিশ্‌ ষ্টু টা রেঁধে রেখো—সে দেখ্‌বে বিলিতি খাবার বিলেতেই শুধু ভাল হয় না, এখানেও হয়!"

উষা বলে, "রাঁধবো।"

"আর পিয়ানোটা ভাল ক'রে টিউন করিয়ে নাও; সন্ধ্যাবেলা তোমার গান শুনিয়ে তাকে খুসী করতে হবে।"

উষা চুপ ক'রে থাকে।

বিনয় পৌঁছবার আর মাত্র সাতদিন বাকি। যে সকল জিনিস কিন্‌তে হবে গতরাত্রে উষাকে দিয়ে প্রিয়শঙ্কর তার একটা বৃহৎ ফর্দ্দ করিয়েছেন—একটু পরে উষাকে নিয়ে সেই সব জিনিস কিন্‌তে

যাবেন। তিনি ব'সে থাকবেন গাড়িতে, উষা দোকানে দোকানে গিয়ে কিনবে, এই বন্দোবস্ত।

প্রিয়শঙ্কর প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছেন উষার ঘরের পাশের ঘরে। উষা তাড়াতাড়ি বাথ-রুম থেকে নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিলে, তারপর দেরাজের ভিতর থেকে একটা সিঁদুর কৌটা বার ক'রে চিরুণীর ডগায় সিঁদুর নিয়ে সযত্নে মাথায় পরলে; তারপর ভাল ক'রে সেটি চুলের পাতার মধ্যে ঢেকে দিলে।

মধ্যেকার দরজা খোলা ছিল; ঘন পুরু সবুজ রংয়ের পর্দ্দার অল্প ফাঁক দিয়ে প্রিয়শঙ্কর এই ব্যাপারটি দেখ্‌লেন।

"উষা?"

চম্‌কে উঠে উষা তাড়াতাড়ি সিঁদুর কৌটাটা দেরাজের মধ্যে রেখে দিলে, তারপর ত্বরিত পদে পর্দা ঠেলে এ ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্‌লে, "বাবা?"

"কাছে এস, নীচু হও।"

ভয়ে উষার মুখ শুকিয়ে গেল, কিন্তু উপায় নেই, নিকটে এসে নত হ'ল।

চুলের পাতা তুলে ধ'রে প্রিয়শঙ্কর দেখ্‌লেন, সাধারণত যেখানে সিঁদুর পরা হয় না এমন একটি গুপ্তস্থানে একটি টক্‌টকে সিঁদুর রেখা জ্বল জ্বল করছে।

"তোমার বিয়ে হয়েছে উষা?"

উষার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না—মুখ তার মৃত ব্যক্তির মত রক্তহীন হয়ে গেল।

"এ কথা আমাকে বল নি কেন? এ প্রতারণা তুমি আমার

সঙ্গে কেন করলে ঊষা? আমি তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করেছি?"

ঊষার দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ল। নত হয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রিয়শঙ্করের দুই পা জড়িয়ে ধ'রে সে কাতর ভাবে বল্লে, "বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন।"

হাত দিয়ে জোর ক'রে ঊষার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে প্রিয়শঙ্কর বল্লেন, "আহা হা! ক্ষমা যেন আমি করলাম, কিন্তু তুমি যে আমার সমস্ত মতলব নষ্ট ক'রে দিলে তার এখন কি হয়?—তুমি কি বুঝতে পারনি—" তারপর যা বল্তে যাচ্ছিলেন তা বন্ধ ক'রে বল্লেন, "যাক্—সে কথা যাক্—তুমি ত ক্ষমা চেয়ে খালাস হ'লে—সে ছেলেটাও এসে হয়ত বলবে আমি বিয়ে করেছি—ক্ষমা কর বাবা।"

খানিকক্ষণ অত্যন্ত বিকৃত মুখে ব'সে থেকে বল্লেন, 'এখন বিনুর আসার কথা মাথায় উঠ্ল। তোমার ব্যবস্থা কি করব তাই হল ভাবনা! তোমার ত এ পুরুষের বাড়িতে থাকা আর চলে না—বিশেষত বিনু আসার পরে। তোমাকে এই সপ্তাহেই বিলেত পাঠিয়ে দিই।"

প্রিয়শঙ্করকে নিরস্ত করতে ঊষা অনেক চেষ্টা করলে—কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অগত্যা স্থির হ'ল উপস্থিত ঊষা বোম্বায়ে তার এক আত্মীয়ের গৃহে গিয়ে উঠবে, তারপর সেখান থেকে সুবিধা মত প্যাসেজ বুক ক'রে বিলাত যাত্রা করবে। পরদিন বম্বে মেলে বোম্বাই যাওয়া স্থির হ'ল।

ঊষার সঙ্গে প্রিয়শঙ্কর জোর ক'রে এত টাকা দিয়ে দিলেন যে বিলাত গিয়ে ফিরে আসার পক্ষেও তা যথেষ্ট।

বিদায়কালে ঊষা গললগ্নবস্ত্র হ'য়ে প্রিয়শঙ্করকে প্রণাম করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগ্ল। প্রিয়শঙ্কর স্খলিত কণ্ঠে বল্লেন, "ঊষা, আমার ক্রাচটা?—এখন থেকে ত আবার দরকার হবে।"